চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 105 Friday, 15 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১০৫ সংখ্যা ❋ ১ চৈত্র, ১৪৩০, শুক্রবার, ১৫ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

তিন মাস বেতন নেই, বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই সমস্যা সমাধানে কর্মবিরতির পথ বেছে নিয়েছেন কর্মীরা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

আবার বিতর্কিত মন্তব্য বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের। এবার সারদা মায়ের সঙ্গে তুলনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

চোট যেন কোনও মতেই শ্রেয়স আইয়ারের পিছু ছাড়তে চাইছে না। রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে বিদর্ভের বিরুদ্ধে তাঁকে ফিল্ডিং করতে দেখানি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মোদিজির নিজের কাগজ কোথায়?

সিএএ লাগু নিয়ে কটাক্ষ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১৪ মার্চঃ শুধু টুইটারে চ্যালেঞ্জ নয়, বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির সভায় আয়োজনেও ত্রুটি রাখেননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যে টিভির পর্দায় রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে আয়োজিত টক শো-তে যে ধরনের পোডিয়াম থাকে, বৃহস্পতিবার অভিষেকের মঞ্চেও সে রকম দুটি পোডিয়াম রাখা ছিল। মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠে সেই পোডিয়াম দেখিয়ে অভিষেক বলেন, ''বিজেপির কেউ এসেছেন? আমি দুটো পোডিয়াম রেখেছিলাম।'' সাংবাদিকদের কাছেও এ ব্যাপারে জানতে চান। পরে মাইক হাতে বারবার অভিষেককে বলতে শোনা যায়, ''বিজেপির কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে থাকলে প্লিজ মঞ্চে আসুন। আমি জনতার সামনে দুধ কা দুধ পানি কা পানি দেখাতে চাই।'' বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর স্পষ্ট হয়ে যায়, তৃণমূলের সভায় রাজনৈতিক টক শোয়ের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা হচ্ছে না। অভিষেক বলেন, ''বিজেপির কেউ আসেনি, আসার ক্ষমতা নেই। কারণ, ওরাও জানে ওরা মিথ্যে কথা বলছে।'' অভিষেকের কথায়, ''আমিও চাই মিথ্যাচার, কুৎসা নয়, পরিসংখ্যান দেখিয়ে লড়াই হোক। তাহলেই জনগণের কাছে সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ওরা বলেছিল, যুব মোর্চার প্রতিনিধি পাঠাবে। আমি তাতেও রাজি। কারণ, আমার কোনও অহঙ্কার নেই।'' মোদিকে কটাক্ষ করে বলেন, ''দেশের

মানুষের কাছে নাগরিকত্বের প্রমাণ চাইছেন, নিজেদের কাগজ কোথায়। কি মোদিবাবু? টাকা তো উড়ে আসেনি। ব্যাঙ্কের ট্র্যান্সজেকশন দেখান!'' ঘটনা সূত্রপাত, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে গত রবিবার ব্রিগেডের ময়দানে একটি কাগজ দেখিয়ে বরাদ্দের প্রশ্নে কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন অভিষেক। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়েছে বাংলায় বিভিন্ন প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং রাজ্যের অনীহায় কোন কোন প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে। ওই বিজ্ঞাপনকে নিয়ে এদিন সকালে টুইটে অভিষেক লেখেন, 'মিথ্যাচার করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জনগণের টাকা নষ্ট করছে। আমি বিজেপি নেতৃত্বকে আমার সঙ্গে মুখোমুখি তর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। ২০২১ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্পগুলিতে ১ পয়সাও বরাদ্দ করেনি কেন্দ্র। আমি যে ভুল তা প্রমাণ করার জন্য বিজেপিকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।' দুপুরে অভিষেকের নাম উল্লেখ না করে বিজেপির তরফে টুইটে লেখা হয়, 'কবে কোথায় যেতে হবে বলুন। আমরা প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেব।' পাল্টা টুইটে বিজেপি নেতৃত্বকে ময়নাগুড়ির সভায় আমন্ত্রণ জানান অভিষেক, 'আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেল ৩টের সময় ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের মাঠে। দয়া করে রেগা ও আবাস যোজনার শ্বেতপত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন। দেখা হবে।' এদিনের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, ''একুশের ভোটে হারার পর থেকে ৩ বছরের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। আর বাংলায় এসে মিথ্যাচার করছে। তাই সামনাসামনি অফিসিয়াল কাগজ দেখানোর চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। এখনও বলছি, বাংলাকে গত ৩ বছরে বিজেপি ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনায় ১০ পয়সা দিয়েছে প্রমাণ করলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।''

এক দেশ-এক ভোট

নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়ল রাষ্ট্রপতির কাছে

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চঃ লোকসভা ভোটের আগে ইতিমধ্যেই সিএএ নিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত সোমবার থেকেই তা কার্যকর হয়েছে। এবার 'এ দেশ এক ভোট' নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগোল নরেন্দ্র মোদি সরকার। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিল কেন্দ্রীয় কমিটি। ৮ ভাগে ১৮ হাজারের বেশি পাতার রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। মোদি সরকারের তৈরি করা এই কমিটির প্রধান দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনিই রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে 'এক দেশ এক ভোট' নিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ১৮, ৬২৬ পাতার রিপোর্ট দিয়ে গোটা দেশে একসঙ্গে ভোট করার পক্ষেই সওয়াল করেছে কোবিন্দ কমিটি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরেই মোদি 'এক দেশ এক ভোট' তত্ত্বের কথা বলেছিলেন। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের ইস্তাহারেও এর উল্লেখ ছিল। শেষমেষ গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দের নেতৃত্বে এই কমিটি গড়েছিল মোদি সরকার। সেই কমিটিই বৃহস্পতিবার রিপোর্ট জমা দিল। ঠিক কী বলা হয়েছে এই রিপোর্টে? কোবিন্দ কমিটির সুপারিশ, প্রথম ধাপে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে হতে পারে। পরবর্তী ১০০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে পুরসভা-পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক। কমিটির এও সুপারিশ, লোকসভা ভোট পর্যন্ত রাজ্যের বিধানসভাগুলির মেয়াদ করা হোক। এছাড়াও কক্ষ যদি ত্রিশঙ্কু হয়, বা যদি বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে, তাহলে নতুন করে নির্বাচন হোক। তবে এই নির্বাচন ওই ৫ বছরের বাকি মেয়াদকালের জন্য হবে। কমিটি তার রিপোর্টে এও দাবি করেছে, 'এক দেশ এক ভোট' চালু করা হলে বিপুল অর্থের সাশ্রয় হবে। যা পরে রাজনৈতিক দলগুলিই উন্নয়নের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে। পাশাপাশি, আলাদা নির্বাচন মানে প্রতি ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যায় জনবল অর্থা কর্মী-অফিসারদের কাজে লাগাতে হয়। ফলে সরকারি কাজ ব্যহত হয়। এছাড়াও আদর্শ আচরণবিধি প্রয়োগের ফলেও সরকারি কাজ থমতে থাকে। এক

সঙ্গে ভোট হলে পাঁচ বছরে একবার মাস দেড়েকের জন্য আদর্শ আচরণ বিধি চালু থাকবে। এই নীতির কথা সামনে আসার পর থেকেই দেশের বিরোধী দলগুলি সমালোচনায় মুখর হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, 'এক দেশ এক ভোট' নীতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ভাবনার পরিপন্থী। এমন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে দেশের নির্বাচনে আর কোনও বৈচিত্র থাকবে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সাংসদ এবং বিধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য থাকে সেটা এই নীতি কার্যকর হলে আর থাকবে না। দুই নির্বাচনের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লাভবান হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এও মনে করছেন, নরেন্দ্র মোদি সরকার আসলে 'এক দেশ এক দল' শাসন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যেই 'এক দেশ এক ভোট' চালু করতে চাইছে। কারণ, তারা মনে করছে, যৌথভাবে ভোট হলে জাতীয় ইস্যুকে সামনে রেখে বিধানসভা ভোটেও বাজিমা করতে পারবে পদ্ম শিবির। সর্বভারতীয় দল হিসাবে কংগ্রেস বা অন্য কোনও দলকে তারা উঠতেই দেবে না। সেই সুযোগে আঞ্চলিক দলগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করে দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসনে ক্ষমতা দখল সম্ভব। আসলে, আঞ্চলিক দলগুলি রাজ্য ভোটের জন্য যে পৃথক নির্বাচনী ইস্যু প্রকাশ করত, তা লোকসভা এবং বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হলে জাতীয় ইস্যুর চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে। ফলে প্রচারেও বিরাট ধাক্কা খাবে আঞ্চলিক দলগুলি। উল্লেখ্য, রামনাথ কোবিন্দ ছাড়াও এই কমিটিতে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যসভায় বিরোধী দলের প্রাক্তন নেতা গুলাম নবি আজাদ, প্রাক্তন অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিং, লোকসভার প্রাক্তন মহাসচিব সুভাষ কাশ্যপ এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট হরিশ সালভে। লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকেও প্যানেলের সদস্য করা হয়েছিল, যদিও এই নীতির বিরোধিতা করে কমিটির সদস্য হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তিনি।

কপালে সেলাই মমতার, রয়েছেন এসএসকেএমে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে একডালিয়া পার্কে প্রয়াত মন্ত্রীর আবক্ষমূর্তির উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই মঞ্চে প্রয়াত মন্ত্রীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ''আমার জন্য সুব্রতদাকে একবার গ্রেফতার হতে হয়েছিল! তখন সিপিএমের অপারেশন সান সাইন চলছে।'' ছাত্র পরিষদের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের। প্রয়াত নেতা তৃণমূল নেত্রীর থেকে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। গোড়া থেকে তাঁদের দু'জনের পারস্পরিক সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মমতা আরও বলেন, ''মানুষটা অনেক লড়াইয়ের সঙ্গী ছিল।'' মমতা শোনালেন, সেটা বাম জমানার কথা। তখন হকার উচ্ছেদ চলছিল। সিপিএম আমলে অপারেশন সানশাইন করা হয়েছিল। সেই সময় একদিন সুব্রত মুখোপাধ্যায় বনধ ডেকেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি ঘরে বসে ছিলেন। তখন মমতা তিন-চারজনকে নিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, বনধ ডেকে কেন ঘরে বসে আছেন? মিছিল করার জন্য বলেছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। তখন সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, চার-পাঁচ জন মিলে কীভাবে মিছিল করব? কিন্তু মমতাও হাল ছাড়েননি। সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এরপর নিমেষের মধ্যেই চার-পাঁচ জনের মিছিল থেকে চারশো-পাঁচশো জনের মিছিলের রূপ নিয়েছিল সেটা। মুখ্যমন্ত্রী শোনালেন, এরপর সেদিন মিছিল শেষে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তখনই সুব্রতবাবু মমতাকে বলেছিলেন, ''তোর জন্য আমি গ্রেফতার হলাম।'' মমতা তখন বলেছিলেন, তিনি আবার কী করলেন? সে কথা শুনে সুব্রতবাবু জবাব দিয়েছিলেন, ''যদি মিছিলটা না করতাম, তাহলে আমি গ্রেফতার হতাম না।'' ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের কিছুদিন পরেই জুন মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল রাজ্যের তৎকালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রীর। কংগ্রেস জমানায় মাত্র ২৬ বছর বয়সে রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে অবশ্য দলনেত্রী মমতার রাজনৈতিক সঙ্গী ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। রাজনীতির বাইরে সমাজের বিভিন্নস্তরে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা ছিল ঈর্ষণীয়। এমনকী একডালিয়ার পুজো বলতেও বোঝাতো সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। এদিন প্রয়াত মন্ত্রীর স্মৃতিকথায় এসবই তুলে ধরেন মমতা। অন্যদিকে এসএসকেএম হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বাড়িতে পড়ে যান তিনি। এদিন নবান্নে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে যান একডালিয়ায়। প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন করেন। সূত্রের খবর, এরপর বাড়িতে চলে যান মমতা। এখন উডবার্নের সাড়ে ১২ নম্বর কেবিনে ভর্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কপালে সেলাই করা হয়েছে মমতার। এক সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বাড়িতে হাঁটার সময় কোনওভাবে পড়ে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা থেকেই এই গভীর চোট। রক্তাক্ত হন। যে ছবি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল পেজে শেয়ার করা হয়েছে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে পোস্টে।

১৬ জনের নাম ঘোষণা বামেদের

যাদবপুরে সৃজন, শ্রীরামপুরে দীপ্সিতা, দমদমে প্রার্থী সুজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ প্রথমে প্রকাশ করেছিল বিজেপি। যদিও সংখ্যাটা ছিল ২০। গত রবিবার ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে বাংলার ৪২ লোকসভা আসনের জন্যই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু, কবে আসবে, বাম, কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা সেই জল্পনা বাড়ছিল। বিধানসভা ভোটে আইএস, কংগ্রেস, বামেদের সংযুক্ত মোর্চার দেখা মিললেও বিরোধী ইন্ডিয়া জোট নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে বাংলায় তিন দলের জোট বা আসন সমঝোতা দেখা যাবে কিনা তা নিয়েও চাপানউতোর চলছিল। এদিনই বারাসাত, বসিরহাট, মথুরাপুর, যাদবপুর, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, মালদহ দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ আসনে লড়াইয়ের কথা জানিয়েছে আইএসএফ। অবশেষে সামনে এল বামেদের তালিকা। এদিন ১৬ জনের নাম ঘোষণা করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। কোচবিহার থেকে লড়ছেন নিতীশ চন্দ্র রায়। জলপাইগুড়ি থেকে লড়ছেন দেবরাজ বর্মন। বালুরঘাট থেকে জয়দেব সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণনগর থেকে এসএম সাদি। দমদম থেকে সুজন চক্রবর্তী। যাদবপুর থেকে সৃজন ভট্টাচার্য। কলকাতা দক্ষিণ সিপিআইএম সায়েরা শাহ্ হালিম। শ্রীরামপুর থেকে লড়ছেন দীপ্সিতা ধর। হুগলিতে লড়ছেন মনদীপ ঘোষ। তমলুক থেকে লড়ছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় বামেদের ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জন নতুন। তালিকায় রয়েছেন তিন জন মহিলা। মেদিনীপুর থেকে লড়ছেন বিপ্লব ভট্ট। বাঁকুড়া থেকে লড়ছেন নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত। বিষ্ণুপুর থেকে শীতল কৈবর্ত। নীরব খান থেকে লড়ছেন বর্ধমান পূর্ব আসন থেকে। আসানসোল থেকে লড়ছেন জাহানারা খাতুন।

সিএএ নিয়ে মমতাকে বিঁধলেন শাহ, 'মিথ্যা রাজনীতি' না করার আর্জি

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চঃ সিএএ নিয়ে রাজনীতি করার জন্য তৃণমূল নেত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ''বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে তফাত বুঝতে পারছেন না।'' বৃহস্পতিবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মমতা বলেছেন, অসমের মতো বাংলায় তিনি ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেবেন না। সিএএ-র সঙ্গে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির (এনআরসি) সম্পর্ক আছে। মমতার বক্তব্য খণ্ডন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী এক নয়, উনি এটার ফারাক ধরতে পারছেন না। একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অমিত শাহ আরও বলেন, ''সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে আর অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে। মমতা এবং তাঁর দল যদি জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে এরকম রাজনীতি করেন, তাহলে দেশের মানুষ তাঁদের সঙ্গ দেবেন না।'' শাহের কথায়, ''তোষণের রাজনীতি করে আপনারা অনুপ্রবেশ বন্ধ করছেন না। শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান আটকে দিলে দেশের মানুষ আপনাদের সঙ্গে থাকবে না।'' শাহ আরও বলেন, ''রাজনীতি করার অনেক রাস্তা আছে। কিন্তু, যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, সেই বাঙালি হিন্দুদের ক্ষতি করবেন না। আপনি নিজেও তো একজন বাঙালি।'' মমতাকে চ্যালেঞ্জ ঠুকে শাহ বলেন, ''সিএএ-র একটি অংশকে দেখান তো যেখানে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।'' সিএএ নিয়ে রাজনীতি না করে বাংলা সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ রোধের দিকে মন দেওয়ার পরামর্শ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করছেন। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পের কথা না তুলে সে রাজ্যের মতো অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন মমতা। আমি খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি, সিএএ-তে একজনেরও নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার কথা রয়েছে সেটা আমাকে দেখান।'' তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ''সিএএ নিয়ে আমরা কখনও আপস করব না। এই আইন ফিরিয়ে নেওয়াও হবে না।'' ইন্ডি জোটকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, ''বিরোধীদের কোনও কাজ নেই। ওরা জানে এবারেও ওদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নেই। ওরা একসময় এক কথা বলে, পরক্ষণে অন্য কথা বলে, ইতিহাস তার সাক্ষী আছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মোদির দেওয়া সমস্ত গ্যারান্টি পূর্ণ করা হয়েছে।'' সিএএ নিয়ে বিরোধীদের বক্তব্যের জবাবে শাহ বলেন, ''রাহুল গান্ধি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যার রাজনীতি করছেন। ফলে কোন সময়ে আইন কার্যকর হল সে প্রশ্ন ওঠেই না।''

মধ্যমগ্রামের গণধর্ষণের মামলায় কাউকে রেয়াত নয়, রায় দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ ১১ বছর আগে ভয়াবহ গণধর্ষণের ঘটনায় রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এক ১৬ বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছিল মধ্যমগ্রামে। ঘটনার পর ওই বছরেই পুড়ে মৃত্যু হয় কিশোরীর। সেই ঘটনায় বারাসত কোর্ট আগেই সাজা ঘোষণা করেছিল। পরে মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। এবার সেই সাজাই বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৩ সালে, মধ্যমগ্রামে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। বিহারের বাসিন্দা এক ট্যাক্সি চালকের নাবালিকা কন্যাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। তিন অভিযুক্তের ডিএনএ পাওয়া গিয়েছে তদন্তে। আদালতে জানানো হয়, তিন অভিযুক্তের ডিএনএ পাওয়া গিয়েছে নির্যাতিতার দেহে। রাজসাক্ষী হিসেবে আদালতে পাঁচজনের নাম জানানো হয়। শুনানির পর

এদিন নিম্ন আদালতের ২০ বছরের সাজার নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৩ সালের ২৬ অক্টোবর ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়। সেই সময় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, একজন রাজসাক্ষী হন। বেকসুর খালাস হলেও বাকি পাঁচজনের সাজা ঘোষণা করে বারাসাত কোর্ট। এর ঠিক এক বছরের মাথায় ২০১৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বারাসাত আদালত ২০ বছরের সাজা ঘোষণা করে। ৫ অভিযুক্তের সাজা ঘোষণার পর ২০১৪ সালেই নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন সাজাপ্রাপ্ত অভিযুক্তরা। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে শুনানি চলছিল হাইকোর্টে। আজ সেই মামলায় রায়দান করল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলায়, পাঁচ অভিযুক্তের নাম সঞ্জীব তালুকদার, পলাশ দেবনাথ, রাজেশ মন্ডল, রাজীব বিশ্বাস ও পাপাই রায়।

৪২ আসনে লড়াইয়ের 'ক্ষমতা নেই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১৪ মাচঃ বাংলার ৪২ আসনে লড়াই করার ক্ষমতা নেই কংগ্রেসের, মানছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই দুই দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে বাংলার কোনও আসনে এখনও প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি কংগ্রেসের তরফে। এদিকে বাংলার জন্য বৃহস্পতিবারই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে বামেরা। আর এরপরই দিল্লি থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলে দিলেন, ''আমাদের ক্ষমতা নেই ৪২টি আসনে লড়াই করার।'' লোকসভা ভোটের জন্য প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে বামেরা। বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় ১৬ আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। প্রথম দফার ১৬ আসনের মধ্যে নাম নেই বহরমপুরের। বামেরা স্পষ্ট করে দিয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার পথ এখনও খোলা রাখতে চাইছে তারা। কংগ্রেসের জন্য আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে চায় বামেরা। কংগ্রেস কথা বলতে চাইলে, বা আলোচনায় বসলে রাজি বামফ্রন্ট। বিমান বসুদের অবস্থান স্পষ্ট, কংগ্রেস বাস্তব ভিত্তি নিয়ে কথা বললে, বামেরা কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলবে।

বিজেপিতেই যাচ্ছেন অর্জুন, সঙ্গে দিব্যেন্দুও, আজই যোগদান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ জল্পনার অবসান। বিজেপিতেই যাচ্ছেন অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি নিজেই। সংবাদমাধ্যমে অর্জুন এদিন জানিয়েছিলেন, শুধু তিনি নন, আরও এক 'বড়' নেতা যোগ দিতে চলেছেন বিজেপিতে। সেই নেতা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবারই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন দুজনে। অর্জুনের কথায়, ব্যারাকপুরের হাজার হাজার কর্মীরা মুখিয়ে আছে বিজেপিতে যাওয়ার জন্য। তৃণমূলের ব্রিগেডের দিন ৪২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই তালিকায় নাম ছিল না অর্জুনের। তারপরই তিনি দলের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন। দুরন্ত বার্তা আগেই লেখাই হয়েছিল ব্যারাকপুরে অর্জুনের ফের প্রার্থী হওয়ার ব্যাপার নিশ্চিত নয়। শেষমেষ তাই হয়েছে। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী করেছে পার্থ ভৌমিককে। সেই ঘোষণার পর থেকেই অর্জুনের দলবদলের জল্পনা নতুন করে শুরু হয়। উনিশের লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। তারপর তিনি যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। মাঝে তৃণমূলে ফেরেন। কিন্তু এবারও তাঁকে ব্যারাকপুর থেকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল। প্রথম থেকেই অনুমান করা হয়েছিল, কোনও অঘটন না ঘটলে উনিশের লোকসভা ভোটের মতো এবারও অর্জুন সিং ব্যারাকপুর থেকেই ভোটে লড়বেন। আর তা পদ্মফুল প্রতীকে। বিজেপিতে যোগদানের ঘোষণা তো তিনি করেছেন। এবার এটাই দেখার, আদৌ তিনি প্রার্থী হন কিনা। কদিন আগেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দল ছেড়েছিলেন তাপস রায়। তিনি গেছেন বিজেপিতে। সূত্রের খবর, অর্জুনের সঙ্গে তাপস রায়ের বারংবার কথা হয়েছিল দল ছাড়ার আগে। তাপস রায় ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলায় তৃণমূলের সভাপতি

ছিলেন। সেই সুবাদে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিলই। দল ছাড়ার আগে বিধানসভায় তাপস রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডা হয়েছিল অর্জুনের। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, অফিস থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে দিয়েছেন অর্জুন। সুতরাং বলা যায়, দলবদলের ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন তিনি। অর্জুন সিংয়ের প্রসঙ্গে বুধবারই পরোক্ষে বড় মন্তব্য করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরকন্যার সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি বলেন, ''অর্জুন তো এখনও বিজেপির সাংসদ। আর কে কোথায় দাঁড়াবে, সেটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এই নিয়ে আমি কিছু বলব না।'' বিষয় হল, মমতার এই মন্তব্যের আগে তৃণমূলের তরফে অর্জুনকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে সূত্রের খবর। বলা হয়েছিল, তাঁকে বরাহনগর আসনের উপনির্বাচনে দল প্রার্থী করবে, এমনকী মন্ত্রিসভাতেও জায়গা দেওয়া হতে পারে। তবে এই প্রস্তাবে বরফ গলেনি। অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরপরই গেরুয়া খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন তাঁর ছোট ভাই সৌমেন্দু অধিকারী। সৌমেন্দু তখন ছিলেন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান। এবারের নির্বাচনে কাঁথি লোকসভা আসনে সৌমেন্দুকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এদিকে দিব্যেন্দু তৃণমূলের সাংসদ হলেও লাগাতার শাসক দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। শুধু তাই নয়, একাধিক ইস্যুতে বিজেপির পক্ষে সওয়ালও করেন। সম্প্রতি সন্দেশখালির ঘটনা নিয়েও রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন তিনি। কাঁথির সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, ''আজ রাতের ফ্লাইট ধরে দিল্লি যাচ্ছি। শুক্রবার বিজেপি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হব। মোদি-অমিত শাহ, নাড্ডাজি এবং রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।'' যদিও দিব্যেন্দুর ফের তমলুক থেকে টিকিট পাওয়ার আশা হয়তো ক্ষীণ। বিজেপির রাজনীতিতে এক পরিবার থেকে দুজনকে টিকিট দেওয়ার খুব একটা রীতি নেই। তাছাড়া, তীব্র জল্পনা যে, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে তমলুক থেকে প্রার্থী করছে বিজেপি। মনে করা হচ্ছে, বিজেপিতে যোগ দিলে দিব্যেন্দুকে ২৬-এর বিধানসভা ভোটে কাঁথি আসন থেকে প্রার্থী করা হতে পারে।

বাস বন্ধে বিপাকে পরীক্ষার্থী

মালদহ,১৪মার্চঃবেসরকার বাস এবং টোটো চালকের গোলমালের জেরে বিপাকে পড়লেন গৌ।বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মালদহে বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখেন চালকেরা। ফলে, পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে বিপাকে পানে পরীক্ষার্থীরা। বুধবার গাজলে বেসরকারি বাসের চালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল টোটো চালকের বিরুদ্ধে। পথ অবরোধ থেকে পুলিশে অভিযোগও করেন বাস চালকেরা। তবে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ দিন সকাল থেকেই জেলা জুড়ে বেসরকারি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। চালকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে জানান প্রশাসনের কর্তারা।

লুচি-আলুপোস্তা আর মিষ্টি দইয়ের মতো মিটিং-মিছিলও বাঙালির সংস্কৃতি,সরকারি কর্মীদের বড় পরামর্শ প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ‘ অন্য কিছু উপায় ভাবার সময় এসেছে।’ সরকারি কর্মচারীদের নবান্ন বাস স্ট্যান্ডের র‌্যালি অনুমোদন দিয়ে বলল প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। একক বেঞ্চের রায়ই থাকল বহাল ডিভিশন বেঞ্চে। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এভাবে র‌্যালি না করে নিজেদের বক্তব্য জানানোর অন্য উপায় ভাবার সময় এসেছে। প্রধান বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য, মিষ্টি দই, লুচি আর আলু পোস্তর মতো র‌্যালি, এটা বাঙালির কালচার।নবান্নের বাস স্ট্যান্ডের কাছে মিছিল ও ধর্নার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্যের কো অর্ডিনেশন কমিটি। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ এই কর্মসূচি নিয়ে শর্তসাপেক্ষে নির্দেশ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, হাওড়া রেল মিউজিয়াম থেকে নবান্ন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বৃহস্পতিবার মিছিল করা যাবে। তবে ১,৫০০-র বেশি মানুষ জমায়েত করতে পারবেন না। তাছা।া পুলিশ ওই মিছিলের উপর প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে পারবে। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রেখেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।উচ্চ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, সিঙ্গল লাইনে মিছিল করতে হবে। মিছিল কোথাও দাঁড়িয়ে গেলে চলবে না। পাশাপাশি নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে পুলিশকে। হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল, এই মিছিল-কর্মসূচির জন্য বিকল্প রুটের প্রস্তাব দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু আন্দোলনকারীরা তা মানেননি। শুধু তাই নয়, আগের কর্মসূচির চেয়ে লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সঙ্গে নবান্নর সামনের মিছিল নিয়ে অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা করছিল রাজ্য। তাঁদের যুক্তি ছিল, সাধারণত ওই এলাকায় মিছিল করা যায় না। ওই এলাকা স্পর্শকাতর। কিন্তু আদালত সেই দাবি মানতে চায়নি। রাজ্য সরকার কোন রুটের কথা বলেছিল এই কর্মসূচির জন্য? তাঁদের তরফে জানানো হয়েছিল, কো অর্ডিনেশন কমিটি যে এলাকায় মিছিল করতে চাইছে ওই এলাকা অত্যন্ত ঘিঞ্জি। রেল মিউজিয়াম থেকে নবান্ন বাসস্ট্যান্ড খুব জনবহুল এলাকা। হাওড়া লঞ্চ ঘাট থেকে হাওড়া ময়দান মিছিল করলে আপত্তি নেই। কিন্তু আন্দোনকারীদের দাবি মতোই পুরনো রুটে মিছিল হবে।

রাজ্যের ৪২ আসনেই প্রার্থী দিচ্ছে এসইউসিআই, তোপ সিপিএম-কে

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ সিপিএম, সিপিআইকে দুষে বৃহত্তর বাম ঐক্যের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই। রাজ্যের একমাত্র দল তৃণমূল যাঁরা একসঙ্গে ৪২ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এরপর দ্বিতীয় দল হিসেবে এসইউসিআই রাজ্যের সব আসনে প্রার্থী দিচ্ছে। সারাবছর নানারকম আন্দোলনের কথা বলে ভেসে থাকার চেষ্টা করলেও ভোটের মুখে এসে প্রার্থী দিতে চুল ছিড়তে হচ্ছে বামফ্রন্টকে। তথৈবচ অবস্থা কংগ্রেসের। তাঁরা শ্যাম রাখবে না কূল রাখবে, তাই এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, ফলে বাম-কং জোটও ঘেঁটে ঘ! বিজেপি বুক ফুলিয়ে প্রচার করলেও তাঁরাও এখনও ৪২ আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি।অথচ এই ৩ দলের চেয়ে ‘ দল এসইউসিআই ৪২ আসনেই প্রার্থী দিতে চলেছে। তাঁরা একাই লড়াই করবে। এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এসইউসিআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ বলেন, সিপিএম সবসময় কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে চায়। তারাই বৃহত্তর

সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন ভারত বাণিজ্যিকভাবে সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরি করবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ সেই দিন বেশি দূরে ন, যখন ভারত বাণিজ্যিকভাবে সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরি করবে। বুধবার আশা ব্যক্ত করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত শীঘ্রই সেমিকন্ডাক্টর এবং সেই সম্পর্কিত পণ্যগুলির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করবে এবং প্রযুক্তি, পারমাণবিক এবং ডিজিটাল স্থানগুলির মতো এই ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক শক্তি হয়ে উঠবে। বুধবার দেশে তিনটি নতুন সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, বর্তমান সিদ্ধান্ত এবং নীতি ভবিষ্যতে আমাদের একটি কৌশলগত সুবিধা প্রদান করবে। মোদী বলেছেন, আমরা একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতিহাস তৈরি করছি। আমরা ভারতে ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের জন্য তিনটি বড় প্রকল্পের উদ্বোধন করেছি। এই প্রকল্পগুলি ভারতকে সেমিকন্ডাক্টর উপাদনের একটি বৈশ্বিক হাব হতে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম বাড়ানোর প্রয়াসে, গুজরাটের সানন্দে নির্মাণাধীন চিপ প্ল্যান্ট ছাড়াও তিনটি নতুন চিপ প্ল্যান্ট - দু'টি গুজরাটে এবং একটি অসমে স্থাপন করা হচ্ছে। টাটা গ্রুপ এই তিনটি নতুন প্ল্যান্টের মধ্যে দু'টি স্থাপন করছে।

রাজ্যপাল বোসের মুখেও ‘ মোদিজির গ্যারান্টির’ কথা,‘ বিজেপির লোক’ খোঁচা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম সুরজ পোর্টালের সুখ্যাতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের মুখে। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে আর্থিক সুযোগ সুবিধার এক নতুন সোপানে পৌঁছে দেবে এই পিএম সুরজ পোর্টাল। এর মাধ্যমে খুব সহজেই কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ঋণ পাওয়া যাবে।সিভি আনন্দ বোসকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসকদল তৃণমূল। তাদের কটাক্ষ, বিজেপির হয়ে কাজ করছেন রাজ্যপাল। এদিন তা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল।ঙমঙ্গলবার হুগলির উত্তরপাড়ায় এসেছিলেন রাজ্যপাল। উত্তরপাড়া গণভবনে পিএম সুরজ পোর্টালের ভারচুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেন,আমি নেতাজি সুভাষ, বিবেকনন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে শপথ করে বলছি আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই লড়ব। আমরা হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই করব। মহান প্রধানমন্ত্রী মোদিজির নেতৃত্বে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করব। এর পরই তিনি বলেন, পিএম সুরজ পোর্টাল হল মোদি জি কি গ্যারান্টি । তাঁর মুখে ‘ রাজনৈতিক স্লোগান ঘিরে জলঘোলা শুরু হয়েছে। রাজ্যপালকে কটাক্ষ করে হুগলি জেলার তৃণমূলের জেলা সম্পাদক আচেছলাল যাদব অরিন্দম গুঁইন বলেন,উনি বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। তাই এসব বলছেন। মোদিজির গ্যারান্টি যদি সত্যি হত, তবে এতদিন সকলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে এসে যেত।

আত্মনির্ভরতায় পার আরও এক ধাপ, কোয়ান্টম সি-ডট পেটেন্ট পেল ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ মাচঃ আত্মনির্ভর ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই স্বপ্ন পূরণে একাধিক পদক্ষেপও করা হচ্ছে। তার ফলও মিলছে হাতেনাতে। আত্মনির্ভরতায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ভারত। কোয়ান্টম বন্টনে সি-ডটের পেটেন্ট পেল ভারত। দেশের এই সাফল্যের কথা ভাগ করে নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, কোয়ান্টম কি বন্টনে সি-ডটের পেটেন্ট পেয়েছে ভারত। আগামী ২০ বছরের জন্য এই পেটেন্ট পেয়েছে ভারত সরকার। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাস থেকেই এই পেটেন্ট কার্যকর হয়েছে। সুরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেই কোয়ান্টম প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হবে। সেই কাজেই এই পেটেন্ট কার্যকর হবে বলে জানা গিয়েছে। ব্যাঙ্কিং, ট্রান্সপোর্ট, প্রতিরক্ষা, শক্তি বন্টন, স্বাস্থ্য সহ একাধিক ক্ষেত্রে তথ্যের সুরক্ষিত ট্রান্সফার করার জন্য কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন। কোয়ান্টম ফিজিক্স ও কমিউনিকেশন টেকনোলজির যেভাবে উন্নতি হচ্ছে, তা আগামিদিনে ৫জি প্রযুক্তিকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। কোয়ান্টম কি ডিস্ট্রিবিউশন আগামিদিনে শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। স্টার্টআপ কোম্পানিগুলিও এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে। প্রসঙ্গত, গত বছরই ভারত শুরু করেছে ন্যাশনাল কোয়ান্টম মিশন। কোয়ান্টম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই মিশন শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল সিস্টেম সেনসেটিভ ডেটা নিয়ে কাজ করে। এই তথ্যের সুরক্ষা ও গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষেত্রেই কোয়ান্টম সুরক্ষিত কমিউনিকেশন ব্যবহার করা হচ্ছে।

বেঙ্গালুরুতে জল সঙ্কটের কথা অস্বীকার করলেন শিবকুমার, বললেন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

বেঙ্গালুরু, ১৪ মার্চ ঃ বেঙ্গালুরুতে জল সঙ্কটের কথা অস্বীকার করলেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। একইসঙ্গে তিনি জানালেন, জল সঙ্কট নিরসনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জল সঙ্কট প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেছেন, বেঙ্গালুরুতে জলের কোনও সঙ্কট নেই। আমরা বিকল্প ব্যবস্থা করেছি।ডি কে শিবকুমার আরও বলেছেন, বিজেপি বলছে, আমরা তামিলনাড়ুকে জল ছেড়ে দিচ্ছি। এটা একেবারেই মিথ্যা। আমি

বাড়িতে বিধ্বংসী আগুন উদ্ধার ৯ জন

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ রাজধানী দিল্লীতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার ভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লির শাহদারা এলাকায় অবস্থিত একটি বা।িতে। ডিসিপি সুরেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, আনুমানিক বৃহস্পতিবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ গীতা কলোনি থানায় ফোন করে জানানো হয় এই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে, সেই অনুযায়ী স্থানীয় পুলিশ, দমকল, অ্যাম্বুলেন্স এবং পিসিআর

ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি,১৪মার্চঃবিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্ট্যানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বঃটন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘঃটা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও । চোপড়া বলছেন, আমরা ভালো টাকা দিই, তাই ওরা খুশি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল এটা খুব একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও নয় । কনকরাজতো চমকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃট জমা পড়া প্রথম মজুরির পরিমাণ দেখে । কনকরাজ প্রথমে ভেবেছিল কারিয়া অন্য অনেক চিটফাণ্ডের মতোই, যারা বেশি টাকার লোভ দেখায় এবং তাতে ভুলে গ্রামবাসীরা ঠকে । আর আছে মহাজন । স্থানীয় মানুষ অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে অতিমাত্রায় সুদে টাকা ধার করে । আর জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে । চঃিদ্রকা যেমন কারিয়া থেকে পাওয়া তার মজুরির অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ বোনের চিকিৎসার জন্য নেওয়া ধার মেটাতে । বোনতো বাঁচেইনি, বরং তার সন্তান এবং ঋণের বোঝা চেপেছে পরিবারের কাঁধে । এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক কারিয়া কর্মীই । মায়ের জন্য ঋণের বোঝায় ডুবে আছে ২৫ বছরের অজয় কুমার । আবার ঋণ না থাকলেও ৩৮ বছরের শিবান্না এন ছোটবেলায় ডান হাত হারিয়েছিলেন বাজি বিস্ফোরণে ।বর্তমানে ওই গ্রামবাসীরা যে কাজটি করছেন সেটি

বিজেপি-র সঙ্গে যা করেছেন সব ফাঁস করে দেব’, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক করলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বিজেপির দরজা সবসময় বন্ধ। বুধবার রানাঘাটে একথা জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে এ কথা জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী। তাঁর মন্তব্য, ‘ চোরেদের পরিবারের কাউকেই বিজেপি নেবে না!’’ সেই সঙ্গে বাবুনকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন শুভেন্দু। তৃণমূল ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ‘ ব্যক্তিগত কাজিয়া’য় বিজেপিকে যাতে না জড়ানো হয়, তা নিয়ে ‘ সতর্ক করে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।লোকসভা ভোটে তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী না করায় বুধবার প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বাবুন। এর পর থেকেই তাঁর বিজেপিতে যোগদান নিয়ে জল্পনা তৈরি হয় রাজ্য-রাজনীতিতে। পরে দিদি মমতা ‘ ধমক দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলতেই ‘ টার্ন’ নেন বাবুন। তার প্রেক্ষিতেই শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, বাবুন যদি এ ব্যাপারে বিজেপিকে জড়ান, তা হলে তিনি যা যা করেছেন সব ফাঁস করে দেবেন। বিরোধী দলনেতার কথায়, ‘ বলছে, আমি বিজেপিতে যাব না। আমি বলছি, বিজেপি আপনাকে নেবে না। বিজেপি ওই পরিবারকে চোর বলেছে, ওই পরিবারের কাউকে বিজেপি নেবে না। (মোবাইল দেখিয়ে) গত দু'দিন বিজেপির সঙ্গে আপনি যা করেছেন, তার সবই আমার মোবাইল ফোনে রয়েছে। আপনি যদি বিজেপিকে নিয়ে কোনও কথা বলেন, হাটে এমন হাঁড়ি ভাঙব, পরের দিন আর মুখ দেখাতে পারবেন না।’’বুধবার বিকেলে নদিয়ার রানাঘাটে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেখানে বাবুন প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করতেই মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারকে নিশানা করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, ‘২০১১ সালের পরে কালীঘাট রোড ও হরিশ মুখার্জির স্ট্রিট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার দখল করেছে। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের কেউ কোনও পদে ছিলেন না। একে একে কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে জায়গা পেয়েছেন। তৃণমূলের স্পোর্টস সেলের সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাউন্সিলর করেছে, ভাইপোকে দিল্লি থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে প্রথমে সাংসদ, পরে মালিক করে দিয়েছে, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অফ কোম্পানি করে দিয়েছে। এর সঙ্গে যত স্পোর্টসের জায়গা আছে, মোহনবাগান ক্লাব বলুন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বলুন, বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন বলুন, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রত্যেককে বসিয়েছে। খেলাধুলার মানুষদের সরিয়ে দিয়েছে। হকির মাঠ থেকে শুরু করে এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে দখল করেনি এই পরিবার এবং সম্পূর্ণ হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে।’’এর পরেই বাবুন প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘ বলেছিল, ভাই তোকে এমপি (সাংসদ) করব! ভাইয়ের সঙ্গে চুক্তি ছিল, ২০২১ সালে তোকে এমপি করব। ২০২৪ সালে ভাইকে এমপি টিকিট দেয়নি। একটু ভাগ বাটোয়ারায় কম পড়েছে। তাই এ সব বলছে। আর বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা কথা বলে দিই- পিসিকে যা বলার বলুন। মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন আর দিদি নেই। যখন দিদি ছিলেন তখন আমি ওঁর দলে ছিলাম, এখন উনি পিসি। ঠগি পিসিকে যা পারেন বলুন, বিজেপির কথা তুলবেন না। নয়তো বিজেপির সঙ্গে কী কী করেছেন, আমি কিন্তু ফাঁস করে দেব। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।’’বুধবার সকালেই তিনি হাওড়া সদরের তৃণমূলের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। প্রার্থী পছন্দ হয়নি জানিয়ে বাবুন এমনও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, দিদি (মমতা) তাঁকে অনুমতি না দিলেও তিনি হাওড়া থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে লড়বেন। এ সব নিয়ে বিতর্কের সময় দিল্লিতে ছিলেন বাবুন। তখনই জল্পনা ছড়ায় যে, তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। তা নিয়ে জল্পনার মধ্যে বুধবার শিলিগুড়িতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে ছোট ভাই বাবুনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘোষণা করেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তিনি জানিয়ে দেন, হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হতে না পেরে বাবুন যা করছেন বা বলছেন, তাতে গোটা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ক্ষুব্ধ। মমতা বলেন, ‘ সরাসরি বলছি, যারা বেশি বড় হয়ে যায়, তাদের লোভও বেড়ে যায়। ওকে পরিবারের সদস্য বলেই আমি মনে করি না। সব সম্পর্ক ছেদ।’’ একই সঙ্গে মমতা ভাই বাবুনের কাজ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘ অনেক কাজই আমি অনেক দিন ধরে পছন্দ করি না। কিন্তু সব কথা তো বাইরে বলা যায় না। আজ বলছি। আমাদের পরিবারে কেউ এ রকম নয়। এতে সবাই ক্ষুব্ধ।’’মমতার ওই মন্তব্যের পরেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যান বাবুন। জানিয়ে দেন, তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন না। আর দিদি তাঁকে নিয়ে যা যা বলেছেন, তার সবটুকুই তিনি ‘ আশীর্বাদ’ হিসাবেই নিচ্ছেন। দলবদলের জল্পনাতেও নিজেই ইতি টানেন। জানিয়ে দেন, দিদি যত দিন আছেন, তত দিন তিনি কোথাও যাচ্ছেন না!

সন্দেশখালিতে ম্যারাথন অভিযানে ইডি,শাহজাহানের ইটভাটা ও মাছের বাজারে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত একটি মামলায় তদন্তের সূত্রে সন্দেশখালির একাধিক জায়গায় হানা দিলেন ইডি আধিকারিকেরা।রাস্তাঘাটে টহল দিচ্ছে পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানেরা। শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারির পর ফের বড়সড় তল্লাশি অভিযানে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সূত্রের খবর, শাহজাহানের আমদানি-রফতানি ব্যবসা-সহ একাধিক মামলার তদন্তের জন্যই বৃহস্পতিবারের এই তল্লাশি অভিযান। শাহজাহানের টাকার উস জানতে তার তিন ঘনিষ্ঠ সহচরের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন ইডির অফিসারেরা।এদিন সকালে শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ আইনুর মোল্লার বাড়িতে আগে যান ইডির অফিসাররা। ইডির তল্লাশির আগেই আইনুলের বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারপর একে একে নজরুল মোল্লা, জামালউদ্দিন মোল্লা, আরসাদ মিয়া-সহ শাহজাহানের বাকি সাগরেদদের বাড়িতে তল্লাশি শুরু হয়। প্রায় শতাধিক কেঃদ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রয়েছেন এদিনের অপারেশনে।ঙইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, সন্দেশখালির মোট তিনটি জায়গায় একই সঙ্গে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ধামাখালির যে বাজার ঘিরে রেখে তল্লাশি চলছে, সেখানে কাঁকড়া, চিংড়ি মাছের পাইকারি ব্যবসা চলত। মাছব্যবসায়ী ছাড়াও ইমারতি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। সন্দেশখালিতে শাহজাহানের একাধিক মাছের ভেড়ি রয়েছে। সেখানে অন্যান্য মাছের সঙ্গে চিংড়ির চাষও হত। সেই সুবাদেই শাহজাহান ঘনিষ্ঠ কয়েকজন চিংড়ি ব্যবসায়ীর বাড়িতে আগেও হানা দিয়েছিল ইডি। আজও তেমন কয়েকজনের বাড়িতে তল্লাশি চলছে বলে খবর। জানা গেছে, আইনুর ও জামালউদ্দিন মোল্লা সম্পর্কে দু'জন ভাই। এই দু'জনের সঙ্গেই শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত একটি মামলায় তদন্তের জন্যই নাকি সেখানে হানা দিয়েছেন গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল ব্যবসার আড়ালে বেনিয়ম হচ্ছে। মাছের আমদানি-রফতানি করার আড়ালে বিপুল পরিমাণে টাকা তছরুপের অভিযোগও উঠেছে। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ইডি। তল্লাশি চলে হাওড়া, কলকাতা সহ একাধিক এলাকায়। ঙবৃহস্পতিবার শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ মাছ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সকলের বাড়িতে একে একে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। ধামাখালির কাছে একটি মাছের পাইকারি বাজার ঘিরে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে, নদীর পাড় ঘিরে রেখেছেন বিএসএফ জওয়ানেরা।ঙরেশন ‘ গত ৫ জানুয়ারি সঃদেশখালিতে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। ওই দিন ইডি তাঁর বাড়িতে ঢুকতেই পারেনি। বাড়ির বাইরে ইডি আধিকারিকদের মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, সে দিন বাড়িতেই ছিলেন শাহজাহান। পরে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। দ্বিতীয় বার শাহজাহানের বাড়িতে তালা ভেঙে ঢোকে ইডি। ফাঁকা বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর বাড়িটি সিল করে দিয়ে যায় ইডি। তারপরেই সন্দেশখালিতে আগুন জ্বলে ওঠে। শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়ে রাস্তায় নামেন স্থানীয় লোকজন। থানা ঘিরে চলে বিক্ষোভ। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান মহিলারাও। শাহাজাহান ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, মারধর, মহিলাদের শ্লীলতাহানি করার অভিযোগও ওঠে। সন্দেশখালিতে দফায় দফায় গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। নিজের চোখে পরিস্থিতি দেখে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। তারপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ধরা পড়ে শেখ শাহজাহান। আপাতত, সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন তিনি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১চৈত্র মাস মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃহৃদরোগীদের জন্য কফি ছাড়ার পক্ষে এটি সঠিক সময়। পরবর্তী যে কোন ব্যবহার আপনার হার্টে অহেতুক (অপ্রয়োজনীয়) চাপ সৃষ্টি করবে।
বৃষভ রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
মিথুন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের
কুম্ভ রাশিঃকোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মনের শান্তি এনে দেবে। দীর্ঘ স্থায়ী সম্ভাবনাসহ বিনিয়োগ
মীন রাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। আজ, আপনার অর্থ অনেক কিছুতে ব্যয় করা যেতে পারে। সুতরাং, সমস্ত চ্যালেঞ্জ এবং অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় আপনার আজ একটি দক্ষ বাজেট পরিকল্পনা করা দরকার।

যৌথ মঞ্চের আহ্বানে নবান্ন অভিযানের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ মার্চ ঃ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ-এর আহ্বানে বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। দুপুরে হাওড়া ফেরিঘাটে জমায়েত ডাকা হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় মিছিল। বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ হোক, রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শূণ্য পদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, বকেয়া ৩৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও মহার্ঘ রিলিফের দাবিতেই এদিন নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়।

তিন মাস বেতন নেই,বকেয়া পরিশোধের দাবিতে অসংগঠিত বিদ্যুৎ কর্মীদের কর্মবিরতি

হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ ১৪ মার্চ ঃ তিন মাস বেতন নেই বেতন , বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত জানিয়েও সমস্যা সমাধান হয়নি । সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন বিদ্যু কর্মীরা। সমস্যা সমাধানে কর্ম বিরতির পথ বেছে নিলেন হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জের অস্থায়ী কর্মীরা। বুধবার সকালে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জের বিদ্যু দপ্তরের পাওয়ার স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান অস্থায়ী বিদ্যু কর্মীরা,প্রায় একই সময়ে বিক্ষোভে সামিল হন হাসনাবাদ আমলানি সাব স্টেশানেরঅসংগঠিত কর্মীরা।কর্মীদের অভিযোগ গত ডিসেম্বর মাস থেকে তারা কোন বেতন পান না । এ বিষয়ে বহুবার তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন, বেতন দেওয়ার আশ্বাস মিললেও সমস্যা সমাধান হয়নি। সমস্যা সমাধান না হওয়ায় এদিন সকাল থেকে প্লাকার্ড হাতে নিযে কর্মবিরতিতে সামিল হয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। তাদের দাবি অবিলম্বে তাদের বকেযা বেতন পরিষদ করতে হবে। যতক্ষন তাদের বেতন পরিষদ না করা হবে ততক্ষণ তারা কর্মবিরতি চালিযে যাবে বলেও জানান। হিঙ্গলগঞ্জের এক বিদ্যু কর্মী পলাশ হালদার জানান,তারা ঠিকা শ্রমিক, যে সংস্থার অধীনে তারা কাজ করেন সেখান থেকে গত

বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে এবছর পর্যন্ত বেতন পাননি তারা। অপর এক বিদ্যু কর্মী লালমোহন নাথ বলেন, সংসার চলছে না,পেটের জ্বালায় তারা এই কর্মবিরতির পথ বেছে নিয়েছেন।অবিলম্বে বকেয়া বেতন পরিশোধ করার আবেদন করেন ও প্রতি মাসে পাঁচ থেকে সাত তারিখের মধ্যে বেতন দেওয়ার দাবি করেন তিনি। সাজ্জাত সরদার বলেন, ডিভিশান ম্যানেজার থেকে চিপ ইঞ্জিনিয়ার সকলকে জানানো হয়েছে তবুও সমস্যা সমাধান হয়নি, বিগত তিন মাস বেতন না পেলেও তারা তাদের কাজ চালিয়ে গেছেন। কোনো সুরাহা না হওয়ায় এই পথ বেছে নিয়েছেন তারা। তিনি জানান, বিদ্যুতের লাইন সচল রেখেই চলছে বিক্ষোভ তবে বিদ্যু এর লাইনে ব্রেক ডাউন হলে কাজ করবেন না তারা। বুধবার সকাল থেকেই হিঙ্গলগঞ্জ,বায়লানি ও খুলনায় বিদ্যুতের লাইনে ব্রেক ডাউন থাকলেও কাজে হাত লাগান নি কর্মীরা।তাদের দাবি বকেয়া পরিশোধ হলেই কাজে ফিরবেন তারা। হাসনাবাদ আমলানী সাব স্টেশানের বিদ্যু কর্মী দীপঙ্কর স্বর্নকার জানান,এই সাব স্টেশানে বারো জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন তারা।বিগত তিন মাস বেতন পাননি তারা। এগারো হাজারের মোবাইল ভ্যানে কাজ করেন তারা।তাদোর মধ্যে দু জন ড্রাইভার,পাঁচ জন স্কিলড লেবার,পাঁচ জন আনস্কিলড লেবার কাজ করেন।তিনি জানান,সকাল ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একটা শিফট ও রাত দশটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত একটি শিফটে কাজ হয়।সকাল ছটা থেকে রাত দশটার শিফট টি যে এজেন্সির অধীনে আছে, তাদের কর্মীরা বেতন পাচ্ছে না,অপর দিকে অন্য এজেন্সির কর্মীরা যারা অন্য শিফটে কাজ করে বেতন পাচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য এই পথ বেছে নিয়েছেন তারা। অপর দিকে বাদু।য়ি ডিভিশানের আ।বেলিয়াতেও একই দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন অস্থায়ী বিদ্যু কর্মীরা।তৃণমূলের দলীয় পতাকা সঙ্গে নিয়ে দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন তারা।

বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০২৪

দুরন্ত বার্তা, আমতা, হাওড়া ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হল ৪ র্থ বার্ষিক বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০২৪। প্রশাসনিকস্তরে উপেক্ষিত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র প্রসঙ্গে জানা যায়, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উল্লেখিত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রথম অস্ত্র লুন্ঠন হয়েছিল ১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট। যা রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন হিসাবে পরিচিত। এই অস্ত্র লুন্ঠনের মূল কান্ডারী ছিলেন হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র। বিপ্লবী মহানায়ক বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এক অভিন্ন বন্ধুর সহযোগিতায় ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে শ্রীশচন্দ্র মিত্র কে আর,বি,রডা কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ করে দেন। কর্মদক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় দু 'মাসের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র 'জেটি ক্লিয়ারিং ক্লার্কের ' পদে উন্নীত হন। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কর্মপটুতার জন্য তাঁর সাহেবদের নজরে পড়তে অসুবিধা হয় নি।১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে থেকে ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট পর্যন্ত কমপক্ষে তিনি চল্লিশবার কোম্পানির মাল খালাস করেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের হাত থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য বিপ্লবীদের অস্ত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট বাংলা তথা ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি স্মরণীয় দিন। ঘটনার দিন ১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট বেলা আড়াইটে কি তিনটা ব্রিটিশ সরকারের অস্ত্র আইন ইন্সপেক্টর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তখন লালদিঘির ভিতর তার অনুচরদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত। এদিকে কাস্টমস্ হাউস থেকে পূর্ব পরিকল্পনা মতো এক এক করে ছয় টি গরুর গাড়ি বোঝাই হল। সপ্তম গাড়ি যার চালক ছদ্মবেশী হিন্দুস্তানী গাড়োয়ান কুঞ্জ (হরিদাস দত্ত) । শ্রীশচন্দ্র মিত্র কুঞ্জ -গাড়িতে তুলে দিলেন বাক্স ভর্তি ৫০ টি মাউজার পিস্তল,৫০ টি অতিরিক্ত স্পিং এবং ৫০ টি পিস্তলের খাপ। যার সাহায্যে পিস্তলগুলিকে রাইফেলের মতো বড় করে ব্যবহার করা যায়।আর সেই সঙ্গে তুলে দেন ৫০ রাউন্ড কার্তুজ। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ হয়ে গেল। এরপর শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র নিরুদ্দেশ হন। অস্ত্র লুঠ হয়ে যাওয়ার পর ঐ অস্ত্র গুলি বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে বন্টন হয়ে যায়।ঐ অস্ত্রের সাহায্যে কলকাতার গার্ডেনরিচে বার্ণ কোম্পানির মিল এ ১৮ হাজার টাকা লুঠ হয়।বেলেঘাটায় চালের গুদামে ২০ হাজার টাকা লুঠ হয়। উত্তর কলকাতার হেদুয়ার মোড়ে সরকারি গুপ্ত বিভাগের পুলিশ কর্মচারী সুরেন বন্দোপাধ্যায়কে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশ ইন্সপেক্টর মধূসুদন ভট্টাচার্যকে মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলি লেনের কাছে গুলি করে মারে।যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বালেশ্বরে গেলেন রডা কোম্পানির লুঠের অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে জার্মানি থেকে প্রেরিত জাহাজের অস্ত্র নামাতে।১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে বুড়ি বালামের তীরে বাঘা যতীন ও তাঁর দুধর্ষ সতীর্থবৃন্দ মাউজার পিস্তল নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।১৯৩০ সালে ৮ ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করলেন বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত,বাদল গুপ্ত।ওই অলিন্দ যুদ্ধে যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা ও আগের লুঠ হওয়া মাউজার পিস্তল।১৯৩২ সালে ২৯ অক্টোবর বিম দাসগুপ্ত ক্লাইভ স্টিটের গিলওর্স হাউসে ঢুকে ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ভিলিয়ার্সকে মাউজার পিস্তলের গুলি করেন।রডা অস্ত্র লুঠের পর একটি মাউজার পিস্তল ব্যবহার করতেন রাসবিহারী বসু।রডা কোম্পানির অস্ত্র লুন্ঠনের পর অনুষ্ঠিত ৫৪ টি ডাকাতি, নরহত্যায় ছিনতাই মাউজার পিস্তল ব্যবহার হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় রডা অস্ত্র লু ন্ঠনের অন্যতম নায়ক শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র এর জন্য বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব পান নি। স্বাধীনোত্তর মানুষই জানেই না এত বড় একটি ঘটনার কৃতিত্ব আসলে কার। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্য প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন এ হেন বিপ্লবীর স্মৃতি রক্ষার জন্য কিছুই করেন নি। স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্রের পৈতৃক ভূমির উপর তাঁর স্মৃতিতে তদানীন্তন ইউনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় গ্রামবাসীবৃন্দ একটি বেদী নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে সেই বেদীর কোন অস্তিত্বই নেই।বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ বাস্তুভিটা ও দখল হয়ে গেছে। অনেক পরে ১৯৮৩ সালে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি গঠিত হয় রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর উদ্যোগে।এ বছর ২৬ আগষ্ট রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ৭০ তম বর্ষে রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর পাশে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হয়।পি ডব্লু ডি রাস্তা থেকে শ্রীশচন্দ্র মিত্রর বসত বাড়ি যাওয়ার রাস্তা নামকরণ করা হয় শ্রীশচন্দ্র সরণী। ঐ নামকরণ ফলকে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। কলকাতা মলঙ্গা লেনে তিনজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতি মঞ্চ আছে। সেখানে অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিদাস দত্ত - র মূর্তির সঙ্গে তাঁদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ আছে।শ্রীশচন্দ্র -র স্মৃতি ফলক থাকলেও তাঁর কোন মূর্তি নেই, নেই জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ।কারণ তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ যেমন পাওয়া যায় নি, তেমনি তাঁর কোন ছবি পাওয়া যায় নি।পি ডব্লু ডি রাস্তা থেকে শ্রীশচন্দ্র মিত্রর বসত বাড়ি যাওয়ার রাস্তা নামকরণ যখন করা হয় তখন রাস্তা টি ছিল মাটির।তারপর রাস্তাটি মোরাম রাস্তা হয়।তারপর রাস্তাটি পিচ রাস্তা হয় ।পিচ রাস্তা হওয়ার সময় বাঁধ সংলগ্ন স্থানের নামকরণ স্মৃতি ফলক টি তুলে ফেলা হয়।আজ পর্যন্ত সেই স্মৃতি ফলক আর লাগানো হয় নি।আগষ্ট মাস এলেই রসপুর গ্রামের মানুষ, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়,বি এড কলেজ, প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর ছাত্র -ছাত্রী, শিক্ষক - শিক্ষিকা,অশিক্ষক কর্মচারীদের মনে পড়ে যায় শ্রীশচন্দ্র মিত্র র দেশের জন্য আত্মত্যাগের কথা। তাঁকে একমাত্র স্মরণ করা হয় ২৩ জানুয়ারি,২৬ জানুয়ারি,১৫ আগষ্ট, শুধুমাত্র তাঁর স্মৃতি স্তম্ভে মাল্যদান করে। কয়েক বছর হল রসপুর পিপলস লাইব্রেরী ও শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি ও রসপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির যৌথ উদ্যোগে ২৬ আগষ্ট দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়।২০১৪ সালে ২৬ আগষ্ট রডা অস্ত্র লুন্ঠনের শতবর্ষ মর্যাদার তাঁরা পালন করেছে। রসপুরের পার্শ্ববর্তী কলিকাতা গ্রামের অগ্রগতি গণ সংগঠন তাদের বাসরিক দামোদর মেলা -র তৃতীয় বর্ষে ১৯৯৪ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর মূল মঞ্চকে ঘিরে ৩৫ টি মন্ডপের মধ্যে একটি মন্ডপের নামকরণ করে শ্রীশচন্দ্র মিত্র। দামোদর মেলার ৫ম বর্ষে ১৯৯৬ সালে দামোদর মেলার মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামকরণ করেছিল ' শ্রীশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি মঞ্চ'।এই দেশপ্রেমিকের স্মৃতি রক্ষায় কেউ আন্তরিকতার সহিত এগিয়ে আসেনি।পরিতাপের বিষয়, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, আমতা১ নং পঞ্চায়েত সমিতি,হাওড়া জেলা পরিষদ, বিধায়ক, সাংসদ কেউ কোনো

উদ্যোগ নেয় নি।শ্রীশচন্দ্র মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি বিপ্লবীর বাস্তুভিটায় স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ এর জন্য যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন ওই বাড়িতে দখলদার মানুষদের প্রবল বাধায় তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় নি। বিষয় টি স্থানীয় প্রশাসন, বিধায়ক, সাংসদ কে জানানো সত্ত্বেও কেহই কোন উদ্যোগ নেয় নি।আমতা১ নং ব্লকের দামোদর নদের তীরে বসবাসকারী বেশ কয়েকটি পরিবার প্রতি বছর বন্যার কবলে পড়ে।তারা তখন আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে রসপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। বেশ কয়েক বছর আগে আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে রসপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে ফ্লাড রেসিকিউ সেন্টার এর গৃহ নির্মাণ করে। সরকারি ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ওই ফ্লাড রেসকিউ সেন্টারের নামকরণ করা হবে শ্রীশচন্দ্র মিত্র ফ্লাড রেসকিউ সেন্টার।রেসকিউ সেন্টার টি হলেও নামকরণ আর করা হল না। এহেন বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র কে সম্মান জানিয়ে তাঁর স্মৃতি র উদ্দেশ্যে শতাব্দী প্রাচীন রসপুর বীণাপাণি ক্লাব এর পরিচালনায় এক সীমিত ওভারের আট দলীয় ক্রীকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রসপুর হাই স্কুল ফুটবল মাঠে। এবারের এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটি ছিল চতুর্থ বর্ষের ৭ দিন ব্যাপী ক্রমপর্যায়ে আট দলীয় এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হল।চূড়ান্ত পর্বের খেলাটি অনুষ্ঠিত হল নির্ধারিত ১৫ ওভারে রসপুর বীণাপাণি ক্লাব ও ভবানীপুর (উদয়ারায়ণপুর) রায়বাঘিনী রয়াল স্টাইকার্স এর মধ্যে।বিজয়ী হয় রসপুর বীণাপাণি ক্লাব। চূড়ান্ত পর্বের এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন আমতা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ অজয় সিং, রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রেমচাঁদ রায়, রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্জুন দলুই, আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুমিত মন্ডল,প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ ও সমাজসেবী বনমালী পাত্র, সমাজসেবী তপন বাগ, রামকৃষ্ণ চোংদার, জলধর বাগ,অসিম মিত্র, চিকিসক নরেন্দ্রনাথ দেয়াশী, বীণাপাণি ক্লাব এর যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতম মৃণাল কান্তি মন্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় বিজয়ী রসপুর বীণাপাণি ক্লাব কে ট্রফি ও ক্যাশ ৬,০০০(ছয় হাজার) টাকা,বিজীত দল ভবানীপুর (উদয়নারায়ণপুর) রায়বাঘিনী রয়াল স্টাইকার্স কে ট্রফি ও ক্যাশ ৪,০০০(চার হাজার) টাকা দেওয়া হয়।এছাড়াও ক্রমপর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৪ টি কোয়াটার ফাইনালে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ,২টি সেমি ফাইনালে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ, ফাইনালে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ,সেরা ব্যাটসম্যান,সেরা হয়। বোলার,সেরা ফিল্ডার(ক্যাচার) ,ম্যান অফ দ্যা সিরিজ পুরস্কার দেওয়া হয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পারদর্শী খেলোয়াড়দের।

ধর্ষণের চেষ্টায় যুবকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, স্বারূপনগর, ১৪ মার্চ ঃ স্বরূপনগর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোলতা গ্রামের ঘটনা প্রতিবেশী যুবক আজহার বিশ্বাস চার বছরের শিশু কন্যা কে ধর্ষণের চেষ্টা করার চেষ্টা করলে প্রতিবেশীরা দেখতে পায় সেই সময় চড়াও হয় যুবকের উপর তারপর যুবকের পরিবারের সদস্য স্থানীয় গ্রামবাসীরা পাল্টা হামলা চালায় ওই শিশু কন্যার পরিবারের উপরে চড়াও হয়। বছর বাহাত্তরের জহুর আলী বিশ্বাস সম্পর্কে শিশু কন্যার দাদু প্রতিবাদ করলে তাকে ইট বাস লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। তাকে উদ্ধার করে স্বরূপ নগরের সারাফুল নির্মাণ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে এই নিয়ে দুটো পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। মোট জখম হয় ১০ জন ।এই ঘটনায় আজহার বিশ্বাস কে আটক করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ষণের চেষ্টায় যুবকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মৃত্যু না এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে, পুরোটাই তদন্ত শুরু করেছে সরূপনগর থানার পুলিশ।

পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গুরুতর আহত ট্রেন যাত্রী মহিলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ মার্চ ঃ টিকিয়াপাড়া থেকে ট্রেন ধরার জন্য লাইন পেরোতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গুরুতর আহত হলেন অফিস যাত্রী এক মহিলা। ওই সময় স্টেশনের অপর প্রান্তে উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীরা ছুটে এসে আহত মহিলা যাত্রীকে তুলে নিয়ে আসেন স্টেশনে। এরপর অ্যাম্বুলেন্সে করে আনা হয় হাসপাতালে। হাওড়া জেলা হাসপাতালে বসেই যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন পলি মাইতি নামের ওই মহিলা। তিনি বলেন, 'আমি উলুবেড়য়া যাব বলে টিকিয়াপাড়া থেকে ট্রেনের টিকিট কেটেছিলাম। যেতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। উঠে দাঁ।াতে পারছিলাম না। অন্যান্য যাত্রীরাই প্রায় চ্যাং-দোলা করে আমাকে স্টেশনে নিয়ে আসেন। অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমার বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। হাসপাতালে আনা হয়। আমি প্রচন্ড যন্ত্রণায় উঠে দাঁড়াতে পারছি না। এক্স-রে এর ব্যবস্থা করা হলে জানা যাবে কি সমস্যা হয়েছে।'

শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তুললেন রথীন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ মার্চ ঃ হাওড়ার মেয়র থাকাকালীন বেআইনিভাবে চাকরি দিয়ে দু'হাজার ছেলের ভবিষ্য নষ্ট করেছে বলে নাম না করে হাওড়ার প্রাক্তন মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। বৃহস্পতিবার এর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রথীন চক্রবর্তী বলেন, মাননীয়াকে এবং যে সেই সিনিয়র মন্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন তাঁকে জানালাম যা যা ফাইল আছে দয়া করে তা প্রকাশ্যে আনুন। ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। যতদিন আমি মেয়র ছিলাম আমি কি কাজ করেছি তা মানুষের কাছে জানাতে প্রস্তুত। যাঁরা দুর্নীতি এবং অবৈধের পাশে দাঁড়ানোটাকে অভ্যাসে পরিণত করেছেন তাঁরা বৈধকে অবৈধই দেখবেন। নিয়োগ নিয়ে উনি ২ হাজার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। এই নিয়োগ ওনার নির্দেশে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন হাওড়া পুরনিগমে স্থায়ী কর্মীর মধ্যে ২০ জনের কম ইঞ্জিনিয়ার, এবং প্রায় ২০০ জন সাধারণ কর্মী। হাওড়া পুরনিগমে ৫ হাজার পদ শূন্য। সেই

শূন্যপদ পূরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তাঁকে। এই ব্যাপারে তিনি কোনও কর্ণপাত করেননি। সেখানে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। হাওড়া পুরনিগম শুধু মেয়র দিয়ে চলে না। সেখানে মেয়র পারিষদ এবং সাধারণ কাউন্সিল রয়েছে। তাদের কাছে সমস্ত ফাইল প্রকাশ্যে আনা হোক। এই সিদ্ধান্ত মেয়র পারিষদে স্বীকৃত। এখানে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা গরিব। এই সমস্ত কর্মীরা চুক্তিভিত্তিতে কাজ করছেন। ওনাদের এটা গায়ে লাগবে। কারণ অন্যান্য পুরনিগম দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। এখানে আজ পর্যন্ত যতজন কাজ করছেন যদি অবৈধ হয় তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হলনা? আমরা জানতে চাই কি সত্য। ইতিমধ্যে উচ্চস্তরে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। সেই জায়গায় আইনি পথেই মোকাবিলা করা হবে। আগামী দিনে এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এরা দরদী সরকার নয়। এরা গরিবের সরকার নয়। আর্থিকভাবে দুর্বল যারা কাজ করছে তাদের সরিয়ে দিতে চাইছে। অবৈধ লোককে নিয়োগ করার জন্য তারা ব্যস্ত রয়েছে। তবে আগামী দিন উজ্জ্বল ভবিষ্য আসবে। আগামী দিন ২ হাজার নয়, ২০ হাজারেরও বেশি মানুষের স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান হবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত ধরে। কোনও অবৈধ কাজ হবেনা।

স্কুল পড়ুয়াদের সাথে সচেতনতা মূলক কর্মশালায় ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৪ মার্চ ঃ বাপু স্বেচছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ও প্রান্তকথা সংস্থার সহায়তায় বুধবার জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ে একটি সচেতনতা মূলক শিবির হয়ে গেল। যে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ডঃ এন্ডু ফেল্মিং, বাপু সংস্থার কর্ণধার প্রতীক চৌধুরী, মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপংকর মন্ডল, অরিত্র কাঞ্জিলাল,বাপ্পাদিত্য মুখার্জি সহ আরো অনেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ১০ ই ডিসেম্বর ২০২০ সালে তৃতীয় লিঙ্গকে সম্মতি দিয়েছেন। নাগরিকত্ব দিয়েছে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এই তৃতীয় লিঙ্গের ছাত্র ছাত্রীরা এখন ও স্কুলে গেলে অন্য পড়ুয়াদের কাছ থেকে হেনস্তা পায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে এরা হেনস্তার শিকার হয় সবসময়। আর এই সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করার লক্ষে ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার লক্ষে এদিন এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।এই সংস্থার উদ্যোগে জয়নগর থানা এলাকার কয়েকটি স্কুলে ইতিমধ্যে এই বিষয়ের উপর সমীক্ষা করা হয়।এদিন ৩০ জন পড়ুয়া এই শিবিরে অংশ নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেন। এদিন ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার এন্ডু ফেল্মিং লিঙ্গ বৈষম্য উপর সওয়াল করার পাশাপাশি এই বিষয়ের ওপর তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন। বাপুর সংস্থার কর্ণধার প্রতীক চৌধুরী ও সদস্য বাপ্পাদিত্য মুখার্জি এই বিষয়ের তাদের কার্যকলাপ তুলে ধরলেন। পাশাপাশি সরকারকে এগিয়ে এসে এই বিষয়ে আরও বেশি যুব সমাজকে সচেতন করার ওপর জোর দেন। এবং দিনে এই বিষয়ের ওপর তাদের কর্মসূচি ও তুলে ধরা হয়।

হিংঙ্গলগঞ্জের ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউজে কর্মরত শ্রমিকদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, উঃ ২৪পরগনা, ১৪ মার্চ ঃ বসিরহাট মহাকুমার হিংঙ্গলগঞ্জের ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউজে কর্মরত শ্রমিকদের বিক্ষোভ। এই পাওয়ার হাউজের অধীনে ২৫-৩০ জন শ্রমিক দীর্ঘ তিন চার মাস ধরে কোনো বেতন পাচ্ছেননা । এরই প্রতিবাদে তারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রেখে হিঙ্গলগঞ্জ পাওয়ার হাউসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। মূলত এই সব শ্রমিকরা বিজি এন্টারপ্রাইজ এর অধীনে কাজ করেন। এদিন তারা হিঙ্গলগঞ্জ, খুলনা , বায়লানী, কালিবাড়ি , সমশেরনগর, হেমনগর ফিটার ও ৩৩ কেবি ফিটার সচাল রেখেই বিক্ষোভে সামিল হন । তবে লাইন বন্ধ হয়ে গেলে, বা (ব্রেক ডাউন) হলে কর্মীবৃন্দ কাজে যাবেননা ও কাউকে কাজ করতে দেবেননা যতক্ষণ না তারা বেতন পাচ্ছেন। পাশাপাশি এই কর্মবিরোধী চলবে।

ভাঙড় ও জয়নগরে ভোট প্রচারে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে।যেকোনো সময় ভোটের নির্ঘন্ট প্রকাশ হবে। চালু হয়ে যাবে নির্বাচন বিধি। আর বিজেপির ২০ টি আসনের প্রার্থী ঘোষণার পরে তৃনমূল ৪২ টি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে। যাদবপুর আসনে প্রতিবারই তারকা প্রার্থী হয়। আর সেই মতো এবারে প্রার্থী হয়েছে অভিনেত্রী তথা তৃনমূল কংগ্রেসের রাজ্য যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। আর নাম ঘোষণার পর থেকে লড়াকু মেয়েটি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের এ প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালেই তৃনমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক সওকাত মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে ভাঙড় বিধানসভার বিজয়গঞ্জ বাজার এলাকায় মিছিলে পা মেলালেন সায়নী। কথা বললেন এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে। পাশে থাকার ভরসা জোগালেন।এর পরেই সায়নী সেখান থেকে সোজা চলে আসেন জয়নগর থানার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েত এলাকায়।এদিন এই পঞ্চায়েতের ঢোষা এলাকায় পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে এই এলাকায় প্রচার শুরু করে সায়নী। এদিন তাঁর সাথে ছিলেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য,স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রঞ্জিতা সরদার সহ আরো অনেকে।এদিন সায়নী পদযাত্রায় যেতে যেতে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন।কুশল বিনিময় করেন।এমনকি পথচলতি এক গৃহবধূর কোলের শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করতেও ভোলেন না সায়নী। এর পরে তিলপিতে একটি পথসভায় অংশ নেন সায়নী ঘোষ।তিনি এদিন বলেন, যাদবপুর লোকসভার মানুষ সবসময় মমতাদির ও তৃনমূলের সাথে আছে ও থাকবে। আমি দিদির প্রতিনিধি হয়ে এলাকার মানুষের বার্তা তুলে দোবো। ঘরের মেয়ে হিসেবে আমাকে আপনারা আশীর্বাদ করুন।

পুর্ব রেলওয়ে একটি বড় আপগ্রেডেশন ড্রাইভে নিরাপত্তা এবং অবকাঠামো উন্নত করে

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ পূর্ব রেলওয়ের সিগন্যাল এবং টেলিকম বিভাগ সিগন্যালিং গিয়ারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সুরক্ষার দিকগুলির টেকসই আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং এবং পুরানো সিগন্যালিং সরঞ্জামগুলির প্রতিস্থাপন ছাড়াও, পূর্ব রেলওয়ে সিগন্যাল ইন্টারলকিং সিস্টেমটি সংশোধন করার পদক্ষেপ নিয়েছে। পুরানো লিভার ফ্রেম কেবিন, রুট রিলে ইন্টারলকিং, প্যানেল ইন্টারলকিং ধীরে ধীরে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। নিরাপত্তার বিষয়ে জিরো টলারেন্স নিশ্চিত করার জন্য সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজও যত্ন নেওয়া হয়েছে।ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ মাসে, পূর্ব রেলওয়েতে ৫৮টি পুরানো পয়েন্ট মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যার ফলে চলতি আর্থিক বছরে (২০২৩-২০২৪) ৬৬৪ নম্বর পয়েন্ট মেশিনের ক্রমবর্ধমান প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, ফেব্রুয়ারি মাসে আসানসোল, হাওড়া, মালদা এবং শিয়ালদহের মতো পূর্ব রেলের বিভিন্ন বিভাগে ১৩.৭১ কিমি পুরানো সিগন্যালিং কেবল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে চলতি আর্থিক বছরে মোট ৩১৫ কিলোমিটার সিগন্যালিং তারের ক্রমবর্ধমান প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। শিয়ালদহ বিভাগের কসিমবাজার-মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ-আজিমগঞ্জ প্রসারিত পাঁচটি ব্লক লাইন বিভাগে ডুয়াল ব্লক প্রুভিং এক্সেল কাউন্টার প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে পূর্ব রেলওয়ের ৫২টি ব্লক লাইন বিভাগে BPAC স্থাপনের ক্রমবর্ধমান চিত্র রয়েছে। চলতি অর্থবছরে। বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটে মোট ১২ টি স্লাইডিং বুম টাইপ গেট দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরে ৯৩ টি লেভেল ক্রসিং-এ স্লাইডিং বুম গেটগুলির ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা করা হয়েছে। লেভেল ক্রসিংগুলিতে এই স্লাইডিং বুম টাইপ গেটগুলি লেভেল ক্রসিং গেটগুলি বন্ধ এবং খোলার সহজতা এনে দেবে যার ফলে রেল এবং সড়ক উভয় ট্র্যাফিক

আটকাবে। মুর্শিদাবাদ এবং আজিমগঞ্জ জং এর মধ্যে নতুন লাইন চালু করার পাশাপাশি ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজের জন্য ডাউন লুপ লাইনের পাশে পণ্যের চালা নির্মাণের কাজ। শিয়ালদহ বিভাগের মুর্শিদাবাদ স্টেশনে ৪ একটি বড় নির্মাণ কাজ যা ভাগীরথীর এক পাশ থেকে অন্য দিকে ট্রেনের বৃহত্তর গতিশীলতা আনার জন্য সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা শিয়ালদহ এবং হাওড়া বিভাগের রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে আরেকটি যোগাযোগ লিঙ্কের সাথে সংযুক্ত করেছে। এই সদ্য চালু হওয়া সেকশনে ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, মুর্শিদাবাদে নতুন সেন্ট্রালাইজড ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং, মুর্শিদাবাদ ও আজিমগঞ্জের মধ্যে এক্সেল কাউন্টার (BPAC), ডেটা লগারের ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় ফায়ার ডিটেকশন এবং অ্যালার্ম সিস্টেমের ব্যবস্থা করে বেশ কয়েকটি নতুন সিগন্যালিং ইনস্টলেশন করা হয়েছে। স্লাইডিং ব্যারিয়ার টাইপ গেটের বিধান সহ লেভেল ক্রসিং এর ইন্টারলকিং, আজিমগঞ্জে বিদ্যমান ইন্টারলকিং সিস্টেমে পরিবর্তন করে নতুন সিস্টেমে ৮৭টি রুটের বিধান রয়েছে। এই কাজগুলি নতুন চালু হওয়া মুর্শিদাবাদ-আজিমগঞ্জ সেকশনের জন্য ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এবং পণ্য ট্রেনের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক পূর্ব রেলওয়ে বলেছেন যে পূর্ব রেল সবসময় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং একই সাথে ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। নিরাপত্তা সরঞ্জাম আধুনিকীকরণের পাশাপাশি, স্থানীয় বাসিন্দদের জন্য নতুন যোগাযোগের সংযোগ প্রদানের জন্য পূর্ব রেলওয়েতে নতুন বিভাগ চালু করা হচ্ছে।

'দিলীপ ঘোষ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন', প্রকাশ্যে দাবি করলেন জুন মালিয়া

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃবিজেপির সাংসদ দিলীপ ঘোষ কি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন? এই প্রশ্ন এখন উঠতে শুরু করেছে জাতীয় রাজনীতিতে। কারণ দু'দিন আগে মেদিনীপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ পদপ্রার্থী জুন মালিয়াকে নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। তার জবাব দিয়েছিলেন জুনও। সেই আবহ কাটতে না কাটতেই দিলীপ ঘোষের মন্তব্য নিয়ে তাঁর মানসিক স্থিতাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বিধায়ক জুন মালিয়া। আর তা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে।এদিকে বিজেপি দু'দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রথম দফার তালিকায় দিলীপ ঘোষের নাম নেই। আর দ্বিতীয় দফার তালিকায় বাংলারই নামগন্ধ নেই। তাতে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন দিলীপ ঘোষ বলে দাবি করলেন মেদিনীপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জুন মালিয়া। এখন তিনিই এখানের সাংসদ পদে প্রার্থী হয়েছেন। সব ঠিক থাকলে দিলীপ ঘোষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে জুন মালিয়ার বিরুদ্ধেই। আর যদি এই কেন্দ্র থেকে দিলীপ ঘোষের নাম ঘোষণা করা না হয় তাহলে সেটা হবে রাজ্য-রাজনীতি বড় খবর। বিজেপির প্রার্থীতালিকার এ গ্রুপে নাম নেই। বি গ্রুপেও নাম বেরবে কি না সেটা দিলীপবাবু জানেন না। তাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন দিলীপদা বলে কটাক্ষ করেন জুন মালিয়া। লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর প্রস্তুতি সভায় যোগ দিতে বুধবার মেদিনীপুরে আসেন বিধায়ক তথা অভিনেত্রী জুন মালিয়া। সেখানেই করেন কটাক্ষ।অন্যদিকে জুন মালিয়া এখানে একটি প্রস্তুতি সভায় যোগ দেন। মেদিনীপুর জেলা পরিষদ হলে সেই সভা ছিল। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মী-সহ নানা স্তরের পদাধিকারী ব্যক্তিরা ছিলেন। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের জেলার জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, বিধায়ক দীনেন রায়, প্রদ্যুৎ ঘোষ আরও অনেকে। সেই প্রস্তুতি সভায় যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জুন মালিয়া। তিনি এখন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ প্রার্থী। তাঁকে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে জুন বলেন, 'দিলীপদা ভাল মানুষ। কিন্তু ওনার দল এ-গ্রুপেও ওনার নাম বের করেনি। বি-গ্রুপেও ওনার নাম বের হবে কিনা সেটার নিশ্চয়তা নেই। তাই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। ফলে বেলাগাম মন্তব্য করে বেড়াচ্ছেন। তবে দিলীপদাকে বলব এখনই মানসিকভাবে ভেঙে যেন তিনি না পড়েন। কারণ খেলা অনেক হবে। হাসি কান্না হবে। ভোটে লড়াই হবে। সুতরাং প্রস্তুত থাকতে।'এছাড়া মেদিনীপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জুন মালিয়া শুনে দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, সুন্দর মুখ দিয়ে আর ভোট হবে না। এই কটাক্ষের জবাব অবশ্য দিয়েছিলেন জুন মালিয়া। তবে সেটা হালকা ছলেই। এবার দিলেন জোরালো ভাষায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১০৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ১ চৈত্র, ১৪৩০

রুশ যুদ্ধ থামাচ্ছে না

যদি এক জোট হয়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে প্রেডিন্টে পুতিনকে অনুরোধ করে তাহলে বিষয়টা নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখতে সবাই শুরু করে দিয়েছে। মরছে ইউক্রেনের বাসিন্দারা। তারা কোনও অপরাধ করেনি। তারা শরনার্থী হয়ে বসবাস করছে এই ঠাণ্ডার মধ্যে। ইতিমধ্যে ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। চিন চাইছে না যুদ্ধ চলুক। তবে আমেরিকার যত শক্তি ক্ষয় হবে ততই চিনের লাভ। রাশিয়ার লাভ। চিন রাশিয়া এখন তাদের লাভের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লি বেশ উদ্বিগ্ন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন, গোড়া থেকেই আমরা চেষ্টা করে আসছি যুদ্ধ থামানোর। কিন্তু তারা যুদ্ধ থামানোর কথা চিন্তা করতে পারছে না। ভারত তো বহু দূরে অবস্থান করছে। রাশিয়া এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা শুনতে রাজি হচ্ছে না। মানাবধিকার মিশন থেকে রাশিয়ার সদস্যপদ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সদস্যপদ খারিজ করা হয়নি বটে। কিন্তু সেই সদস্যপদের আর কোনও গুরুত্ব নেই। তবে রাশিয়া ইচ্ছা করলে সক্রিয় সদস্য হতে পারে যুদ্ধ বন্ধ করে। রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে এইভাবে যুদ্ধকে পরিচালনা করতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনে রাশিয়া অপরাধী হতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াকে সংযত হওয়ার কথা বলতে সবাই শুরু করলেও রাশিয়া তাদের কথাকে একেবারে পাত্তা দিচ্ছে না। তার ফলে যুদ্ধ থামানো সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধ না থামলে ইউক্রেন শরনার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ভারত সরকার থেকে মানবিক সাহায্য পাঠানো হচ্ছে। অনন্তকাল ধরে মানবিক সাহায্য দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই দিকটার কথা ভারত ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ ইউক্রেনের যা ক্ষতি করেছে তা পূরণ করা একটি শতাব্দীতে হওয়া সম্ভব কিনা সেটা ভবিষ্যত বলতে পারবে। ইউক্রেন একেবারে মাটির তলায় মিশে গিয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়িগুলি একেবারে ধ্বংসে পরিণত। শুধু মাত্র কিভের কয়েকটি বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাকি বলতে সবই ধূলিসাৎ। শান্তির বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি প্রধানমন্ত্রী নাম উল্লেখ করে বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনের সমানে বলেছেন এটা যুদ্ধের সময় নয়। তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি বা যুদ্ধ নিয়ে কোনও কথা বলেননি। যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি চুপ করেছিলেন। ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কথা হয়েছে। চুক্তিও হয়েছে। কিন্তু ইউক্রেন নিয়ে কোনও কথা বলতেন নি পুতিন। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন ভারতের যেমন দায়িত্ব রয়েছে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলা। ঠিক তেমনি চিন রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনায় বসা। রাশিয়া ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র। তা বলে রাশিয়া ভারতের কথা শুনে চলবে সেটা অতিরিক্ত আশা করা। সেটা পুতিন কোনও সময়ে করতে চাইবে না। পাকিস্তান এখন ইচ্ছা করে চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মিটছে না পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের উস্কানিতে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ভারতের নিরাপত্তা বিভাগ। ভারতের ওপরে বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে।

ভারতের মহাকাব্যে নারী

রামায়ণ মহাভারতের যুগেও আমরা দেখতে পাই নারীদের সম্মান রক্ষার্থে সমাজ এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছিল। রামায়ণে সীতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে রাবণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল নারী জাতির অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। দ্রৌপদীর আত্মরক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে এসেছিলেন। এমনকী সেই সময়ে নারীদের প্রকাশ্যে অপমান করাটা কোনও ব্যাপার ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ্যে নারী জাতির অপমানকে দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্রৌপদ্রীর বস্ত্র হরণ করার সময়ে তিনি বস্ত্র দিয়ে নারীর অপমানকে রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ যখন বুঝতে পারলেন যে নারী জাতিকে রক্ষা করতে গেলে কৌরবদের একেবারে আসন থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে দিতে হবে তখন তিনি কৌশলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা করলেন। এক সময়ে গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, তুমি ইচ্ছা করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে পারো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিলেন মাত, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার শক্তি আমার থাকলে তা এখন বন্ধ করা সম্ভব নয়। এটা আবশ্যম্ভাবি। এটা হতেই হবে। নাহলে কিন্তু অপশক্তি বিদায় গ্রহণ করবে না। আমি জানি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু করার কিছুই নেই। আপনার সন্তানরা অবাধ্য। তারা আপনাকে মর্যাদা পর্যন্ত দেয় না। মাতার কোনও কথা তারা শুনতে রাজি নয়। মাতার আদেশ এবং আশির্বাদকে উপেক্ষা করে তারা বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমরে উপস্থিত। এখানে তারা জয়ী হওয়ার আশা প্রকাশ করছে। ভারতের সেরা বীরেরা আজকে কৌরবদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি সবাই পরাজিত হবে। পাণ্ডবেরা জয়ী হবে। সেটা মাতা হিসাবে আপনি ভালো করেই জানেন। রামায়ণে আমরা দেখতে পেলাম সীতাকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে রামচন্দ্র ভারত সেরা বীর রাবণকে পরাজিত করতে সুগ্রীবদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। এমনকী বিভীষণ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন রামকে সাহায্য করতে। নারীদের রক্ষা করাই ছিল ভারতের আদি অকৃত্রিম আদর্শ। সেই আদর্শ থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত বঞ্চিত হয়নি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন যে বর্তমান যুগেও নারীরা ভারতের আদর্শ। নারীদের সমানে রেখে দেশ এগিয়ে চলে। আজকের বিশ্বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নারীরা এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। নারীরা না থাকলে বা নারী শক্তি না থাকলে একটি দেশ কোনও সময়ে সমানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এখন প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নারীরা হচ্ছে প্রেরণাদায়ী। পুরুষ জাতি প্রেরণা শক্তি কাজ করে চলে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে দোলের দিন রঙ খেলার ব্যবস্থা করতেন। সেখানে দোল খেলায় কোনও রকম রং ব্যবহার করা হতো না। সেখানে দোলের সময় আবিরের চল ছিল। সবাই আবির মেখে মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়াতেন। ঠাকুর সকাল বেলায় উঠে আগেই মা ভবতারিনীকে আবির দিয়ে দোলের সূচনা করতেন। আবির দেওয়ার সঙ্গে প্রভাত আরতিও শুরু হয়ে যেত। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন রানি রাসমনি এবং মথুরা বিশ্বাস। মায়ের ছোঁয়ানো আবির গ্রহণ করতেন রানি রাসমনি এবং মথুরা বিশ্বাস। তারপরে সেই আবির চলে যেত মা সারদার কাছে। মা ভবতারিনীকে আবির দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়ার পর সেই আবির মা সারদার কপালে ছোঁয়ানো হতো। মা সারদা আবির গ্রহণের পর রানি রাসমনি এবং মথুরা বিশ্বাস আবির গ্রহণ করতেন। রানি রাসমনি আবার আবির দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে এবং মা সারদা দেবীর কপালে স্পর্শ করতেন। দোলের সময়ে মা ভবতারিনীর নাম করে খেলা হতো।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের রূপকার লর্ড ক্লাইভের অভিজাত মূর্তিটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্পদ

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভারতের ইতিহাসে 'লর্ড ক্লাইভ' বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলেই তাঁর মূর্তি লণ্ডনে এবং কলকাতায়। বাংলায় বিশেষ করে ভারতের ইংরেজ শক্তিকে স্থাপত করার লক্ষ্য নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। তখন কোম্পানি আমল। ইউরোপে তখন ভারতীয় পণ্য নিয়ে বাজার চড়া হতে শুরু করে দিয়েছে। ইংরেজ সরকার ইউরোপের বাজারকে দখল করার চেষ্টা করছে। সেখানে ফ্রান্স এবং পুর্তগালরা এসে বাধা দিচ্ছে ইংরেজ বণিকদের। ইংরেজরা পরিস্কার করে বুঝতে পারল যে ইউরোপের বাজারে যদি ইংরেজদের টিঁকে থাকতে এবং আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে হয় তাহলে ভারতকে দখল করতে হবে। এ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের মতও ছিল। যার ফলে ইংরেজ বণিকদের রক্ষা করা জন্য সেনা বাহিনী আসতে শুরু করে। আবার এখানকার নেটিভদের নিয়ে সেনা বাহিনী গঠন করা হলো। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয়েছে। ফলে ইংরেজরা শিল্পের দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। ফলে ভারতের বাজারে ব্যবসা করার অধিকার লাভ করার দিকে হস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঝোঁক দিতে শুরু করে। উত্তর ভারতের বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। সেই কারণে বাংলা দিয়ে ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ করার পথ তৈরি করে নেয়। বাংলা ছিল ইংরেজ বণিকদের প্রবেশ দ্বার। বাংলায় ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে লর্ড ক্লাইভের (১৭২৫-৭৪) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করে ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ করার রাস্তা পরিস্কার করলো। লর্ট ক্লাইভই প্রথম প্রবেশ দ্বারটা নির্মাণ করেছিলেন। লর্ড ক্লাভ বুঝতে পেরেছিলেন যে সিরাজদৌল্লাকে পরাস্ত করার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে দেশিয় সমাজপতি, ধনী জমিদার সম্প্রদায়দের হাত করা। এটা না করতে পারলে নবাব সিরাজকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে লর্ড ক্লাইভ প্রথমে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎ শেঠ থেকে শুরু করে সমাজপতিদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে শুরু করলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে পরামর্শ দিতেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। রাজা নবকৃষ্ণ দেব ছিলেন লর্ড ক্লাইভের প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি দেশিয় ধনী পরিবার এবং সমাজপতিদের সঙ্গে ইংরেজদের যোগসূত্র রচনা করে দেন। সিরাজদৌল্লা যখন পলাশিতে এসে ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন তখন দেখতে পাওয়া গেল কেউ তাঁর পাশে নেই। তিনি নিঃসঙ্গ। তার ফলে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। বিশাল সেনা বাহিনী নিয়ে সিরাজকে সমান্য ইংরেজ সেনাদের সম্মুখ সমরে পরাস্ত হতে হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। ইংরেজ কোম্পানিকে বিশেষ করে ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর কোনও মূর্তি কলকাতায় ছিল না। ক্লাইভের মৃত্যুর একশো চল্লিশ বছর পরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কলকাতায়। প্রাক্তন গর্ভনর জেনারেল লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে পলাশীর নায়ক লর্ড ক্লাইভের মূর্তি গড়া হয়। লর্ড ক্লইভের একটি পূর্ণাকারের মূর্তি রয়েছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালতে। কলকাতায় অন্যান্য মূর্তিগুলি কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দারা এবং ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক দানে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু লর্ড ক্লাইভের মূর্তি তৈরি করতে লণ্ডনে গঠন করা হয়েছিল 'ক্লাইভ মেমোরিয়াল কমিটি'। সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে ইংরেজ শাসকেরা বিলাতে লর্ড ক্লাইভের বিচার করেছিল। সেখানে ক্লাইভের বিচারও হয়। লর্ড ক্লাইভের মুর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন ব্রিটিশ শিল্পী জন টুইড। ভারতের প্রাক্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ছিলেন লর্ড ক্লাইভের মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। এই লর্ড কার্জন কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন নির্মাণ পরিকল্পনা এবং আগ্রার তাজমহলকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে শিল্পপ্রেম ছিল। বড়লাট পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরে তিনি লণ্ডনে ফিরে গেলে সেখানেই বলে লর্ড ক্লাইভের দুটি মূর্তি তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। লণ্ডন

এবং কলকাতায় লর্ড ক্লাইভের জন্য কোনও পাবলিক মেমোরিয়াল ছিল না। লণ্ডরে একটি অখ্যাত স্থানে লর্ড ক্লাইভের মূর্তি বসানো হয়েছিল। সেখানে গ্রীকো রোমান রীতিতে গড়া ধ্রপদী পোশাক পরানো ক্লাইভ মূর্তি। এটাকে রাজমিস্ত্রির হাতে গড়া মূর্তি বলে মনে করে লর্ড কার্জন জনসাধারণের টাকায় লণ্ডন এবং কলকাতায় নতুন করে দুটি মূর্তি তৈরি করার ভাবনা চিন্তা করেন। তাঁর এই পরিকল্পনাকে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও প্রিন্স অব ওয়েলসের (পরে পঞ্চম জর্জ) সমর্থন দেন। লর্ড ক্লাইভের মূর্তি তৈরি করার জন্য ইংল্যাণ্ড এবং ভারতে দুটি কমিটি তৈরি করা হয়। লণ্ডনে ৫ নম্বর পেল মেল প্লেসের পার্শিভ্যাল লেনডেন এবং কলকাতার সিবি বেলি ভারত এবং ইংল্যাণ্ডের দুটি কমিটির সম্পাদক হন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ওই দুই সম্পাদক ক্লাইভের মূর্তি গড়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন। কলকাতায় ১১ নম্বর হেস্টিংস স্ট্রিটের 'গ্রিগুলি অ্যাণ্ড কোম্পানি'তে ক্লাই ভ তহবিলের দান গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। এছাড়া 'ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি'র কোষাধ্যক্ষকেও দেওয়া হয়েছিল চাঁদার তোলার অধিকার। ভারতের রাজা মহারাজা এবং জমিদার শ্রেণিরা ক্লাইভের তহবিলে অর্থ দান করতে থাকে। তাছাড়া কার্জনের আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরাও তহবিলে দান করে। কত টাকা সংগ্রহ হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে অনুমান করা গিয়েছিল ৩২৭০ পাউণ্ড সংগ্রহ হয়। তার বেশিও হতে পারে। দুই বছর বাদে জন টুইডকে মূর্তি গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯০৯ সালে টুইডের সঙ্গে ক্লাইভের দুটি মূর্তি গড়ার চুক্তি করা হয়। ভারত ও ইংল্যাণ্ড থেকে সংগৃহীত অর্থের সাহায্য নিয়ে দুটি মূর্তি এব একটি 'পোর্টেট মেডালিয়ন' গড়া হয়েছিল। ওয়েস্ট মিনিস্টারের গির্জায় এখনও 'পোর্টেট মেডালিয়ন' বসানো রয়েছে। টুইডের দুটি মূর্তি গড়েছিলেন। একটি ব্রোঞ্জের আর অপরটি হল শ্বেতপাথরের। লণ্ডনের কিং চার্লস স্ট্রিটে (হোয়াইট হল) বসানো হয়েছিল ব্রোঞ্জ মূর্তিটি। লণ্ডনের ব্রোঞ্জ মূর্তির আদলে তৈরি করা হয় শ্বেতপাথরের মূর্তিটি। ক্লাইভ মেমোরিয়াল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কলকাতার কোনও রাস্তায় ক্লাইভের মূর্তি না বসিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মূর্তিটি রাখা হবে। লর্ড ক্লাইভকে প্রকাশ্য স্থানে বসানোর ব্যাপারে রাজি ছিলেন না লর্ড কার্জন। কার্জনের পরিকল্পনায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গড়ে ওঠার আগে ক্লাইভের মূর্তি কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। তখন মূর্তিটি রাখা হয়েছিল বেলভিডিয়ার হাউসে আজকে যাকে আমরা জাতীয় গ্রন্থাগার বলে থাকি। লর্ড ক্লাইভের মূর্তিটি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে বেলভিডিয়ার হাউসে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অছি পরিষদ। লর্ড ক্লাইভের সংগৃহীত শিল্প সামগ্রীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল বেলভিডিয়ার হাউসে। ১৯১৩ সালে ১৬ ডিসেম্বর ওই প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন বেলভিডিয়ার হাউসের দণি প্রবেশদ্বারের সিঁড়ির বারন্দায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে লর্ড ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়। তখন বাংলার গর্ভনর ছিলেন কারমাইকেল। তিনি এবং বিহরা উড়িষার গর্ভনর স্যার চার্লস বেলি মূর্তি আবরণ উন্মোচনে উপস্থিত ছিলেন। সস্ত্রীক গর্ভনর কারমাইকেল প্রথম বক্তৃতা দেন ওই অনুষ্ঠানে। এক সময় কলকাতায় লর্ড ক্লাইভের কোনও মূর্তি নেই তা লক্ষ্য করেছিলেন মার্ক টোয়েন। তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন যে "এটা সৌভাগ্যের কথা ক্লাইভ আর কলকাতায় ফিরে আসতে পারবেন না। যদি তিনি ফিরেও আসেন তবে ময়দানের ওই এই বিরাট মোমবাতি সুলভ স্মৃতিস্তম্ভটি দেখে দারুণ হতাশ হবেন। কারণ, সুউচ্চ ওই স্তম্ভটি পলাশীর স্মারক হিসাবে গড়া হয়নি।" মূর্তি আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ দেওয়ার পরে কারমাইকেল বিহাব এবং ওড়্শার গর্ভনর স্যার চার্লস বেলিকে ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে আহ্বান করেন। স্যার চার্লস সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে ভিক্টোরিয়া অছি পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। লর্ড কার্জন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে স্যার বেলি ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন। কারণ বেলিই ছিলেন লর্ড ক্লাইভের অধস্তন কর্মচারি। লর্ড ক্লাইভের মূর্তির আবরণ উন্মোচনে যেসব ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আর্ল রোনাল্ডসে (পরে গর্ভনর হন), লর্ড ইসলিংটন, স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরল, সস্ত্রীক প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেংকিন্স, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড (পরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন), প্রিন্স আকবর হোসেন, বর্ধমান ও কোচবিহার ও নদীয়ার মহারাজা, বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, ডেনিসন রস এবং সামসুল হুদা সহ আরও অনেকে। ক্লাইভ মূর্তিটি দাঁড়িয়ে থাকা "সাত সহ এক - দুই" ফুট লম্বা। কর্নেলের পোশাক পরা। বুক খোলা সামরিক কোট ও ব্রিচেস। কোটের নিচে ভেস্ট। ভেস্টের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে পদমর্যাদাসূচক রিবন। মূর্তির ডান হাতে ধরা রয়েছে জড়ানো কাগজ- সম্ভবত সেটা বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে পাওয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সনদপত্র। মূর্তির বাঁ হাতে রয়েছে তরবারি। পায়ে হাই বুট। সৈনিকের মতো যথোচিত আত্মনির্ভরতার ছাপ রয়েছে মুখমণ্ডলে। একটু ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ডান দিকে। ক্লাইভের মূর্তি তৈরি করেই কলকাতায় জন টুইডের (১৮৬৯-১৯৩৩) গড়া মূর্তি প্রতিষ্ঠার সূচনা। স্কটল্যাণ্ডের মানুষ শিল্পী রোদ্যাঁর ছাত্র। ইংরেজ ভাস্করেরা যাঁরা রোদ্যাঁর কাছে ভাস্কর্যশিল্পের অনুশীলন করতেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। টুইড ছাড়াও রোদ্যাঁর কাছে ভাস্কর্য নিয়ে অনুশীলন করেছিলেন লেডি ক্যাথলিন স্কট এবং লিলি হ্যাভেল। আসলে বাংলার ইতিহালে লর্ড ক্লাইভ একটি বিশাল চরিত্র। তাঁকে বহু গবষণা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে নিরোদ সি চৌধুরী বইও লিখে গিয়েছেন। তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করার পথটাকে তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। লণ্ডন ফিরেও গিয়েছিলেন। আবার তাঁকে লণ্ডন থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ভারতে। তখন তিনি ভারতে এসে ইংরেজ শাসনকে পোক্ত করার পাশাপাশি যে সব সমস্যার সমাধান করে যান। লর্ড ক্লাইভ খুবই ভারতীয়দের পচছন্দ করতেন। তিনি ভারতীয়দের সঙ্গে আত্মরিকভাবে মিশতে পেরেছিলেন বলেই ইংরেজদের বাংলায় সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়। সেই সময়ে বহু জমিদার বাড়িয়ে উৎসব অনুষ্ঠানে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের থাকতো। তাঁরা তখন সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হিন্দুদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতেন। সেই কারণেই লর্ড ক্লাভইভের দুটো মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল। একটি লণ্ডনে স্থাপন করা হয় আর একটি কলকাতায়। তবুও ব্রিটিশ আদালত লর্ড ক্লাইভকে সমন দেয়। তাঁর বিচার হয়েছিল। সেই বিচারকে নিজের অপমান বলে মনে করেন লর্ড ক্লাইভ। পরে লর্ড কার্জন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

বারাণসীর কড়চা

জয়দেব দাস, কাশী
পূর্ব প্রকাশের পর

আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত এই গানের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকেন। শৃঙ্গার, শান্ত অথবা বীররসপ্রধান এই শৈলীর গান প্রধানত হিন্দি, উর্দু ও ব্রজভাষায় রচিত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শৈলীর গান রচনায় উল্লিখিত তিন প্রকারের ভাষারই সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। বর্তমানে বাংলা ভাষায় রচিত গানের সংখ্যাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

ধ্রুপদ তীর্থ তুলসী ঘাটে ধ্রুপদ সঙ্গীতের চতুর্থ রাত্রি শ্রী কৃষ্ণ অবতার শ্রীনাথ এর নগরী নাথদ্বারার শিল্পী পন্ডিত দলচন্দ্র শর্মা কাশীতে ভগবান শিবের নাদাভিষেক করেন। তরুণ অভয় রুস্তম সোপোরি সন্তুরের মাধ্যমে তন্ত্র অঞ্জলি প্রদান করেন। পন্ডিত দলচন্দ্র শর্মা, দ্বিতীয় উপস্থাপনা নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন, পাখওয়াজের নাথদ্বারা চলনে গণেশের প্রশংসা করার পর শিব পরনের মাধ্যমে মহাদেবের পূজা করেন। ঝালার মাধ্যমে হালকা বৃষ্টি অনুভব করান দর্শকদের। ১৬ মাত্রা আদি তালে প্রশ্নোত্তরের পরণ বাজানোর পর, তিনি নাথদ্বারার ঝিনক বাজের অধীনে ঝিনক এবং ধেতের মাধ্যমে তার বাদনের বৈশিষ্ট প্রকাশ করেন। উপস্থাপনায় শৃঙ্গার এবং বীরত্বপূর্ণ চেতনার সমন্বয় ছিল। এক ধা থেকে চার ধা পর্যন্ত পরণ দিয়ে পূজার অনুভূতি প্রকাশ করেন। চক্করদার পরনের পর তিনি অনেক ঘরানার বিভিন্ন ধারা উপস্থাপন করেন। ধ্রুপদ মেলার চতুর্থ রাতে সন্তুর পরিবেশন করেন অভয় রুস্তম সোপরি। পাখাওয়াজে সহযোগিতা করেন তাঁর শিষ্য কলকাতার মিঠুন চক্রবর্তী। দিল্লি থেকে আসা অভয় রুস্তম সোপোরি সন্তুরে মূল ছন্দে বন্দিশ বাজালেন। আলাপ-এর পর তিনি তাঁর জোড় ও ঝালা দিয়ে ভারতীয়-বিদেশি দর্শকদের মুগ্ধ করেন। চতুর্থ নিশা শুরু হয় কাশীর তরুণ শিল্পী আশুতোষ ভট্টাচার্যের গানের মধ্য দিয়ে। ধ্রুপদ গান পরিবেশন করেন পুনের উদয় ভাওয়ালকার, দিল্লির ওস্তাদ ওয়াসিফুদ্দিন ডাগর, বাংলাদেশের অসিত রায়, কাশীর আশিস জয়সওয়াল, কলকাতার জগন্নাথ দাশগুপ্ত এবং প্রয়াগরাজের পন্ডিত প্রেম কুমার মালিক। কাশীর ধ্রুপদ তীরথে ধ্রুপদ মেলা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অতিক্রমন করেতে সক্ষম হয়েছে এই সঙ্গীত সাধকদের জন্যই। শিতের বিদায় বেলার গোলাপি শীত। ফাগুনী বেয়ার। গঙ্গার তীর। দশমী তিথিতে, দশ শিল্পের সাথে আকাশে জ্বলজ্বল করা চাঁদ এবং অতীন্দ্রিয় আনন্দের অনুভূতি প্রদান করে, মঙ্গলবার সঙ্গীতপ্রেমীদের অনিচ্ছাকৃত ভাবে তুলসীঘাটে টেনে নিয়ে যায়। উপলক্ষ ধ্রুপদ তীর্থে ৫০তম আন্তর্জাতিক ধ্রুপদ মেলার উদ্বোধন। শুরু হয় চারদিনের গান-বাজনা। গানের এই প্রাচীন রূপের ভক্তদের কণ্ঠ গঙ্গার ঢেউয়ের সাথে সাথে তরঙ্গিত হতে থাকে, যখন তীরে আছড়ে পড়া ঢেউগুলিকে পাখাওয়াজ ও চৈতালে ধামারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের উদযাপন শুরু করেন সুরবাহার দিয়ে গুরু পন্ডিত দেবব্রত মিশ্র তাঁর পিতা পদ্মশ্রী পন্ডিত শিবনাথ মিশ্রের রচিত রাগ শিবমঞ্জরী এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণ মিশ্রের সাথে। দ্বিতীয় উপস্থাপনায় পদ্মশ্রী অধ্যাপক ড. ঋত্বিক সান্যাল গাইলেন রাগ বিহাগে আলাপচারীর সাথে চৌতাল রচিত 'গণপতি বিঘ্নহরণ'। সুলতালে রচিত দ্বিতীয় রচনার গান ছিল 'তুলসী তীরথের ধ্রুপদ মেলা। ভাদোদরার আদিত্য দীপ এবং ধবল মিস্ত্রি, তানপুরা পাখাওয়াজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন কিয়ারা ও জুলিয়া। তৃতীয় উপস্থাপনায় পণ্ডিত রাজখুশি রামের স্বাধীন পাখাওয়াজ বাদন হয়। সারঙ্গীতে ছিলেন গৌরী ব্যানার্জি। পণ্ডিত রাজখুশি রাম চৈতালে লাইকারি দিয়ে শুরু করেন। পরিচালনা করেন ডঃ প্রীতেশ আচার্য এবং নগেন্দ্র শর্মা।

শিক্ষা জগতে আলামোহন দাসের অবদান কম নয়

বিশেষ প্রতিবেদন

বহুকাল আগে একবার পড়েছিলাম তাই কিছু কিছু মনে ছিল। হাওড়ার খিলা গ্রামে চার-পাঁচবার গেছি, আলামোহন দাসের গ্রাম। এখনও বহুজনের কাছে আলামোহন দাসের আসল বইটি রয়েছে। সে যাই হোক। খিলার বহু মানুষ ইন্ডিয়ান মেশিনারিতে কাজ শিখে, কাজ করেছেন। খিলা গ্রামের শিক্ষার আলোয় আলামোহন দাসের অবদান কম নয়। আলামোহন দাসের সঙ্গে বিধান রায়ের ভালো রকম সখ্যতা ছিল, হাওড়ার কংগ্রেসের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট ওঠাবসা ছিল। নিশ্চিত তিনি হাওড়ার একজন প্রথিতযশা মানুষ এবং উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। বন্ধু দুলালচন্দ্র ঘোষের মিষ্টি ছাড়া, তিনি কখনও অন্য দোকানের মিষ্টি খেতেন না। আমরা, ছোটবেলায় দাশনগরে দুবার তিনবার করে যেতাম, চলমান পুতুলের প্রদর্শনী দেখতে। একমাস চলতো। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রদের হাত পা নড়তো কখনও কোথা থেকে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র উড়ে গিয়ে পুতুলের মুন্ডু ছিটকে যেতো। পুরাণের ছোট ছোট কাহিনীকে বিভিন্ন মোটরের দ্বারা যে উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা সেই প্রদর্শনী কম্পোজ করা হতো, যারা তা দেখেননি, তারা তা ভাবতেই পারবেন না। বাইরে পড়তো বিশাল লাইন। আমরা হেঁটে হেঁটে দাশনগর যেতাম, আবার আসতাম। মনে হতো বহু দূর বুঝি। তাতেই বেশি বিখ্যাত ছিলেন বুঝি আমাদের কাছে। তবে তাঁর মৃত্যুর পর সেই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। জবর দখল হয়ে যায়। কারণ বহু জমিজমার কোনো নথি ছিল না। একটা ঘটনা দেখবেন, বামপন্থীদের সঙ্গে আলামোহন দাসের খুব একটা সদ্ভাব ছিল না। বরং এইখানকার কারখানাকে নিয়ে বামপন্থীদের লড়াই বরাবরের। অজস্র শ্রমিকদের রুটি যোগাতেই কারখানার বারোটা খানিকটা বেজেছে। একটা সময় ইন্ডিয়ান মেশিনারি ও বস্ত্র কলটিও বন্ধ হয়ে যায়। তবে অন্ততঃ প্রথম থেকেই কিন্তু এই দুটি কারখানার জন্য সরকারের বহু পুঁজি বিনিয়োগ করেও আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে উঠেনি কেন, এই নিয়ে হাওড়াবাসীর কোনও প্রশ্ন নেই। কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন সময় কোটি কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে এখানে। আলামোহন

দাস বহুকাল প্রয়াত হলেও তাঁর নাম মোছা যাবে না। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিই ছিল তাঁর প্রধান শক্তি। একটার পর একটা কারবারে ক্ষতি করতে করতে লাভের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এর পর তিনি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ঢোকেন। এই পর্বটিতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার যথেষ্ট সাহায্য করলেও নব্য স্বাধীন ভারতে এইরকম একটি আর্থিক সংস্থা গড়ে তুললেও তার গতিপ্রকৃতি না জানা থাকায় মুখ থুবড়ে পড়ে। বহুকাল আগে আলোমোহন দাস ওইরকম একটি আর্থিক সংস্থা গড়ে তুলে সেখান থেকে তার সাধের ইন্ডিয়ান মেশিনারিকে আর্থিক সহায়তা দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর অবশ্য সারদার ও সঞ্চয়িতার মতো কোনো ধান্দা ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মুখ থুবড়ে পড়েছিল ভাগ্যিস তাই না হলে বদনাম নিয়ে তাঁকে মরতে হতো। অবশ্য তাঁর কীর্তির জন্য তিনি আজ এখনও পর্যন্ত যশস্বী হয়ে রয়েছেন। এই বইটি আমাকে দিয়েছেন প্রকাশকঃ সন্দীপ দেয়াশী। আমতা থেকে ঋ এই বইটি নতুনভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করেছে, সামান্য কিছু সংযোজন করে। বইটি লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসার বিষয়ে সংগ্রাহক ও সম্পাদক হিসেবে ডঃ শ্যামল বেরা মহাশয়ের অবদান রয়েছে। বহুকাল আগে আলামোহন দাস ওইরকম একটি আর্থিক সংস্থা গড়ে তুলে সেখান থেকে তার সাধের ইন্ডিয়ান মেশিনারিকে আর্থিক সহায়তা দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর অবশ্য সারদার ও সঞ্চয়িতার মতো কোনো ধান্দা ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা মুখ থুবড়ে পড়েছিল ভাগ্যিস তাই না হলে বদনাম নিয়ে তাঁকে মরতে হতো।

খ্যাতনামা রাবীন্দ্রিক লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী

বিশেষ প্রতিবেদক

ব্যাথা বেদনায় এক অমর প্রেম কাহিনী - চল্লিশ বছর পর জীবনের প্রথম প্রেম আবার ঝড় তুলল মৈত্রেয়ীর জীবনে। মির্চা, মির্চা আই হ্যাভ টোল্ড মাই মাদার দ্যাট ইউ হ্যাভকিসড মাই ফোরহেড' 'নহন্যতে' উপন্যাসে মৈত্রেয়ী দেবীর এই উক্তি টি অবশ্যই পাঠকদের মনে আছে? মির্চা এলিয়াদ আর মৈত্রেয়ী দেবীর প্রেম কি শুধুই প্রেম ছিল নাকি সেই সাথে কিছু শরীরের ভালবাসাও ছিল। 'লা নুই ব্যাঙ্গলী'। তে মির্চা এলিয়াদ কি মৈত্রেয়ী দেবী ও তার সাথে ভালবাসার কথা লিখতে যেয়ে কি কোন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন? ক্ষ্মলা নুই ব্যাঙ্গলী। প্রকাশের বহু বছর পর মৈত্রেয়ী দেবী তাদের ভালবাসার গল্প নিয়ে লিখেছিলেন 'ন হন্যতে'। মৈত্রেয়ী দেবীর জন্ম ১৯১৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলায়। তার বাবা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একজন দার্শনিক এবং তৎকালীন বাংলার অন্যতম শিক্ষাবিদ, গবেষক। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। আর মৈত্রেয়ী দেবীর মায়ের নাম ছিল হিমানী মাধুরী রায়। যদিও তার শৈশব কাটে বরিশালে, পরে পিতার কর্মক্ষেত্রের সুবাদে কৈশোরেই সপরিবারে চলে আসেন কলকাতার ভবানীপুরে। চার ভাই বোনের মধ্যে সবার বড় মৈত্রেয়ী দেবী ছিল মায়ের সবচেয়ে কাছের। মৈত্রেয়ী এক দিকে ছিলেন ভীষণ সুন্দরী অন্যদিকে বয়সের তুলনায় তার বুদ্ধি, স্বভাব, গাম্ভীর্য ও বিদ্যানুরাগ তাকে তার সমসাময়িক অন্য কিশোরীদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল। জীবনের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে সংস্পর্শে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সারাজীবন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করেছেন ভালবেসেছেন। কবি গুরুর কাছেও মৈত্রেয়ী দেবী ছিলেন স্নেহধন্যা। জীবন চলছিল জীবনের নিয়মে কিন্তু ১৯২৮ সালের একটা ঘটনা তার সারা জীবন কে উথাল পাতাল করে দিয়েছিল। এই বছরে ভারতে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অধীনে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে গবেষণা করার উদ্দেশে কলকাতায় আসে ২১ বছরের রোমানিয়ান শ্বেতাঙ্গ যুবক মির্চা এলিয়াদ। মূলত সে এসেছিল (১৯২৮-৩২) 'নোয়েল এন্ড নোয়েল' কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে ২৫০ টাকা মাসিক বেতনে সে ভারতে চাকুরী করতে। সাথে উদ্দেশ্য ভারতীয় দর্শন নিয়ে গবেষণা করা। তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল মৈত্রেয়ী দেবীদের ভবানীপুরের বাড়িতেই। মৈত্রেয়ী দেবী তখন ১৪ বছরের কিশোরী। মির্চা এলিয়াদ অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কলকাতায় এসে সেই অনুরাগ এক অব্যক্ত ভালোবাসায় পরিণত হলো। মির্চা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ করে বাংলাকে এক কথায় ভালোবেসে ফেললো। এবং বুঝেছিল বাংলাকে আরও গভীর ভাবে জানতে হলে বাংলা ভাষা শেখা প্রয়োজন। এই ভাবনা থেকেই তার আর মৈত্রেয়ী দেবীর বন্ধুত্বের সূত্রপাত। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন প্রগতিশীল এবং উদারমনা। তার নিজের ইচ্ছা ছিল মির্চার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে মৈত্রেয়ী দেবী শিখবেন রোমানিয়ান জানবেন সেদেশের সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে। মির্চা ও মৈত্রেয়ীর ভাষা, ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি সবই আলাদা। তারা দুজন কথা বলতেন ইংরেজিতে। প্রায়ই শব্দ খুঁজে না পেয়ে মৈত্রেয়ী দেবীকে ডিকশনারি ঘাঁটতে হতো। তবুও এই সমস্ত বাধাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মির্চা এলিয়াদ ও মৈত্রেয়ী দেবী পরস্পরের কাছে এলেন। কবিতা, দর্শন, গানের আদান-প্রদানের ভেতর অনেকটা অজান্তেই, তারা করে ফেললেন হৃদয়ের দেওয়া নেওয়া। একদিন হঠাৎ মৈত্রেয়ী দেবীদের বাড়ির লাইব্রেরির ঘরে বসে মির্চা এলিয়াদ মৈত্রেয়ী দেবীকে জানিয়ে দিলেন তার প্রতি তার ভালোবাসার কথা, সাথে এও জানালেন - আমাকে বিয়ে করবে?" সহজ সরল মির্চা এলিয়াদ ধরে নিয়েছিল, ...
(ক্রমশ)

জেলা পরিষদ তহবিলের টাকায় সরকারি শিলান্যাস অনুষ্ঠানে তৃণমূলের দলীয় পতাকা এবং স্লোগান নিয়ে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ মার্চ ঃ জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত অর্থে সরকারি শিলান্যাস অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ সদস্যের উপস্থিতিতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা এবং স্লোগান নিয়ে বিতর্ক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেই কোন সরকারি আধিকারিক। সরকারি অনুষ্ঠানকে দলীয় অনুষ্ঠান করার অভিযোগ। এটাই শাহজাহানের তৃণমূলের সংস্কৃতি কটাক্ষ বিরোধীদের। পাল্টা সাফাই জেলা পরিষদ সদস্যের। লোকসভার প্রাক্কালে শিলান্যাস অনুষ্ঠান নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বৈজনাথপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি নিয়ে সমস্যা ছিল। এলাকাবাসীর একটি ড্রেনের দাবি ছিল। সেই দাবি অনুযায়ী তৃণমূলের স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বারিকুল ইসলাম তথা বুলবুল খান জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত ৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যায়ে মুক্তার হাউস থেকে আসগর হাউস পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার দীর্ঘ একটি ড্রেনের শিলান্যাস করেন বৃহস্পতিবার। কিন্তু সরকারি এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না স্থানীয় বিডিও বা অন্য কোন সরকারি আধিকারিক। তৃণমূল কর্মীরা রীতিমতো দলীয় পতাকা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ এবং তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদের দলীয় স্লোগান দিয়ে শিলান্যাস করেন ড্রেনের। আর যে ঘটনার সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিজেপির দাবী সরকারি অনুষ্ঠান তৃণমূলের পার্টি ফান্ডের টাকায় হয় না। তৃণমূল কর্মীরা সেখানে দলীয় স্লোগান দিচ্ছে। তৃণমূলের শিক্ষার অভাবেই এই সংস্কৃতি। অন্যদিকে কংগ্রেসের কটাক্ষ শাহজাহানের তৃণমূলে এখন এটাই সংস্কৃতি। যেখানে দল আর সরকারের মধ্যে কোন ফারাক নেই। তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের সাফাই জিতে তিনি নতুন প্রতিনিধি হয়েছেন। সমস্ত নিয়মকানুন জানেন না। এখানকার সকলেই তৃণমূল তাই মানুষ পতাকা নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে ড্রেন পেয়ে খুশি এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ মুক্তার আলম জানান, এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আজ ভালো লাগছে। জেলা পরিষদ সদস্য বারিকুল ইসলাম ওরফে বুলবুল খান বলেন, এটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আমি প্রথম দফাতেই এই কাজ করলাম। বিরোধীদের পায়ের তলায় কোন মাটি নেই। এখানকার মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আছে। অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষের স্বামী আব্দুস শোভনের কটাক্ষ, তৃণমূলের মধ্যে সেই ন্যূনতম শিক্ষা নেই। বেশির ভাগ নেতাই তো জেল খাটছে। কোনটা সরকারি অনুষ্ঠান আর কোনটা দলীয় অনুষ্ঠান এরা জানে না। এটাই তো শাহজাহনের তৃণমূল। জেলা বিজেপি সাংগঠনিক কমিটির সদস্য রূপেশ আগরওয়ালের অভিযোগ, সরকারি কাজ হয় সরকারের টাকায়। তৃণমূলের টাকাতে না। সেখানে কেন দলীয় স্লোগান উঠবে। রেলের অনুষ্ঠানে তো বিজেপির স্লোগান উঠছে না। এটাই শিক্ষার পার্থক্য।

বাস বন্ধে বিপাকে পরীক্ষার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ মার্চ ঃ বেসরকারি বাস এবং টোটো চালকের গোলমালের জেরে বিপাকে পড়লেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মালদায় বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ রাখেন চালকেরা। ফলে, পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে বিপাকে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। বুধবার গাজলে বেসরকারি বাসের চালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল টোটো চালকের বিরুদ্ধে। পথ অবরোধ থেকে পুলিশে অভিযোগও করেন বাস চালকেরা। তবে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ দিন সকাল থেকেই জেলা জুড়ে বেসরকারি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। চালকদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে জানান প্রশাসনের কর্তারা।

প্রাণী প্রদর্শনী কর্মসূচি পালিত হল

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৪ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লক এর বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দামোদর পাড়া অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রমে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে প্রাণী প্রদর্শনী কর্মসূচি পালিত হল ১৩ এবং ১৪ মার্চ দুদিনের। এদিন প্রাণী প্রদর্শনী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের প্রাণীসম্পদ আধিকারিক গুরুপদ মান্ডি, পঞ্চায়েত প্রধান মনিমালা রায়বাগ, বিদ্যানগর গয়ারামদাস বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক ডক্টর বিভাষ বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। এদিন প্রাণী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় কিভাবে আরো প্রাণী পালন করে স্বনির্ভর হওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রাণী প্রদর্শনী শেষে ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয় ৬ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়। আগামী দিনে যাতে তারা আরো উন্নত প্রজাতির প্রাণী পালন করে স্বনির্ভর হতে পারে সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে উৎসাহ দিতে এই কর্মসূচি।

সর্বশিক্ষা মিশন
Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSM-JAL / T-47 / 2023-24
Dated- 14/03/2024
For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-হিরাম-এওসিটি-বিডব্লুএন-২৪, তারিখ ১৩.০৩.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-হিরাম-এওসিটি-বিডব্লুএন-২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির বন্ধের তারিখ ০৫.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। বিডারগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল্য/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এরূপ কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। কাজের নাম: হাওড়া ডিভিশনের এএসটিই-বিডব্লুএন-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সিগন্যালিং গিয়ারের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পুনঃসংস্কার। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ১,০৬,৭১,২৫৫.৫২ টাকা। বায়নামূল্য: ২,০৩,৪০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। টেন্ডার আপলোডের তারিখ/সময় : ১৩.০৩.২০২৪ দুপুর ১.৪৪ মিনিট। অফারের বৈধতা : ১২০ দিন। কাজ শেষের মেয়াদ : ১৮ মাস। বিডিং শুরুর তারিখ: ২২.০৩.২০২৪। বিডিংয়ের ধরন : প্রতিটি নির্দিষ্ট আইটেমের জন্য সিঙ্গল রেট। চুক্তির ধরন: ওয়ার্কস। চুক্তির শ্রেণি: এক্সপেন্ডিচার। দরের ক্রম : ন্যূনতম থেকে উচ্চতম। এক্সপেন্ডিচারের ধরন: ক্যাপিটাল (ওয়ার্কস)। আইপিএএস অ্যাকাউন্টিং ইউনিট: ০২০২-পূর্ব-রেলওয়ে-এইচডব্লুএইচ পূর্ব রেলওয়ে। (HWH-540/2023-24)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ০৮-০৩-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নংঃ ১১-এপি-I-২০২৪। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ বঙ্গাইগাঁও এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জং. অধিক্ষেত্রে মানুষসহিত লেভেল ক্রসিং নং. এনএফ/১২৮ (কিমি ২০১/৮-৯, গোসাইগাঁও হাট-চৌতারা), এনএফ/১৩১ (কিমি ২০৭/২-৩, চৌতারা-ফকিরাগ্রাম জং.), এনএফ/১৩৩ (কিমি ২১৩/২-৩, চৌতারা-ফকিরাগ্রাম জং.), এনএফ/১৩৫ (কিমি ২২২/২-৩, ফকিরাগ্রাম জং.-কোকরাঝাড়), এনএফ/১৪১ (কিমি ২২৪/৪-৫, কোকরাঝাড়-সালেকাটি), এনএফ/১৪৩ (কিমি ২৩১/৮-৯, সালেকাটি-বাসুগাঁও), এনএফ/১৪৭ (কিমি ২৪৪/৫-৬, বাসুগাঁও-ডাঙ্গেল), এনএফ/১৫১ (কিমি ২৫৮/১-২, বাসুগাঁও-ডাঙ্গেল), ৫২/এফডি (কিমি ৬৬/৪-৫, গৌরীপুর-ধুবড়ি) মোট ৯টি-তে রোড ওভার ব্রিজের সাথে লেভেল ক্রসিং নির্মূল করার জন্য সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন এবং বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৭,৮৪,১৪৪.১৬ টাকা। বায়না মূল্যঃ ৯৫,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০৪-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ০২-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

চা বাগানে চিতার আক্রমণে আহত শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে ডুয়ার্সের আমবাড়ি চা-বাগানে চা-পাতা তোলার কাজ করতে গিয়ে চিতাবাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হলেন এক মহিলা চা-শ্রমিক। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, এদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে ৫৩ বছর বয়সি সীতা সাউ আমবাড়ি চা-বাগানের এক নম্বর সেকশনে চা-পাতা তোলার কাজ করছিলেন। সীতা সাউ চা- বাগানের আপার লাইনের বাসিন্দা। অনেকের সঙ্গেই সেই সময় তিনি চা-বাগানে কাজ করছিলেন। তখন চা-বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি চিতাবাঘ আচমকাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর মাথায় থাবা বসিয়ে দেয় চিতাবাঘটি। সীতা সাউয়ের সঙ্গে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁরা সকলে আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দিলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। এর পরেই সকলে মিলে সীতাকে উদ্ধার করে নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

জল যোগানের ব্যবস্থা সহিত লেভেল ক্রসিঙের মান নির্ধারণ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ২৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ ১২-০৩-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার নং.ঃ ১৪-এপি-I-২০২৩। কাজের নামঃ এডিইএন/I/নিউ কোচবিহারের অধীনে লেভেল ক্রসিঙে জল যোগান ব্যবস্থা সহিত লেভেল ক্রসিঙের মান নির্ধারণ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,৪৭,৬৮,৯৭৫.৮৩ টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৩,৯০০/- টাকা। ই-টেণ্ডার বন্ধ হবে ০৩-০৪-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ বজাত খোলা যাবে ০৩-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহিত সম্পূর্ণ সবিশেষ http://www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মমতা 'মা সারদা', প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র 'অসুর'! বিষ্ণুপুরে প্রচারে বেলাগাম সুজাতা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ মার্চ ঃ আবার বিতর্কিত মন্তব্য বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের। সারদার সঙ্গে তুলনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন বাঁকুড়ার ইন্দাস ভূমিহীনদের হাতে পাট্টা বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন সুজাতা মণ্ডল। সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সারদার তুলনা করেন তিনি। বলেন, বিগত ৩৪ বছর বামফ্রন্টের আমলে এই মানুষগুলো কিছু পায়নি। আর ১০ বছর বিজেপির সাম্প্রদায়িক জমানাতেও কিছু পায়নি। দেওয়ার মত একজনই আছেন, যিনি মা সারদার মতো হাত তুলে বসে আছেন। পাশাপাশি মন্দিরে পুজো দিয়ে দেওয়াল লিখনও করেন। এদিন প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল বলেন, বিষ্ণুপুর লোকসভায় ১০ বছর ধরে যে অসুর রয়েছে, সেই অসুরের হাত থেকে বিষ্ণুপুরকে মুক্ত

করার জন্যই মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রার্থনা করেছেন তিনি। মানুষ যাতে ওই অসুরের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করতে পারেন সেই প্রার্থনা করেন। তৃণমূলের হাত ধরেই বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষ প্রকৃত উন্নয়ন দেখতে পাবেন বলেও দাবি করেন তিনি। এদিন প্রচারে তিনি নাম না করে আগের প্রার্থী বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ-কেই অসুর বলে সম্বোধন করেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। প্রসঙ্গত, বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে এবার প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর জমজমাট লড়াই। একদিকে বিজেপির টিকিটে লড়াই করছেন দুবারের সাংসদ ও সুজাতার প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁ। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী করেছে সুজাতা মণ্ডল খাঁকে। একসময় স্বামীর হয়ে প্রচার চালিয়েছিলেন সুজাতা। জিতিয়ে এনেছিলেন স্বামীকে। আর এবার সেই সৌমিত্রর বিরুদ্ধেই সুজাতা! তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া সৌমিত্র খাঁ-র একপ্রকার ভোট ম্যানেজার ছিলেন সুজাতা। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় আইনি জটিলতায় এলাকায় ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা ছিল সৌমিত্র খাঁর উপরে। সেই সময় স্বামী সৌমিত্র খাঁয়ের হয়ে সামনে থেকে ভোট প্রচারে নেমেছিলেন সুজাতা খাঁ। দলের কর্মীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে প্রচার করে সৌমিত্র খাঁকে জিতিয়ে এনেছিলেন। তাঁকে জেতাতে সুজাতার যে বড় অবদান রয়েছে তা স্বীকার করেছেন সৌমিত্রও। কিন্তু তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে। সৌমিত্র খাঁয়ের সঙ্গে সুজাতা মণ্ডলের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে মধ্যবর্তী সংঘাত, তখনই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন সুজাতা মণ্ডল। বিজেপিতে থাকার সময় সম্মান না পেয়েই তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন বলে সেইসময় জানিয়েছিলেন সুজাতা। ওদিকে সুজাতা বিজেপি ছাড়ার পর আবেগপ্রবণ সৌমিত্র বলেছিলেন, আমার স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে গেল। কখনও ভাবিনি আমার ঘরের লক্ষ্মীকে চুরি করে নিয়ে যাবে। সুজাতা আমার কাছে এখন মৃত।

এদিন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল প্রার্থনা করেন, '১০ বছরের অসুর থেকে বিষ্ণুপুর যেন মুক্তি পায়।' সুজাতা দাবি করেন, তৃণমূলের হাত ধরেই বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষ প্রকৃত উন্নয়ন দেখতে পাবেন। আজ থেকে বিষ্ণুপুর শহরে প্রচার শুরু করেন বিষ্ণুপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। এদিন সকালে দলীয় বিধায়ক, কাউন্সিলর নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুর ছিন্নমস্তা মন্দিরে পুজো দেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। পুজো দিয়ে বিষ্ণুপুর ছিন্নমস্তা মন্দির থেকে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে জনসংযোগ করে বিষ্ণুপুরের মানুষের কাছে আশীর্বাদ চান তিনি। পাশাপাশি, বিষ্ণুপুর শহরের কলেজ রোডে

মন্দিরে পূজো দিয়ে ভোটকথা শুরু করলেন হীরণ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ মার্চ ঃ নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ না হলেও ইতিমধ্যেই প্রথম দফার বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হয়েছে। তাতেই ঘাটাল সিট থেকে দাঁড়িয়েছেন হিরণময় চট্টোপাধ্যায়। ঘাটাল লোকসভার পিংলা সবং ডিব্রা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার সারলেন তিনি। প্রথমে চন্ডী মন্দিরে পূজো দিয়ে গ্রাম চলো অভিযান শুরু করলো ঘাটাল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়। গ্রামে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের হাতে মোদী সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়নের কাগজ তুলে দিলেন। গ্রাম চলো অভিযানে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কারো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তো কারো সাথে সেলফি তুললেন এমনটাই দেখা গেল ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে। সাধারণ মানুষের সাথে একবারে বাড়ির ছেলের মত মিশে গেলেন ভোট প্রচারে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময়।

দাসপুরের অগ্নিদগ্ধ ধূপের কারখানায় দেব

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ মার্চ ঃ ঘাটালের দাসপুরে অগ্নিদগ্ধ ধূপের কারখানায় আগুনে কারখানার ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই কারখানায় গেলেন সাংসদ দেব। কারখানার শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনলেন মাটিতে বসে। সেখানে আগুন লেগেছিল মঙ্গলবার রাতে। এখনও সেই আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। দেবকে দেখেই কারখানার সামনে জড়ো হন শ্রমিকেরা। তাঁরা সাংসদের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সকলের কথা শুনতে কারখানার উল্টো দিকে একটি মাঠে গিয়ে মাটিতে বসে পড়েন সাংসদ-অভিনেতা। মাঠে দেবকে ঘিরে ধরেন কয়েক হাজার শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুদের উপস্থিতিও ছিল। দাসপুরের রসিকগঞ্জের ধূপ কারখানায় কাজ করেন অন্তত দু'হাজার শ্রমিক। মঙ্গলবার রাতে সেখানে হঠাৎই আগুন লাগে। কী থেকে আগুন লাগল, তা নিশ্চিত নয়। প্রাথমিক ভাবে শর্ট সার্কিটের কথা মনে করা হচ্ছে। কারখানায় অনেক দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন মঙ্গলবার রাত থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বুধবার একটা গোটা দিন কেটে যাওয়ার পরেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার বেলা পর্যন্ত কারখানার ভিতরে ঢুকতে পারেননি দমকল কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, আগুন নিভলেও এখনও ধোঁয়া রয়েছে কারখানায়। যে কারণে ভিতরে ঢোকা যাচ্ছে না। আগুন-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দেব বলেন, ''যখন থেকে আমি এই আগুন লাগার খবর পেয়েছি, দিদির সঙ্গে যোগাযোগে ছিলাম। কী ভাবে আগুন লাগল, তার তদন্ত হবে। কারখানা যাতে দ্রুত শুরু হতে পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন চেষ্টা চালাচ্ছে। যত দিন না কারখানা চালানো যাচ্ছে, ছ'মাস পর্যন্ত এই কারখানার শ্রমিকদের মাসে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। মার্চ মাস থেকেই তা চালু হবে। আমাদের লক্ষ্য কারখানা দ্রুত চালু করা এবং যাঁরা এর উপর নির্ভর করে আছেন, তাঁদের মুখে হাসি ফোটানো।''

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং এবং আপলোডিং-এর তারিখ ঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-১৪এলডব্লু-ওটিআর-২৪, তারিখ ১৩.০৩.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/ খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি ৩টের সময় খোলা হবে ঃ কাজের নামঃ সিএনসি সারফেস হুইল লেদ মেশিন (১৪এলডব্লু), মডেল নং-এসডব্লুএল-৪২, নির্মাতা-এইচওয়াইটি-এর এককালীন মেরামত। কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ ১৮% হারে জিএসটি সমেত ১৯,৭০,৬০০ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ৩৯,৪০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৪.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টেয়। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং বিশদ ঃ www.ireps. gov.in আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-1235)

NOTICE INVITING TENDER FOR WORK CONTRACT
KEORADANGA GRAM PANCHAYAT Invites Online/e-Tender for (i) N.I.eT. No: 176/KGP/BISH-I/2024, Dated: 06/03/2024 for the Construction of 1 (One) No. of Concrete Road, Fund: 5th SFC Untied Grant, 2023-2024 and (ii) N.IeT. No: 177/KGP/BISH-I/2024, Dated: 06/03/2024 for the Construction of 2 (Two) No.s of Concrete Roads, Fund: 15" CFC Untied Grant, 2023-2024. Both of its Online Bid Submission date closes on 18/03/2024 till 12.00 Noon. For further details please contact physically with the undersigned.
Sd/- Pradhan
Keoradanga Gram Panchayat
Under Bishnupur-I Dev. Block

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-34(SECOND CALL)/EO/23-24 Dt. 14/03/2024 for 01 no. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity, Tender ID - 2024_ZPHD_680024_2. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-14/HirGP/2023-24
Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of two Construction works within Hirandh GP area details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. – Bankura.
Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৪ মার্চ ঃ দোলের আগে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল তরতাজা এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম বাপ্পা দেবনাথ (২৩)। তার বাড়ি নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের মহেশগঞ্জ বাগানে পাড়া এলাকায়। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রাচীন মায়াপুর হনুমান বাগান ঘাটে ভাগীরতি নদীতে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পাশাপাশি জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের তরফে তলিয়ে যাওয়া যুবকের খোঁজে নামানো হয় ডুবুরি। মাত্র দশ মিনিটের প্রচেষ্টায় প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ ফুট গভীরে তলিয়ে যাওয়া ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের শান্তনু বিশ্বাস নামক এক ডুবুরি। এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হতেই মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করে নবদ্বীপ পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন মায়াপুর হনুমান বাগান ঘাটে। এরপর যুবকের দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে যায় নবদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, মায়াপুর ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে বিগত বছরের ন্যায় এবছরও মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে সাত দিনব্যাপী নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। জানা যায়, মৃত ওই যুবক পরিক্রমার একটি গ্রুপে অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। বৃহস্পতিবার আনুমানিক দুপুর দেড়টা নাগাদ অরবিন্দ পল্লী এলাকায় পুরনো বঙ্গবাণী লাগোয়া পরিক্রমায় অংশ নেওয়া একটি গ্রুপের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে গিয়েছিলেন স্নান করতে ভাগীরথী নদীতে। সেখানে স্নান করার সময় কোনও ভাবে তলিয়ে যায় ওই যুবক। সঙ্গে থাকা তার দাদা সহ অন্যান্য সঙ্গীরা তার খোঁজে ভাগীরথী নদী তোলপাড় করে ফেললেও যুবকের খোঁজ পায়নি। অবশেষে খবর পাঠানো হয় স্থানীয় থানায় এবং দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদের। দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ডুবুরি নামিয়ে ওই যুবককে প্রায় আড়াইটা নাগাদ উদ্ধার করে। সামগ্রিক ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ মার্চ ঃ সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার সুকদেবপুর এলাকার ঘটনা। ঘটনায় দোকানে থাকা লকার ভেঙ্গে লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণ অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দিলো চোরের দল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। জানা গেছে গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা অখিল সরকার সুকদেবপুর হাটখোলা এলাকায় রয়েছে তার একটি সোনার দোকান। প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান দোকান মালিক। বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার মানুষজন দোকানের তালা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পায়। এরপরেই খবর দেওয়া হয় দোকান মালিককে। দোকান মালিক এসে দোকানে ঢুকতেই চুরির বিষটি নজরে আসে তার। ঘটনায় দোকানে থাকা লকার ভেঙ্গে লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণ অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। সেইসঙ্গে দোকানে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার যন্ত্রাংশ নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই বিষয়ে দোকান মালিক অখিল সরকার জানান।

সুকান্তগড়ে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বালুরঘাটে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ মার্চ ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর এই প্রথমবার জেলায় এলেন তৃণমূলের হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা বিপ্লব মিত্র। বুধবার সকালে শিয়ালদা - বালুরঘাট ট্রেনে গঙ্গারামপুর স্টেশনে নামেন তিনি। স্টেশনেই তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন অগণিত কর্মী সমর্থক ও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। গঙ্গারামপুর স্টেশন থেকে তার বাসভবন পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যায়। গঙ্গারামপুরের ভূমিপুত্র এবং গঙ্গারামপুর-সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রায় ৫০ বছর ধরে রাজনীতি করছেন বিপ্লব মিত্র। পেশায় আইনজীবী হলেও তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম লগ্ন থেকেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করেছেন। যে কারণে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে তাকে অভিভাবক বলা হয়। মতপার্থক্য রয়েছে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বুধবার সকালে যেভাবে মানুষের জনজোয়ার এবং উচ্ছ্বাস দেখা গেল তা বিগত কয়েক বছরে বিপ্লব মিত্র কে ঘিরে দেখা যায়নি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। গতকাল গঙ্গারামপুরে পথসভা করার সময় সুকান্ত মজুমদার, বিপ্লব মিত্রকে নানা ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন এবং দীর্ঘ ৯ বছর বিভিন্ন ভোটে হেরে যাওয়ায় তার নাম হয়েছিল হারু মিত্র, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আগামী ভোটে সুকান্ত মজুমদারের বিপক্ষে বিপ্লব মিত্র যে কোন বাধা নয় সেটা তিনি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিপ্লব মিত্রকে জেতাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী একাট্টা হয়েই লড়বে এবং আগামীদিনে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট লোকসভা আসন একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন হিসেবে মান্যতা পেতে চলেছে। একদিকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অন্যদিকে তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অভিভাবক বিপ্লব মিত্র, এই দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতার রাজনৈতিক লড়াই কতটা চিত্তাকর্ষক হবে তা আগামীদিন বলবে। কিন্তু দুই নেতার জেলায় ফেরাকে নিয়ে কর্মী সমর্থক মধ্যে যে উন্মাদনা তা কিন্তু হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়েরই ইঙ্গিত বহন করে।

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-582/2023-24 (Sl No. 1-2)	30/03/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Habra Municipality

Office of the Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of Roads at different locations under Bishnupur-I Development Block. Details of which are as noted below: 1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-43(08)/2023-24 Date: 13.03.2024. 2. Tender ID: 2024_ZPHD_684627_1 to 8. 3. Bid submission start date: 13.03.2024 at 18.00 Hrs. 4. Bid submission closing date: 27.03.2024 at 13.00 Hrs. Details available from the website http://wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
&
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Dy. C.E. (SWM-II), KMC invites e-tender online item rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : SWM-II/DIST-III/20/2023-24
Tender Id : 2024_KMC_683917_1
Name of work : Repairing and maintenance of vehicle No. WB03D-1292, Movable Compactor of Dist-III Garage; Estimated Amount : ₹ 1,92,908.00; Earnest Money : ₹ 3,900.00; Period of completion : 15 Days.
(2) NIT No. : SWM-II/DIST-III/27/2023-24
Tender Id : 2024_KMC_683926_1
Name of work : Thorough repairing of Vehicle No. WB25E-0580 (TATA 1616) Tipper Truck of Dist-III Garage; Estimated Amount : ₹ 2,98,482.00; Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 30 Days.
(3) NIT No. : SWM-II/DIST-II/27/2023-24
Tender Id : 2024_KMC_683957_1
Name of work : Repairing and maintenance of RCV (WB03D-1202, 1218, 1201), Mechanical Sweeper (WB03D-5681), Tipper Truck (WB25E-1611) etc. of Dist-II Garage under SWM-II; Estimated Amount : ₹ 1,83,053.00; Earnest Money : ₹ 3,700.00; Period of completion : 8 Days.
(4) NIT No. : SWM-II/DIST-II/28/2023-24
Tender Id : 2024_KMC_684208_1
Name of work : Repairing and overhauling of TPS Make Portable Compactor Bearing Machine No. TPS-PC-184 of Dist-II Garage under SWM-II; Estimated Amount : ₹ 2,41,153.00; Earnest Money : ₹ 4,900.00; Period of completion : 12 Days.
(5) NIT No. : SWM-II/DIST-II/29/2023-24
Tender Id : 2024_KMC_684243_1
Name of work : Supply and delivery of spare parts for repairing of Tipper Truck, RCV and Mechanical Sweeper etc. of Dist-II Garage under SWM-II; Estimated Amount : ₹ 1,91,162.00; Earnest Money : ₹ 4,000.00; Period of completion : 5 Days; Last date and time of submission of bid : 26.03.2024 upto 1 pm (For Sl. No. 1 to 5); The bid forms and other details are available on and from 12.03.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 5); The website https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).
The C.M.E. (SWM), KMC invites e-tender online item rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : SWM-II/DIST-I/14/2023-24
Tender Id : 2024_KMC_684959_1
Name of work : Repairing of Load Body, Driver Cabin, Tail Gate & others for the (R.C.V.) vehicle No. WB03D-1206 & WB03D-1199 (U-1619 H) under Dist-I Garage/SWM-II; Estimated Amount : ₹ 4,73,949.00; Earnest Money : ₹ 9,500.00; Period of completion : 25 Days.
(2) NIT No. : SWM-II/DIST-I/19/2023-24
Tender Id : 2024_KMC_684933_1
Name of work : Repairing & maintenance of movable compactor (TATA-1613-BS-III, Vehicle No. WB03C-9716) of Dist-I Garage under SWM-II; Estimated Amount : ₹ 2,95,944.00; Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 15 Days; Last date and time of submission of bid : 26.03.2024 upto 1 pm (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from 13.03.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2); The website https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).
The Executive Engineer (TPS)/(WS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/WS/TPS/104/2023-2024
Name of the work : Operation of 0.625 MGH pumps of station number one at Tallah Pumping Station; Estimated Amount : ₹ 2,75,040.00; Earnest Money : ₹ 6,000.00.
(2) NIT No. : KMC/WS/TPS/103/2023-24
Name of the work : Maintenance of chlorinators of Chlorine Plant of Station 3 of Tallah Pumping Station; Estimated Amount : ₹ 2,90,206.00; Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 180 Days (For Sl. No. 1 & 2); Last date and time of submission of bid : 27.03.2024 upto 2 pm (For Sl. No. 1), 02.04.2024 upto 2 pm (For Sl. No. 2); For detail information please visit website https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).
The Director General (S&D), KMC invites e-tender online percentage two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/DR/PBPS/E/10/2023-24
Name of work : Necessary repairing, replacement of damaged outdoor luminaries incl. installation of new luminaries (LED) at strainer area, out side of pump room, main entrance etc. at DWF STN. with allied works of PBPS/S&D; Estimated Cost : ₹ 4,74,803.00; Earnest Money : ₹ 10,000.00; Period of completion : 15 Days.
(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/EL2/R1/24-25 (1st Call)
Name of the work : Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Manikhal DPS under GRBU; Estimated Cost : Rate to be quoted; Earnest Money : ₹ 10,000.00; Period of completion : 12 Months; Last date and time of submission of bid : 23.03.2024 upto 5 pm (For Sl. No. 1), 27.03.2024 at 3 pm (For Sl. No. 2); The bid forms and other details are available on and from 14.03.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1), 18.03.2024 at 1 pm (For Sl. No. 2); The website https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1), https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2).
The Dy. Ch. Eng. (M)/SWM-II, KMC invites e-tender online item rate two bid system for following work :
NIT No. : SWM-II/DIST-IV/29/23-24
Name of work : Supply and delivery of electric cable of Hook loader WB03D-2139 Leyland 1619H-BS-IV under Dist-IV Garage/SWM-II; Estimated Amount : ₹ 1,99,420.00; Earnest Money : ₹ 4,000.00; Period of completion : 7 Days; Last date and time of submission of bid : 25.03.2024 upto 2 pm; The bid forms and other details are available on and from 14.03.2024 (1 pm) from the website https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in
The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/428 (1st Call)
Name of work : Restoration of kerb channels from Gandhi Maindan to Murray Road More (Ambulance Centre) under Br.-XV; Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ 4,95,658.18 (Excl. Contingency Amt.); Earnest Money : ₹ 10,000.00; Period of completion : 30 Days; Last date and time of submission of all bids : 28.03.2024 - 12 Noon; The bid forms and other details are available on and from 16.03.2024 (12 Noon) from the website https://etender.wb.nic.in
1584/23-24

বিনোদন

ফের বিয়ের পিঁড়িতে চলেছেন জীতু কামাল! অভিনেতা আদ্যোপান্ত রসিকতা করেই এই পোস্ট করেছেন

অতীতের সমস্ত ঘটনা ভুলে গিয়ে আবার বিয়ের পিঁড়িতে জীতু কামাল। চলতি মার্চ মাসেই নাকি দ্বিতীয়বার ছাদনাতলায় বসতে চলেছেন ' অভিনেতা। আমন্ত্রণও সারা। জীতুর এই নতুন শুরুতে পরিবারের সকলেও নাকি বেশ খুশি বলে জানা গেল। গত বছর নভেম্বর মাসেই আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে জীতু কামাল এবং নবনীতা দাসের। দুজনার দুটি পথ এখন আলাদা। যে যাঁর জীবনে ব্যস্ত। মাঝেমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় জীবন দর্শনের পোস্ট দিতে দেখা যায় অভিনেতাকে। ওদিকে অভিনেত্রীও 'বিয়ের ফুল' ধারাবাহিক নিয়ে ব্যস্ত। অভিনেতা নাকি ফের ছাদনাতলায় বসতে চলেছেন।জীতু কামাল নিজেই সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করে বিয়ের জল্পনা বাড়িয়েছেন। কী লেখা ওই পোস্টে? আচ্ছা, আপনারা অনেকেই আমাকে অনেকদিন ধরেই এই বিষয়ে

জিজ্ঞেস করছেন। এবার আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুখ খোলার। প্রথমত, আমি নিজের সম্পর্কের কথা লুকোচ্ছি না। আর আমার মনে হয় না এই বিষয়ে কারও নাক গলানোর দরকার আছে। তাছাড়া, আমার সঙ্গীকে সবক্ষেত্রে সুরক্ষিত রাখাটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। হ্যাঁ, আমরা গত সপ্তাহেই আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছি সব বন্ধুদের। আগামী ২৫ মার্চ বিয়ে করছি।অভিনেতা এরপরও বলেন, খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই বিষয়টা ঘটে গেল। তবে আমার পরিবার খুব খুশি। আর আমিও। সত্যিই কি দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন অভিনেতা? পোস্টের শেষেই ফাঁস করলেন জীতু। সেখানে লেখা- আসলে আমার খুব একঘেয়ে লাগছিল, তাই এই পোস্টটা অন্য একজনের থেকে চুরি করে নিলাম। বোঝাই যাচ্ছে যে, অভিনেতা আদ্যোপান্ত রসিকতা করেই এই পোস্ট করেছেন।

উৎসবের ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা চার জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১৩ মার্চ ঃ হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল দ্বারা চার জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি ডিব্রুগড়-গোরখপুর, নিউ জলপাইগুড়ি-গোরখপুর, নিউ জলপাইগুড়ি-আসানসোল ও কাটিহার-রাঁচির মধ্যে চালানো হবে। প্রত্যেকটি ট্রেন ০২টি ভরে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৭৬৪ (নিউ জলপাইগুড়ি-আসানসোল) নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ২২ ও ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, শুক্রবার ২১.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.২৫ ঘণ্টায় আসানসোল পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৬৩ (আসানসোল-নিউ জলপাইগুড়ি) আসানসোল স্টেশন থেকে ২৩ ও ৩০ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, শনিবার ১৩.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০২.৩০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৫৭৬২ (কাটিহার-রাঁচি) কাটিহার স্টেশন থেকে ২১ ও ২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, বৃহস্পতিবার ২২.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪.২৫ ঘণ্টায় রাঁচি পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৬১ (রাঁচি-কাটিহার) রাঁচি স্টেশন থেকে ২২ ও ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, শুক্রবার ২০.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১১.০০ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে।ট্রেন নং. ০৫৯৭৮ (ডিব্রুগড়-গোরখপুর) ডিব্রুগড় স্টেশন থেকে ২১ ও ২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, বৃহস্পতিবার ১৯.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ০৬.২৫ ঘণ্টায় গোরখপুর পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৯৭৭ (গোরখপুর-ডিব্রুগড়) গোরখপুর স্টেশন থেকে ২৬ মার্চ ও ২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ, মঙ্গলবার ১০.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে বৃহস্পতিবার ০১.১০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৫৭৭৮ (নিউ জলপাইগুড়ি-গোরখপুর) নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ২৫ মার্চ ও ০১ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ, সোমবার ১৫.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৬.২৫ ঘণ্টায় গোরখপুর পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৭৭ (গোরখপুর-নিউ জলপাইগুড়ি) গোরখপুর স্টেশন থেকে ২৩ মার্চ ও ৩০ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, শনিবার ১০.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ০৫.০০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

দিল্লির রামলীলা ময়দানে কৃষক সমাবেশ, যানজটের আশঙ্কা রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের আগে মোদী সরকারকে চাপে ফেলতে আসরে নামল সংযুক্ত কিষান মোর্চা। বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে কৃষকদের সমাবেশ। 'কিষাণ মজদুর মহাপঞ্চায়েত' কর্মসূচিকে ঘিরে দিল্লিতে যানজটের আশঙ্কা করছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি জারি করা হয়েছে। তাতে আমজনতাকে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাট এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে সংযুক্ত কিসান মোর্চার সমাবেশ থেকে মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে সরব হবেন কৃষকরা। কৃষক নেতাদের তরফে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। এমএসপি-র আইনি নিশ্চয়তা দিচ্ছেনা। কৃষক নেতারা এও জানিয়েছেন, আন্দোলনের পর কেন্দ্রীয় সরকার তিন কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় কেন্দ্রের তরফে কৃষকদের অন্য দাবিগুলি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি এখনও পূরণ হয়নি। অভিযোগ, সংযুক্ত কিসান মোর্চার সঙ্গে কোনও আলোচনাতেও বসেনি সরকার। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি নিশ্চয়তার দাবি থেকে কৃষি ঋণ মকুব, কৃষক আন্দোলনের সময় ৭৫০ জন মৃত কৃষকের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সিএএ-র বিরোধিতা করে কেজরিওয়াল প্রমাণ করলেন তিনি হিন্দু, শিখদের বড় শত্রু ঃ মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিঃদ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালের সমালোচনা করে মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, সিএএ-র বিরোধিতা করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমাণ করেছেন, তিনি হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন এবং পার্সিদের বড় শত্রু। বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি আরও বলেছেন, সিএএ আইনটি নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য, কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যা ও ঘৃণা ছড়াচ্ছেন। তাঁরা (শরণার্থীরা) আপনার (কেজরিওয়াল) মতো 'রাজ মহল' পাবে না, কিন্তু তারা প্রধানমন্ত্রী আবাস প্রকল্পের অধীনে বাসস্থান পাবে। তাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। উল্লেখ্য, সিএএ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে প্রশ্ন করে কেজরিওয়াল বলেছেন, আমরা যখন নিজেদের মানুষজনকে কর্মসংস্থান দিতে সক্ষম নই, তাহলে পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের কর্মসংস্থান ও বাসস্থান দেব কীভাবে? সিএএ-র কারণে যে অভিবাসন ঘটবে তা বিভাজনের সময় যা হয়েছিল তার চেয়েও অধিক হবে।

বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সাদী মহম্মদ আর নেই

ঢাকা, ১৪ মার্চ ঃ বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সাদী মহম্মদ আর নেই। ১৩ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।বুধবার সন্ধ্যার দিকে তিনি মারা যান বলে চলচ্চিত্র পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিনের ইউসুফ বাচ্চু বাসসকে নিশ্চিত করেছেন।তিনি জানান,সাদী মহম্মদের মরদেহ এখন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে।জানা যায়, দাফনসহ বাকি আনুষ্ঠানিকতার বিষয়ে পরে জানানো হবে। সাদী মহম্মদের বাবা সলিমউল্লাহকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি হত্যা করে। তার বাবার নামে ঢাকার মোহাম্মদপুরে সলিমউল্লাহ রোডের নামকরণ করা হয়েছে। সাদি মহম্মদের ভাই শিবলী মোহাম্মদ দেশের একজন নৃত্যশিল্পী।তিনি স্বেচ্ছা মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন বলে তার ভাই নৃত্যশিল্পী শিবলী মহম্মদ জানিয়েছেন।গত বছরের৮জুলাই তার মা শহীদ জায়া জেবুন্নেছা সলিমউল্লাহ (৯৬)বার্ধক্যজনিত রোগে মারা

যান।মা মারা যাওয়ার পর থেকেই তিনি একটা ট্রমার মধ্যে চলে যান। তিনি মানসিকভাবে ঠিক স্বাভাবিক ছিলেন না। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, শিক্ষকওসুরকার সাদী মহম্মদ রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকওস্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একজন কিংবদন্তি শিল্পীও সুরকার। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তার মূল পরিচিতি গড়ে উঠলেও আধুনিক গানেও তিনি সমান জনপ্রিয়। অসংখ্য রবীন্দ্র সংগীতের অ্যালবাম প্রকাশ হয়েছে তার কন্টে।সঙ্গে আধুনিক গানও।২০০৭সালে 'আমাকে খুঁজে পাবে ভোরের শিশিরে,অ্যালবামের মাধ্যমে তিনি সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ২০০৯ সালে তার 'শ্রাবণ আকাশে' ও২০১২ সালে তার 'সার্থক জনম আমার অ্যালবাম প্রকাশিত হয়।এছাড়াও তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠন রবিরাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।২০১২সালে তাকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে বেসরকারী স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আই।২০১৫ সালে সাদী মহম্মদ বাংলা একাডেমীর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন সুধা মূর্তি

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ঃ সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখিকা সুধা মূর্তি। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখ।রে উপস্থিতিতে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেছেন সুধা মূর্তি। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, ইনফোসিসের কর্ণধার নারায়ণ মূর্তি-সহ আরও অনেকেই। শিক্ষাবিদ ও লেখিকা সুধা মূর্তিকে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনীত করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। নারী দিবসে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সুধা মূর্তিকে অভিবাদন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৯৫০ সালে ১৯ আগস্ট কর্নাটকে জন্মগ্রহণ করেন সুধা। নারায়ণ মূর্তির স্ত্রী তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ' ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লোকোমোটিভ কোম্পানি'তে। বেঙ্গালুরুর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসাবেও কাজ করেছেন সুধা। কন্নড়, মারাঠি, ইংরেজি-সহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর ৪০টির বেশিও বই আছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে একাধিক কলাম লিখেছেন তিনি।

১০০ দিনের কাজে টাকা,বিজেপিকে মুখোমুখি বসতে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে সরব অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্পে কত টাকা দিয়েছে রাজ্য, তাঁর মুখোমুখি বসে হিসাব দেওয়ার চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের।এই নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে শ্বেতপত্র প্রকাশের চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছেন অভিষেক। তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছেন, কেন্দ্র যে টাকা দেয়নি, তা প্রমাণ করতে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে মুখোমুখি বসে তর্ক করতেও রাজি তিনি।বুধবার থেকে লোকসভার ৪২ জন প্রার্থীকে নিয়ে নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রচার শুরু করছে তৃণমূল। যার পোশাকি নাম 'অধিকার যাত্রা'। তৃণমূলের সেই কর্মসূচি শুরু হওয়ার পরে পরেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অভিষেক। বৃহস্পতিবার এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে অভিষেক লিখেছেন, 'মিথ্যাচার করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জনগণের টাকা নষ্ট করছে। আমি বিজেপি নেতৃত্বকে আমার সঙ্গে মুখোমুখি তর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। ২০২১ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে আবাস যোজনা এবং ১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্পগুলিতে ১ পয়সাও বরাদ্দ করেনি কেন্দ্র। আমি যে ভুল তা প্রমাণ করার জন্য বিজেপিকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।''তৃণমূলের 'জনগর্জন সভা থেকেও কাগজ দেখিয়ে তিনি দাবি করেছিলেন, বেশ কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ করছে না কেন্দ্র এবং তা শুরু হয়েছে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হারের পর থেকে।সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে এসে তিনি দাবি করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারকে আবাস প্রকল্পের টাকা দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু সে টাকা নিয়ে 'দুর্নীতি হয়েছে। এর পরেই ১০ মার্চ ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে আবাস প্রকল্পে মোদীর দাবি খণ্ডন করে চিঠি দেখিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, '২০২২-২৩ এবং ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে আবাসের একটি টাকাও দেয়নি কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীকে বলব, শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন।'' অভিষেক আরও বলেছিলেন, 'কত টাকা ১০০ দিনের কাজে দিয়েছেন, কত টাকা আবাসে দিয়েছেন, তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে যদি না-ও পারেন, বিজেপির যে কোনও নেতা, কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও অফিসারকে কলকাতায় পাঠাবেন। চ্যানেল, সঞ্চালক, সময় আপনি ঠিক করুন। দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে।''

বিহারে কাকা-ভাইপোর লড়াইয়ে ভাইপোর পাশে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিহারে কাকা ভাইপোর লড়াইয়ে ভাইপোর পাশে বিজেপি। গেরুয়া শিবির চিরাগ পাসওয়ানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আসনরফা চূড়ান্ত করে ফেলল। চিরাগের কাকা পশুপতি পরসের হাতে সেভাবে আর কিছু রইল না। যদিও এই প্রসঙ্গে বিজেপির দাবি কাকা-ভাইপোর লড়াই তাঁরা মিটিয়ে ফেলেছে। ২০২১-এর মাঝামাঝি সময়ে কাকা ভাইপোর লড়াইটা শুরু হয়েছিল। লোকজনশক্তি পার্টি রামবিলাস পাসওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে ঝামেলায় দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে ছিলেন রামবিলাসের ভাই পশুপতি পারস, আরেকদিকে রামবিলাসের ছেলে চিরাগ পাসওয়ান। পশুপতি পারসের সঙ্গে ছিলেন দলের ৬ সাংসদের পাঁচ জনই। আর চিরাগ ছিলেন একা। সেসময় বিজেপি পশুপতির পাশে দাঁড়ায়।কিন্তু লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ দোরগোড়ায় আসতেই সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে বিজেপি। সাংসদরা পশুপতির সঙ্গে থাকলেও জনগণ চিরাগের পাশেই। সেই কারণেই লোকসভার লড়াইয়ে চিরাগকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সঙ্গেই আসনরফা সারল গেরুয়া শিবির। বুধবার জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকের পর আসন সমঝোতার কথা ঘোষণা করেছে গেরুয়া শিবির। রফা অনুযায়ী, চিরাগের দল এলজেপি (রামবিলাস)-কে ছাড়া হচ্ছে পাঁচটি আসন। তাঁর কাকা তথা রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টির নেতা পশুপতিকুমার পারসের জন্য কোনও লোকসভা আসন ছাড়া হচ্ছে না।তাঁকে কার্যত রাজ্য রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। সূত্রের দাবি, জামুয়ের বিদায়ী সাংসদ চিরাগ এবার পশুপতির আসন হাজিপুরে লড়বেন। আর পশুপতিকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসাবে রাজ্যপাল হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বিজেপি।

কুমারঘাটে বিদ্যুস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হয়েছেন নির্মাণ শ্রমিক

কুমারঘাট, ১৪ মার্চ ঃ দ্বিতল ভবনের নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতর আহত এক শ্রমিক। ঘটনা বৃহস্পতিবার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট শহরের নেতাজী চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে কুমারঘাট শহরের নেতাজী চৌমুহনী সংলগ্ন আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কের পেছনে একটি দ্বীতল ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। ভবনের নির্মাণ কাজ করার সময় স্বরূপ রায় নামের আঠেরো বছর বয়সী এক শ্রমিক অসাবধানতাবশত দ্বীতল ভবনের গা ঘেষে যাওয়া বিদ্যুৎ পরিবাহি তারের সংস্পর্শে চলে যায়।

গৃহবধূকে কুপিয়ে খুন

কদমতলা, ১৪ মার্চ ঃ দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে এক গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। গৃহবধূর চিকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে গুরুতর আহত অবস্থায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে ওই গৃহবধূর চিকিসা চলছে জেলা হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধিন গোবিন্দপুর গ্রামের ২ নং ওয়ার্ডে। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, ঘটনার সময় বাড়িতে দুই সন্তান সহ গৃহবধূ সংগীতা সরকার (৩২) একা ছিলেন।

Name Change

I, ATREYI BANDYOPADHYAY AND ATREYI BANERJEE (OLD NAMES), WIFE OF KAUSHIK BANDYOPADHYAY, RESIDING AT 17C2,PEAK TOWER, HILAND PARK,1925 CHAKGARIA,PO-PANCHASAYAR,PS-SURVEY PARK, KOLKATA-700094, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATREYI CHAKRABARTI BANERJEE (NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024.THAT ATREYI BANDYOPADHYAY AND ATREYI BANERJEE ALSO ATREYI CHAKRABARTI BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Saha Alam S/o Shaikh Janu R/o 29/C, Hossain Shah Road, Khiddirpore, P.S.- Ekbalpore, Dist.- Kolkata, Pin-700023 shall henceforth be known as Sk Shah Alam. I declare that Sk Shah Alam and Saha Alam is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-03-2024.

পূর্ব রেলওয়ের পরিচ্ছন্ন রেল ও স্টেশন চত্বর

কলকাতা, ১৪ মার্চ ঃ পরিচ্ছন্নতা একটি সুন্দর পরিবেশের মূল চাবিকাঠি। পূর্ব রেলওয়ে সর্বদাই রেলস্টেশন ও রেলওয়ে ট্র্যাক পরিষ্কার রাখার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়। পরিচ্ছন্ন রেল নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।অনেক মানুষ ট্রেন ভ্রমণ পছন্দ করলেও ট্রেন ও স্টেশনের নোংরা পরিবেশ নিয়ে তাদের বারবার অভিযোগ উঠে আসে। ট্রেনের ভেতরে ও প্ল্যাটফর্মে প্রায়শই ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই নোংরা পরিবেশের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাত্রীরা নিজেরাই দায়ী। অনেক যাত্রী ট্রেনে বা স্টেশনে খাওয়া-দাওয়া করে খাবারের প্যাকেট ও র‍্যাপারগুলো ফেলে রেখে যান। এই অসচেতনতা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে।রেল যাত্রা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক মানুষ দীর্ঘ যাত্রার জন্য ট্রেনকেই বেছে নেন। কিন্তু, রেলের কামরা নোংরা করার প্রবণতা আমাদের এই যাত্রাকে বিরক্তিকর করে তোলে। অনেক যাত্রী ট্রেনের ভেতরে খাবার খান এবং খাবারের প্যাকেট, র‍্যাপার, টিস্যু, জলের বোতল ইত্যাদি ফেলে রেখে যান। অপরিচ্ছন্ন রেলের কামরা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। এটি রেলের পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ সঙ্গে বিরক্তিকর ও অস্বস্তিকর। যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বারবার অনুরোধ করা হয় যে, সকলেই যেন তাদের আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলে। স্টেশন পরিষ্কার রাখা প্রতিটি যাত্রীর দায়িত্ব। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ট্রেন ও স্টেশনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য নানা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। যেমনঃ বায়ো-টয়লেট, অটোমেটেড ট্র্যাক ক্লিনিং মেশিন ইত্যাদি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আমাদের সকলের জন্যই স্বাস্থ্যকর ও উপভোগ্য। ট্রেন ও স্টেশন পরিষ্কার রাখার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি যাত্রীদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই পরিচ্ছন্ন রেল নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব।

Name Change

I, Pinki Saha (old name) W/O Tapan Saha, Presently residing at Sodpur Railway Park, Sodpur, Kharda, North 24 Pgs, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pinki Rani Saha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/03/2024. Pinki Rani Saha (new name) and Pinki Saha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Nasiruddin Kamal & Sk Nasiruddin Kamal (old name) S/O Kamal Uddin, residing at 45/1/1A, Bright Street, P.S.- Karaya, Kolkata- 700017, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sheikh Nasiruddin Kamal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/03/2024. Sheikh Nasiruddin Kamal (new name) and Nasiruddin Kamal & Sk Nasiruddin Kamal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Prabha Devi Jain Sethi (old name) W/O Nagarmal Sethi, residing at 7 Anukul Mukherjee Road, P.O.- Beadon Street, P.S.- Jorabagan, Kolkata-700006 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prabha Devi Jain (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 14/03/2024. Prabha Devi Jain (new name) and Prabha Devi Jain Sethi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Priyanka Jain (old name) W/O Atul Sethi, residing at 7 Anukul Mukherjee Road, P.O.- Beadon Street, P.S.- Jorabagan, Kolkata-700006 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Priyanka Sethi (new name) vide an affidavit sworn before the Metropolitan Magistrate at Kolkata on 12/03/2024. Priyanka Sethi (new name) and Priyanka Jain(old name) both are same identical person.

Name Change

I, Nagar Malji Jain Sethi(old name) S/O Late SagarMal Sethi, residing at 7 Anukul Mukherjee Road, P.O.- Beadon Street, P.S.- Jorabagan, Kolkata- 700006 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nagarmal Sethi(new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 14/03/2024. Nagarmal Sethi (new name) and Nagar Malji Jain Sethi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sunita Shaha (old name) D/O Late Subimal Chandra Nag, residing at Maurya Centre, Flat -5G, 48 Gariahat Road, Kolkata- 700019, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sunita Nag (new name) vide an affidavit sworn before the Metropolitan Magistrate at Kolkata on 12/03/2024. Sunita Nag (new name) and Sunita Shaha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Supriya Chattopadhyay (old name) S/O Susanta Kumar Chattopadhyay, residing at 51, Ramkrishna Bye Lane, P.O.- Chatra, Dist- Hooghly, Pin-712204, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Supriya Chatterjee (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 14/03/2024. Supriya Chatterjee (new name) and Supriya Chattopadhyay (old name) both are same identical person.

Name Change

I BURHANUDDIN, S/O EMRAN MULLA HAKIMUDDIN, R/O P/294/1, DARGA ROAD, PS BENIAPUKUR, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BURHANUDDIN ALIRAJPURWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024, THAT BURHANUDDIN AND BURHANUDDIN ALIRAJPURWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Badli Biswas (Old name) D/O Late Vupal Sarkar, W/O Late Jagannath Biswas, Residing at Hariharpur, P.O. & P.S.- Bagdah, Bongaon, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743232, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Badali Biswas (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/03/2024. Badali Biswas (New name) and Badli Biswas (Old name) both are same identical person.

Name Change

I SAAD AHSAN SAYADEE, S/O FAROQUE AHSUN SAYADEE, R/O 306, P MAJUMDAR ROAD, 4B, AMBIKA APARTMENT, HALTU, KASBA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAAD AHSUN SAYADEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2024, THAT SAAD AHSAN SAYADEE AND SAAD AHSUN SAYADEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANTI BASU,WIFE OF BIBHAS CHANDRA BASU, RESIDING AT 4/22, CHANDITALA LANE, REGENT-PARK, KOLKATA-700040, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANTI BASU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024.THAT SANTI BASU AND SHANTI BASU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I LUBENA EMRAN FORWARD & LUBENA FORWARD, D/O LATE SAJJAD HUSSAIN ZAKI, R/O P/294/1, DARGA ROAD, PS BENIAPUKUR, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LUBENA EMRAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024, THAT LUBENA EMRAN FORWARD AND LUBENA FORWARD AND LUBENA EMRAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOUMITA MUKHERJEE , W/O PALLAB GHOSAL, R/O 932A/10/8/1, JESSORE ROAD, SOUTH DUMDUM, PS LAKE TOWN, BIDHANNAGAR -700089, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUMITA GHOSAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024, THAT MOUMITA GHOSAL AND MOUMITA MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ARUN DAS, S/O LATE BIMAL DAS, R/O 106 A, SARAT GHOSH GARDEN ROAD, DHAKURAI, KOLKATA,PIN-700031, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024, THAT ARUN DAS AND ARUN KUMAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD ALI MONDAL, S/O LATE ABDUL MAJID MONDAL,R/O DAKSHIN NAYABAJ BANKRA NO 2, PS DOMJUR, HOWRAH -711112, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHAMAD ALI MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024, THAT MAHAMAD ALI MANDAL AND MOHAMMAD ALI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANANYA DAS, W/O ARUN DAS, R/O VILL+PO TILKHOJA, PS MOYNA, DIST EAST MEDINIPUR, PIN-721629, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANANYA MANNA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024, THAT ANANYA DAS AND ANANYA MANNA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Susri Chattopadhyay (old name) W/O Supriya Chatterjee, residing at 51, Ramkrishna Bye Lane, P.O.- Chatra, Dist- Hooghly, Pin- 712204, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Susri Chatterjee (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 14/03/2024. Susri Chatterjee (new name) and Susri Chattopadhyay (old name) both are same identical person.

Name Change

I PRADEEP SAHA,SON OF LATE NAKUL CHANDRA SAHA, RESIDING AT Q 31,KAMDAHARI PURBA PARA,PS-BANSDRONI,GARIA, KOLKATA -700084,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT KOLKATA ON 05/03/2024.THAT PRADEEP SAHA AND PRADIP SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Nurjahan Bibi (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Khatib Sahaji স্বামী Abdul Khalek ঠিকানা Korachanddigarh, Panihara, Madhyamgram (M), Madhyamgram Bazar North 24 Parganas, W.B.- 700130, India Ld. বারাসাত, জেলায় ১ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, উত্তর ২৪ পরগনা Dated 27-02-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nurjahan Bibi Khatun (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nurjahan Bibi Khatun (নতুন নাম) ও Nurjahan Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Anzira Khatoon W/o Mr. Mahabubal Haque R/o 63, Karaya Road, P.O.- Ballygunge, P.S.- Karaya, Kolkata-700019 that my actual name is Anzira Khatoon and my correct Date of Birth is 1st February, 1967 as per my Admit Card and Aadhar Card but in my husband P.P.O my name has been written as Anzira and my Date of Birth written as 02-02-1969. I declare that Anzira Khatoon and Anzira is same an one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore on 01-03-2024.

Name Change

I, Anita Ghosh W/o Bapi Ghosh R/o Panchanantala, Panihati, P.O.- Nataghar, P.S.- Ghola, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-700113 shall henceforth be known as Anita Ghosh Sarkar. I declare that Anita Ghosh Sarkar and Anita Ghosh is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-03-2024.

Name Change

I, Bapi Ghosh S/o Kanailal Ghosh R/o Panchanantala, Panihati, P.O.- Nataghar, P.S.- Ghola, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-700113 that my minor son who previously known as Dipayan Ghosh shall henceforth be known as Dipayon Ghosh. I declare that my minor son Dipayon Ghosh and Dipayan Ghosh is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-03-2024.

Name Change

I, Sekh Fakira S/o Sk Nesar R/o Vill-Gangpura, P.O.- Sagareswar, P.S.- Ramnagar, Dist.- Purba Medinipur, Pin-721446 shall henceforth be known as Sk Fakira. I declare that Sk Fakira and Sekh Fakira is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-03-2024.

Name Change

I FAROQUE AHSAN SAYADEE, S/O FAZAL HUSSAIN SAYED, R/O 306, P MAJUMDAR ROAD, 4B, AMBIKA APARTMENT, HALTU, KASBA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAROQUE AHSUN SAYADEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2024, THAT FAROQUE AHSAN SAYADEE AND FAROQUE AHSUN SAYADEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CHARANPAL KAUR SARAN,D/O NACHATAR SINGH, RESIDING AT 17, BEDIA DANGA 1ST LANE, PO-KASBA ,PS- KASBA, KOLKATA-700039,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHARANPAL KAUR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024.THAT CHARANPAL KAUR SARAN AND CHARANPAL KAUR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SITA DEVI SHARMA, DAUGHTER OF CHURAMANI SHARMA,WIFE OF SIBU KUMAR UPADHAYA, RESIDING AT DARJEELING TARAI APARTMENT DR NANDALAL THAPA RATH SALBARI HAT DARJEELING-734009,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SITA UPADHAYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024.THAT SITA DEVI SHARMA AND SITA UPADHAYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PURUSOTTAM KUMAR TIBREWAL,SON OF BAJRANG LAL TIBREWAL, RESIDING AT UDVITA ,BLOCK-A,6TH FLOOR,FLAT NO-A0601,20 CANEL EAST ROAD,ULTADANGA MAIN ROAD, KOLKATA -700067, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PURUSOTTAM TIBREWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/03/2024.THAT PURUSOTTAM KUMAR TIBREWAL AND PURUSOTTAM TIBREWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON .

বর্ধমান পূর্ব লোকসভার নবাগতা প্রার্থীকে নিয়ে আসন্ন লোকসভায় ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ মার্চ ঃ ২২ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভায় যোগ দিতে কাটোয়ায় আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে তারই প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হল বৃহস্পতিবার। এই সাংগঠিক সভা থেকেই সমস্ত রকম বিভেদ ও ইগোর লড়াই ছেড়ে দিয়ে দলবদ্ধভাবে লোকসভায় লড়াইয়ের ডাক দিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বগন। এদিন বর্ধমানের টাউন হল ময়দানে আয়োজিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমানের জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি রাসবিহারী হালদার, জেলা ছাত্র সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, শহর সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়, বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, খন্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ সহ অন্যান্য বিধায়কগন, বিভিন্ন ব্লকের সভাপতি, যুব সভাপতি, ছাত্র সভাপতি সহ তৃণমূলের অন্যান্য শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এদিন অভিষেকের জনসভার প্রস্তুতি সভার পাশাপাশি বর্ধমান পূর্ব লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজনীতিতে নবাগতা ডাঃ শর্মিলা সরকারের সাথে দলীয় নেতা কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন ২ টি কারনে তাদের সাংগঠনিক সভার আহ্বান করা হয়েছে যার মধ্যে কাটোয়াতে ২২ মার্চ তাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আসছেন, তাই কর্মীদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আর আগে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি আজাদের সাথে যেমন দলীয় কর্মীদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক একই ভাবে এদিনও বর্ধমান পূর্ব লোকসভার প্রার্থীর সাথে দলের কর্মীদের পরিচয় করে দেওয়া হয়। মন্ত্রী তথা বিধায়ক স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, তাদের দলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তৃণমূল প্রার্থীদের নিয়ে দ্রুত নিজ নিজ এলাকায় প্রচার শুরু করার পাশাপাশি জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার জানান, তিনি মানুষের মানসিক রোগের চিকিৎসা করতেন করতেন, তার পরিধি অনেক সীমিত ছিল। এবার রাজনীতির মত বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে তিনি অনেক মানুষের জন্য কাজ করতে চান। তার দৃঢ় বিশ্বাস জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বের নির্দেশিত পথে চলে এবং তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের প্রচেষ্টায় ও ভালবাসায় তিনি তার সংসদীয় এলাকার মানুষের মন জয় করতে পারবেন।

জঙ্গলমহলে জোর প্রচারে বিজেপি, উপস্থিত ত্রিপুরার ক্রীড়া সমাজকল্যাণ শিক্ষা ও শ্রম মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৪ মার্চ ঃ বেজে গেছে লোকসভা নির্বাচনের দামামা। বাংলায় ভোট প্রচারে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রীড়া সমাজকল্যাণ শিক্ষা ও শ্রম মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো, রাজ্য নেতৃত্ব সোনালি মুর্মু, উমেশ রায়। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের দিনভর নানান কর্মসূচি। প্রথমেই ঝাড়গ্রামের গুপ্ত মনিতে পুজো, তার পরেই শিমলি গ্রামে উপভক্তদের সাথে জনসংযোগ, শিমুল ডাঙ্গা গ্রামে জনগোষ্ঠীর মিলন, চুবকা গ্রামে কৃষকদের সাথে ভজোন এবং শেষমেষ ঝাড়গ্রামে জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক। এর পাশপাশি ঝাড়গ্রাম সংগঠনিক জেলার গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এর অন্তর্গত সিমলি গ্রামে লাভার্থী সম্পর্ক অভিযান ও মাতৃ শক্তিদের সঙ্গে বার্তালাপ করেন ত্রিপুরা সরকারের যুব শিক্ষা ক্রিয়া ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সম্মানীয় টিংকু রায়। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, জঙ্গলমহলে মানুষের ব্যাপক সাড়া মিলছে। ভোট নিয়ে উদ্দীপনা আছে। এই আসনে জয় লাভের জন্য আশাবাদী।

স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ দন্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধনে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ মার্চ ঃ দুয়ারে সরকার, দুয়ারে রেশনের পর এবার চালু হল দুয়ারে দন্ত চিকিৎসা পরিষেবা। প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষের কথা চিন্তা করে একটি ভ্রাম্যমান দন্ত চিকিৎসাকেন্দ্র বা মোবাইল দন্ত

চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে দক্ষিনবঙ্গ সহ রাজ্যের তিনটি জেলাতে এই মোবাইল দন্ত চিকিৎসা পরিষেবা এ্যম্বুলেন্স চালু করা হয়। বৃহস্পতিবার বর্ধমান দন্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এই ভ্রাম্যমান দন্ত চিকিৎসা এ্যম্বুলেন্স পরিষেবাটির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মন্ত্রী ছাড়াও এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল জাহান রায়, শুভজিত সাহা সহ বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের সকল ছাত্র- ছাত্রী চিকিৎসকবৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যেগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি দুটি ভ্রাম্যমাণ অত্যাধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত দন্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এই দুটির মধ্যে একটি হলো বর্ধমান ডেন্টাল কলেজ এবং অপরটি উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজের জন্য। জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোতে পরিষেবা প্রদানকারবে এই ভ্রাম্যমান দন্ত চিকিৎসা অ্যাম্বুলেন্সটি। লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। বর্ধমান দন্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ৩ হাজারের উপর রোগীর দাঁতের চিকিৎসা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষরা এই হাসপাতালে আসতে পারে না বা প্রতিদিনের কাজকর্ম সেরে বর্ধমানে আসতে পারেন না। সেই কারণেই তাদের সুবিধার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এই পরিষেবা চালু করেন বলে এদিন জানিয়েছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

দুয়ারে সরকার শিবির সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন ডেপুটি মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ মার্চ ঃ এদিন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এছাড়া শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় একদিনের দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এদিন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলিতে দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলিতে সকাল থেকেই চলে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। সকাল ১০ টা থেকে এই ক্যাম্প শুরু হয় চলে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত। এদিন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ডেপুটি মেয়রের ওয়ার্ডে ও দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হলো। উদয়ন সমিতিতে দুয়ারে সরকারের বিশেষ একদিনের শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যাবতীয় বিষয় সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে বড় ইঙ্গিত হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন হতে পারে! বৃহস্পতিবার এসএসসি দুর্নীতি মামলার শুনানিতে এমনই ইঙ্গিত দিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ এমনটাই। ফলত, আগামী দিনে নতুন করে প্যানেল প্রকাশ করা হতে পারে। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ পুনর্মূল্যায়নের ইঙ্গিত দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার ডিভিশন বেঞ্চ স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে এই ব্যাপারে জানতে চায়। কমিশন জানিয়েছে, তাঁদের কাছে ওএমআর শিট নেই। তবে সিবিআই-এর জমা দেওয়া ওএমআর শিট এবং ইন্টারভিউয়ের নম্বরের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে সিবিআই-এর তথ্যের ওপর কমিশন ভরসা রাখছে কিনা তাও জানতে চায় আদালত। সে ব্যাপারে অবশ্য স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারেনি কমিশন। কমিশন এই ব্যাপারে হাইকোর্টকে জানিয়েছে, সিবিআই তাঁদের দফতর থেকে ওএমআর শিট বাজেয়াপ্ত করেনি। আদালতের নির্দেশে সেগুলি তাঁদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাই সেই তথ্য নিয়ে তাঁরা স্পষ্টত কিছু বলতে পারবে না। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ অবশ্য এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের বক্তব্য, এসএসসি নিজে যদি ওই ওএমআর শিট নিয়ে নিশ্চিত না হতে পারে, তবে আদালত কেমন করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে? শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। বুধবারই এসএসসি মামলায় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ হয়ে গেলে হয় গোটা নিয়োগ বাতিল করে দেওয়া হবে। নয়তো, নিয়োগের অংশবিশেষ বাতিল করা হবে। বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকদের আইনজীবী স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কমিশনের কারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তা প্রকাশ্যে আসা দরকার। কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন আছে। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি বসাক বলেন, কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া উচিত।

ময়ূরেশ্বরে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ মার্চ ঃ বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বরে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ। বৃহস্পতিবার সকাল ন'টা নাগাদ ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত কলেশ্বর শ্মশান কালীতলা লাগোয়া কাতার পার থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ ও প্রশাসনকে, আর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে এই ব্যক্তির কিভাবেই বা মৃত্যু হল সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ, পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃতের নাম শ্রীমন্ত মাল, বাড়ি কলেশ্বর গ্রামে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, মৃতদেহটি উল্টো করে পুকুরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরনে কোনো জামা ছিল না। গায়ে কাদা লেগে ছিল।

বেপরোয়া লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত দুই, চালককে গণপিটুনি উত্তেজিত জনতার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ মার্চ ঃ বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলা- সহ দু'জনের। ঘটনায় আহত আরও এক মহিলা। বৃহস্পতিবার শালতোড়া থেকে মধুকুণ্ডা যাওয়ার রাস্তায় দুর্ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার জহরবোনা গ্রামের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদের নাম তপন মণ্ডল (৫৫) ও আগমনী তন্তুবায় (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জহরবোনা গ্রামের অদূরে শালতোড়া- মধুকুণ্ডা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে তপনের সঙ্গে কথা বলছিলেন আগমনী এবং তাঁর শাশুড়ি। তপন বাইকে ছিলেন। আচমকাই শালতোড়ার দিক থেকে মধুকুণ্ডাগামী সিমেন্ট বহনকারী একটি ফাঁকা লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩ জনকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তপনের। স্থানীয়রা ছুটে এসে গুরুতর আহত আগমনী ও তাঁর শাশুড়িকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান। সেখানে আগমনীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘাতক লরির চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে চালককে মারধর করে উত্তেজিত জনতা। মারের চোটে চালক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে শালতোড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। অবিলম্বে ওই রাস্তায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে রাস্তার উপর গাছের শুকনো ডাল ফেলে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, যানবাহনের বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা মজুত থাকলে আজ এভাবে দু'জনকে প্রাণ হারাতে হত না! মৃত তপনের আত্মীয় জয়দেব গরাই বলেন, ''এই দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে এবং যিনি আহত হয়েছেন, সকলেই দরিদ্র পরিবারের। পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি, এই এলাকায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশ-প্রশাসনকে।'' অবরোধকারী সুচরিতা তন্তুবায় বলেন, ''এই রাস্তা দিয়ে সারা দিন শতাধিক লরি চলাচল করে। বেশির ভাগ লরিচালকই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালান। ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এই ব্যাপারে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে।'' বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি বলেন, ''লরি চালানোর সময় চালকের ঝিমুনি চলে এসেছিল। তার জেরেই লরির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। তারপরেই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার পর লরির চালককে মারধর করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত একজন ও মারধরে আহত লরিচালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।''

একযোগে স্কুলে আসেননি ১২ জন শিক্ষক, রিপোর্ট তলব বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৪ মার্চ ঃ স্কুলে সারপ্রাইজ ভিজিট বিচারপতির। প্রচুর শিক্ষক অনুপস্থিত দেখে রিপোর্ট তলব। চাঞ্চল্য জেলার শিক্ষা মহলের অঃদরে। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগু।সার্কিট বেঞ্চে মামলা শুনতে অন্যান্য বিচারপতিদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজি বসু। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই তাঁকে জলপাইগুড়ির শতাব্দী প্রাচীন ফণীন্দ্র দেব আচমকা পরিদর্শনে যেতে দেখা যায়। খোদ বিচারপতি স্কুলে যাচ্ছেন, এই খবর সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় জলপাইগুড়ি শহরে। বিদ্যালয়ে কেমন পঠনপাঠন চলছে সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। স্কুলের পরিকাঠামো কেমন রয়েছে সে বিষয়েও খোঁজ নেন। বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গেও কথা বলেন। এদিকে তিনি যখন ঘুরে দেখছেন স্কুল, তখনই দেখা যায় স্কুলের নর্দমায় মিড ডে মিলের ভাত পরে রয়েছে। সেই সময় ওই জায়গায় ছিলেন ডি আই (সেকেন্ডারি) বালিকা গোলে। তার কাছে বিষয়টি জানতে চান বিচারপতি। এখানেই না থেমে তিনি প্রধান শিক্ষকের ঘর থেকে স্কুলের রেজিস্ট্রার খাতাও আনতে বলেন। এতেই কার্যত ভ্যাবাচেকা খায় স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। খাতা আসতেই দেখা যায় স্কুলের মোট ৪৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ১২ জন আসেননি। একইসঙ্গে কী করে এতজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকতে পারেন, সেই প্রশ্ন ওঠে। উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতি। রিপোর্টও তলব করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিচারপতি বিশ্বজি বসু বলেন, আগে স্কুলগুলিতে সারপ্রাইজ ভিজিট হত। এখন হয় না। মূলত এই কারনেই স্কুল পরিদর্শনে আসা। পড়ুয়ার সংখ্যা দেখে খুব ভাল লাগল। কিন্তু স্কুলের পরিকাঠামোতে খামতি রয়েছে। আজ প্রচুর শিক্ষক অনুপস্থিত দেখলাম। রিপোর্ট করতে বললাম। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বিমান বোস বলছেন, ডি আই ম্যাডামের সঙ্গে আমাদের স্কুলে বিচারপতি বিশ্বজি বসু এসেছিলেন। তবে ওনার আসার খবর আমার কাছে ছিল না। উনি আমাদের স্কুল পরিদর্শন করলেন। আমাদের স্কুলে প্রায় ২০০০ পড়ুয়া রয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে শিক্ষক কম। আমরা এই বিষয়টি ওনাকে জানিয়েছি। উনি স্কুলের রেজিস্ট্রার দেখলেন। আমাদের স্কুলে আজ ১২ জন শিক্ষক অনুপস্থিত ছিল। কয়েকজন ছুটিতে আছেন। কয়েকজন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক খাতা আনার জন্য অন ডিউটি রয়েছেন। দুজনের মা মারা গিয়েছে। পরিদর্শন প্রসঙ্গে জেলা স্কুল পরিদর্শক (ডি আই) বালিকা গোলে বলেন, আজ স্কুলে আজ ১২ জন শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলো। উনি রিপোর্ট দিতে বলেছেন। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই রিপোর্ট সার্কিট বেঞ্চে উনার এজলাসে পেশ করব। স্কুলের পরিকাঠামো খামতি নিয়ে বলেছেন। আমরা নিশ্চয়ই সেগুলি নিয়ে ব্যবস্থা নেব।

খুন শ্রমিক, দেহ আনতে চাঁদা তুলছে পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ মার্চ ঃ হরিয়ানার চক্করপুরে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে মালদার চাঁচল ১ ব্লকের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশমতপুরের এক শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার সকালে একটি গাছে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় প্রতিবেশীরা। গলায় ফাঁস লাগানো থাকলেও মাটির স্পর্শে ছিল পা। খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছে পরিবার। জানা গেছে, মৃতের নাম মঞ্জুর আলম (৩২) স্ত্রী সহ তিন নাবালক সন্তানকে নিয়ে একমাস আগে সেখানে পাড়ি দেয়। মঞ্জুর নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছিলেন। তার স্ত্রী পরিচারিকার কাজ জুটিয়ে ছিলেন। চাঁদা তুলে সেই টাকা দিয়ে দেহ আনার ব্যবস্থা করছে গ্রামবাসী। ছেলেকে শেষ দেখার অপেক্ষায় রয়েছে বৃদ্ধ বা ও মা।

দেরিতে ময়নাতদন্তে পাঠানোর অভিযোগে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ মার্চ ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত মহিলার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পাঠাতে পুলিশের দেরীর অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো মৃতের পরিবারের সদস্য সহ স্থানীয়রা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত রবিবার জয়নগর থানার দুর্গাপুর এলাকায় একটি পথ দুর্ঘটনায় রেহানা সেখ নামে এক মহিলা গুরুতর আহত হন। স্থানীয় পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করার পরে বৃহস্পতিবার সকালে ঐ মহিলার মৃত্যু ঘটে। এদিকে পুরো ঘটনার পরে জয়নগর থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর কাজ শুরু করে। কিন্তু সেই কাজ দেরীর অভিযোগে জয়নগর থানায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতার বাড়ির লোকজন। মৃতার বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু ঢিবিরহাট এলাকায়। রমজান মাস শুরু হয়েছে। তাই ময়নাতদন্তের পাঠাতে দেরী হওয়া মানতে না পেরে তাঁরা এদিন ঢিবির হাটমোড়ে কুলপি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হন। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ তোলেন।

ঘটকালি করে বিয়ে দিয়ে মেয়েদের পাচারের অভিযোগে মগরা থেকে ধৃত মহিলা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ মার্চ ঃ অভাবের সংসারে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে পরিবারের। কোনও মেয়ের আবার নানা কারণে বিয়ে হচ্ছে না। খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে যেতেন মগরা থানার বাঁশবেড়িয়া ইসলামপাড়ার বাসিন্দা জইতুন বিবি। বাড়িয়ে দিতেন সাহায্যের হাত। তাঁর ঘটকালিতেই শেষে কন্যা দায় থেকে মুক্ত হতেন হতদরিদ্র বাবারা। উল্টে হাতে আসত কিছু টাকা। সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকার প্রচুর মেয়ের বিয়ের জন্য এভাবেই ঘটকালি করে আসছিলেন জইতুন। তাঁর গতিবিধিতে কারও কোনও সন্দেহও হয়নি। উল্টে মেয়ের বিয়ে না হলে অনেক গরিব বাবাই ছুটে যেতেন জইতুনের কাছে। কিন্তু, দেখা যায় সাম্প্রতিককালে যত মেয়ের বিয়ে হয়েছে তাঁর হাত ধরে তাঁদের সবাই বিয়ের পর চলে গিয়েছেন কাশ্মীরে। এরইমধ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের ব।গাম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। তারই তদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বড়গামের সেন্টার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সখি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের খোঁজে জানা যায় নারী পাচারের কথা। তদন্তে নামে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। পাঁচজনকে গ্রেফতারও করে। পাচার হওয়া এক মহিলার গোপন জবানবন্দিও নেওয়া হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জইতুনের নাম সামনে আসে। বুধবারই কাশ্মীর থেকে দুই মহিলা পুলিশ কর্মী সহ ছয় সদস্যের পুলিশের একটি দল চলে আসে মগড়ায়। লোকাল থানার পুলিশের সঙ্গে মিলে হানা দেয় জইতুনের ডেরায়। ইসলামপাড়া থেকে জইতুন ও তার সঙ্গী মহম্মদ ফিরোজকে গ্রেফতার করে। এদিনই ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়। দশদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কাশ্মীরে। এদিকে জইতুনের কর্মকাণ্ড দেখে থ পাড়া-প্রতিবেশীরা। অবাক তাঁর স্বামীও। জইতুনের প্রতিবেশী মহম্মদ সাহবুদ্দিন বলেন, ও ঘটকালি করে জানতাম। অনেক মেয়েকেই কাশ্মীরে বিয়ে দিয়েছে। সেখানকার ছেলেরা মা-বাবার সঙ্গে আসত। টাকা দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে যেত। কিন্তু, বিক্রি করার অভিযোগ আগে শুনিনি। অভিযুক্তের স্বামী সুরেশ রায় জানাচ্ছেন, কী হয়েছে তিনি জানেন না। সবে বিহারের দেশের বাড়ি থেকে ফিরেছেন।

উন্নয়নমূলক কাজের সুফল মানুষ যাতে দ্রুত পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ মার্চ ঃ উন্নয়নমূলক কাজের সুফল মানুষ যাতে দ্রুত পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প কতটুকু জনগণের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে তার মূল্যায়ণ করে কাজের গতি আরও বাড়ানোর জন্য পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানীয়া মহকুমা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন,জিরানীয়া মহকুমা এলাকায় ১০০ শতাংশ বাড়িতে যাতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া যায় সেবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

বধূ নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার অয়ন শীলের শ্যালক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ মার্চ ঃ অয়ন শীলের শ্যালক গ্রেফতার বধূ নির্যাতন মামলায়। গত বছর ২০ মার্চ ইডির হাতে গ্রেফতার হন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ প্রমোটার অয়ন শীল। অয়ন শীলের চুঁচুড়া জগুদাস পাড়ার বাড়ি ফ্ল্যাট ও অফিসে তল্লাশি চালায় ইডি। অয়নের আবাসন এবিএস টাওয়ারে ছিল অয়ন শীলের অফিস। সেই আবাসনে রয়েছে শান্তনুর একটি ফ্ল্যাট। চুঁচুড়ায় অয়নের অফিস এবং সল্টলেকের অফিস থেকে পুরো নিযগে সংক্রান্ত নথি উদ্ধার করে ইডি। অয়ন শীলের সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগ হয়েছিল, সেখানে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ কেন্দ্রীয় এজেন্সির। চাকরিপ্রার্থীদের থেকে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ অয়নের বিরুদ্ধে। বর্তমানে জেলবন্দি ওই ব্যবসায়ী। এবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হল অয়ন শীলের শ্যালক শঙ্কর দাস। বুধবার রাতে তাঁকে চুঁচুড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার তাঁকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বধূ নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে শঙ্করের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে আদালতে মামলা চলছিল তাঁর বিরুদ্ধে। আদালত থেকে তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বের হয়। সেই গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

আই এস এফের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১৪ মার্চ ঃ আই এস এফের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হলেও কোন কোন কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে বৃহস্পতিবার বিকালে তার তালিকা প্রকাশ করে আই এস এফ। বৃহস্পতিবার ফুরফুরা শরীফে রাজ্য

কমিটির বৈঠকের পর লোকসভা ভোটে প্রার্থী দেওয়ার কেন্দ্রগুলির তালিকা প্রকাশ করে আই এস এফ নেত্রত্ব। যে আটটি কেন্দ্রের নাম ঘোষণা করা হয় সেগুলি হলো বারাসাত, বসিরহাট, মথুরাপুর, যাদবপুর, উলুবেরিয়া শ্রীরামপুর, মালাদ দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ। জোটের স্বার্থে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য কে প্রার্থী করা হলে যাদবপুর থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবে বলে জানায় আই এস এফ। বালুরঘাট, জয়নগর অথবা ঝাড়গ্রাম, যেকোনো একটি কেন্দ্র দাবি করা হয় জোট শরীকের কাছে। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে নওশাদ সিদ্দিকী কে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল।সেটি আলোচনার মধ্যে আছে বলে জানায় আই এস এফ নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার বিকালে আই এস এফের কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশের পর বামদের আংশিক ১৬ টি লোকসভা কেঃদ্রের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে।ঃআই এস এফ এবং বামেদের জোট প্রসঙ্গে বিমান বসু সাংবাদিকদের বলেন আই এস এফের সাথে আগেও জোট ছিল না এখনো নেই যেটা ছিল আসন সমঝোতা। পাল্টা আই এস এফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী প্রশ্ন তোলেন সংযুক্ত মোর্চা তাহলে কি ছিল ?ঃঅন্যদিকে আই এস এফের সাথে বামদের জোট অস্বীকার করার পরই আই এস এফের রাজ্য কার্যকরী সভাপতি সামসুর আলী মল্লিক বলেন ডায়মন্ড হারবার থেকে নওশাদ সিদ্দিকী কে প্রার্থী করা নিয়ে আর কোনো বাঁধা রইলো না।এর থেকে বলা যেতেই পারে আগামী দু এক দিনের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার কেঃদ্র থেকে নওশাদ সিদ্দিকীর নাম ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল কে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী রঞ্জন চক্রবর্ত্তী পিতা স্বর্গীয় নারায়ন চক্রবর্তী, সাকিন ২৭, হরি চরণ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কোলকাতা -৭০০০৫৭। তাহার ও তাহার শরিক গনের ওয়ারিশন সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তথা জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা বেলঘরিয়া, মৌজা আড়িয়াদহ কামারহাটি, তৌজী নং- ১৭৩, জে এল নং ১, আর এস নং ১২, আর এস খতিয়ান নং ১৫০৪, ১৫০৫, আর এস ২৪৪০, ২৪৪১ নং দাগে লিপিবদ্ধ, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ১০ নং ওয়ার্ডের ২৭, হরি চরণ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০৫৭। প্রেমিসেস স্থিত কমবেশী ০৩ কাঠা ০২ ছটাক ১৯ বর্গফুট বাস্তু জমি সম্পত্তির সাফ কোবালা দলিল যাহা এস আর কাশীপুর দমদম অফিসে রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল। যাহার বুক নং -১, ভল্যুম নং ১০০, পাতা নং ৭৭ হইতে ৭৯, দলিল নং ৬৮৬৪/১৯৬২। উক্ত দলিলটি বিগত ইংরাজী ২১.০২.২০২৪ তারিখে হারাইয়া গিয়াছে। সে সম্পর্কে দক্ষিণেশ্বর থানায় জেনারেল ডাইরি করা হইয়াছে যাহার নম্বর ৩১৬ তারিখ ০৬.০৩.২০২৪। উপরিউল্লেখিত অরিজিন্যাল দলিল ও সম্পত্তি বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক, অর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো বক্তব্য, দাবী দাওয়া, আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সময়ের পর কাহারো কোনো বক্তব্য দাবী দাওয়া আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীমতি মান্তু মুখার্জ্জী
এ্যাডভোকেট,
১২ / ৩, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড,
কলকাতা- ৭০০০৫৭
বারাসত জর্জ কোর্ট
উত্তর ২৪ পরগণা

বাড়মের-হাওড়া-বাড়মের হোলি স্পেশাল ট্রেন

২০২৪ সালের আসন্ন হোলি উপলক্ষ্যে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে **০৪৮১৩/০৪৮১৪ বাড়মের-হাওড়া-বাড়মের হোলি স্পেশাল ট্রেন** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে।

বাড়মের-হাওড়া			(০৪৮১৩) (০৪৮১৪)	হাওড়া-বাড়মের		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
মঙ্গল	-	০০.১৫	↓ বাড়মের	০৪.৩০	-	শনি
	০৩.৩০	০৩.৪০	যোধপুর জং	০০.০৫	০০.১৫	
	০৯.১৫	০৯.২৫	জয়পুর জং	১৯.২০	১৯.৩০	শুক্র
	২২.৩৫	২২.৪০	প্রয়াগরাজ জং	০৭.৩০	০৭.৩৫	
বুধ	০৩.০০	০৩.১০	প. দীন দয়াল উপাধ্যায় জং	০৫.১০	০৫.২০	
	১২.২৩	১২.২৫	দুর্গাপুর	১৭.৫৭	১৭.৫৯	বৃহস্পতি
	১৩.১৮	১৩.২০	বর্দ্ধমান জং	১৬.৫৫	১৬.৫৭	
	১৬.০০	-	হাওড়া ↑	-	১৫.০০	

এই স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে বায়তু, বালোতরা জং, সমদড়ী জং, লুনী জং, মেড়তা রোড জং, ডেগানা জং, মকরানা জং, কুচামন সিটি, ফুলেরা, ভরতপুর জং, আগ্রা ফোর্ট, টুণ্ডলা জং, ইটাওয়া জং, গোবিন্দপুরী, সাসারাম, ডেহরী অন সোন, গয়া, কোডরমা, ধানবাদ জং, আসানসোল জং স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ ০৪৮১৩ বাড়মের থেকে** ১৯.০৩.২০২৪ ও ২৬.০৩.২০২৪ তারিখ (প্রতি মঙ্গলবার)= ২ ট্রিপ এবং **০৪৮১৪ হাওড়া থেকে** ২১.০৩.২০২৪ ও ২৮.০৩.২০২৪ তারিখ (প্রতি বৃহস্পতিবার) = ২ ট্রিপ। **গঠনঃ** এসি ৩-টিয়ার-০৪, স্লিপার শ্রেণি-১২, দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস)-০২ এবং এসএলআর/ডি-০২=২০।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government Of West Bengal
Office Of The Block Development Officer
Sankrail Development Block
Argori, Andul, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Block Development Officer invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender Serial No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	**BDO/SNK/ eNIT-45/ 2023-24**	**2024_ZPHD_ 685876_ 1 to 9**	**1 to 9**	**30/03/2024**	**01/04/2024**

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১ ১০১
টেল ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ -৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

এইচএমসি / এইচডব্লুডব্লু / পি-২৯ / ২৩-২৪ তারিখ ঃ ১১.০৩.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস শ্রীরামপুর এবং পদ্মপুকুরে ৭৫ মেট্রিক টন ফেরিক অ্যালুম বা তার অংশের আই এসঃ ২৯৯-২০১২, গ্রেড -পাঁচ সংশোধনের জন্য ৭৫ এমটি ফেরিক অ্যালুম সরবরাহের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী নামকরা, সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ, পদ্মপুকুরি **http//:wbtenders.gov.in** বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২৭.০৩.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। টেন্ডার আইডি ঃ **2024_MAD_683565_1**

307(3)/ 23-24
14.3.24

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

৪২এ পা, বিদর্ভকে উড়িয়ে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন রাহানের মুম্বই

মুম্বই, ১৪ মার্চঃ রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের দাপট অব্যহত। ওয়াংখেড়েতে বিদর্ভকে বিশাল রানের লক্ষ্য দিয়েছিল অজিঙ্ক রাহানের মুম্বই। রঞ্জি ফাইনালে লড়াই হল হাড্ডাহাড্ডি। ম্যাচ গড়াল পঞ্চম দিন অবধি। চতুর্থ দিন পুরো ব্যাটিং করেছিল বিদর্ভ। পঞ্চম দিন রাহানের মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিদর্ভর ক্যাপ্টেন অক্ষয় ওয়াদকার সেঞ্চুরি করেন। যার ফলে মুম্বইয়ের ৪২তম ট্রফির অপেক্ষা আরও কিছুটা বাড়ে। কিন্তু বিদর্ভ এর আগে দু'বার ফাইনালে যে চমক দেখিয়েছিল, শেষ অবধি মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে তা পারল না। মুম্বইকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করেছিল বিদর্ভ ঠিকই কিন্তু রাহানেদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারল না। যার ফলে এই নিয়ে ৪২তম রঞ্জি ট্রফি এল মুম্বই শিবিরে।

২০১৫-১৬ মরসুমের পর দীর্ঘ আট বছর রঞ্জি ট্রফির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে মুম্বইকে। ২০২১-২২ মরসুমে ফাইনালে উঠলেও খেতাব জিততে পারেনি মুম্বই। এ বার বিদর্ভকে উড়িয়ে ৪২তম রঞ্জি খেতাব জিতল মুম্বই। বিদর্ভর সামনে ৫৩৮ রানের টার্গেট রেখেছিল মুম্বই। করুণ নায়ার (৭৪), হর্ষ দুবে (৬৫) ও বিদর্ভের ক্যাপ্টেন অক্ষয় (১০২) লড়াই করেন। কিন্তু শেষ অবধি ৩৬৮ রানে গুটিয়ে যায় বিদর্ভ। যার ফলে ১৬৯ রানে ম্যাচ জেতার পাশাপাশি রঞ্জি ট্রফিও জিতল রাহানের মুম্বই। চতুর্থ দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৪৮ রান তুলেছিল বিদর্ভ। পঞ্চম দিন লাঞ্চ বিরতি অবধি ৫ উইকেটেই ৩৩৩ রান তুলে ফেলেন অক্ষয়-হর্ষরা। এরপর অক্ষয় ও হর্ষের জুটি ভাঙতেই বিদর্ভর জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। তুষার দেশপান্ডে ও তনুষ কোটিয়ান একের পর এক উইকেট তুলে নেন। আর উমেশ যাদবের শেষ উইকেটটি তুলে নেন বিদায়ী প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলতে নামা ধবল কুলকার্নি। রঞ্জি ফাইনালে ১৩৬ রান (দ্বিতীয় ইনিংসে) ও ২টি উইকেট (দ্বিতীয় ইনিংসে) নিয়ে সেরার পুরস্কার পেয়েছেন মুশির খান।

বিরাটকে ছাড়া বিশ্বকাপ টিম! অসম্ভব, বলছেন মহম্মদ ইরফান

ইসলাবামাদ, ১৪ মার্চঃ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে উদ্বোধনী বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এরপর থেকে অপেক্ষা বেড়েই চলেছে। জুনে ফের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। বোর্ড সচিব জয় শাহ তা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু ভারতের স্কোয়াড কী হবে, এখন থেকেই বলা কঠিন। এর মধ্যেই জল্পনা চলছে বিরাট কোহলিকে নিয়ে। তাঁকে ছাড়াই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল বাছা হবে, এমনটাই সূত্রের খবর। যদিও পাকিস্তানের সাত ফুটের পেসার এই জল্পনায় বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে, বিরাট কোহলিকে ছাড়া ভারতের বিশ্বকাপ টিম, অসম্ভব।

রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে আর দেশের হয়ে এই ফরম্যাটে খেলছিলেন না। অবশেষে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ফিরেছিলেন। রোহিত তিন ম্যাচেই খেলেন। নেতৃত্বও দেন। আফগানদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন রোহিত। প্রথম ম্যাচে খেলেননি বিরাট কোহলি। বাকি দু-ম্যাচেও তাঁর পারফরম্যান্স আহামরি ছিল না। সদ্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও খেলেননি বিরাট। ভারতের তরুণ ক্রিকেটাররা অনবদ্য পারফর্ম করেছেন। বিরাটকে ছাড়া বিশ্বকাপের টিম গড়াকে অসম্ভব বলছেন পাকিস্তানের পেসার মহম্মদ ইরফান। সাত ফুটের বেশি উচ্চতার এই পাক পেসার বলছেন, ''বিরাটকে ছাড়া বিশ্বকাপের টিম গড়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। বিরাট বড় মাপের ব্যাটার। গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ওর পারফরম্যান্স আমরা সকলেই দেখেছি। বিশ্বকাপে ও একাই ৩-৪টে ম্যাচ জিতিয়েছে। ওরকম পরিস্থিতিতে বিরাট পারফর্ম না করলে ভারত ৩-৪ টে ম্যাচ হারত। এমনকি গ্রুপ পর্বে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছেও হারত।'' জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আইপিএলের পারফরম্যান্সকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিরাট কোহলি আইপিএলে কেমন পারফর্ম করেন সে দিকেও নজর থাকবে। হতেই পারে, বিরাটকে নিয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল গড়ল ভারত!

ক্ষুধার্ত বাঘ! ভাই মুশিরের জন্য বিশেষ বার্তা সরফরাজ খানের

মুম্বই, ১৪ মার্চঃ এই নিয়ে ৪২ বার রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। ট্রফির সঙ্গে অবশ্য দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিল তাদের। পাহাড় প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে অনবদ্য ব্যাটিং করে বিদর্ভ। আজকের দিনটা ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে স্পেশাল। ২০০১ সালে ইডেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মহাকাব্যিক জুটি গড়েছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ ও রাহুল দ্রাবিড়। বিদর্ভের দুই ব্যাটার অক্ষয় ওয়াদকর ও যশ দুবে যেন তেমন কিছুই চাইছিলেন। শেষ অবধি চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ১৯ বছরের মুশির খান। রঞ্জি জয়ের মাঝেই এল সদ্য টেস্ট অভিষেক হওয়া দাদা সরফরাজ খানের বিশেষ বার্তা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স। অবশেষে জাতীয় দলের দরজা খুলেছিল সরফরাজ খানের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকে নজর কেড়েছেন। কেরিয়ারের প্রথম টেস্টে দু-ইনিংসেই হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন। অতীতে ভাইয়ের সঙ্গে রঞ্জি দলে একসঙ্গে খেলেছেন। টেস্ট অভিষেকের পরই ভিডিয়ো কলে মুশিরকে বলেছিলেন, ''এক দিন জাতীয় দলেও একসঙ্গে খেলবেন। সেই দিন আসতে হয়তো অনেক দেরি। তবে রঞ্জি ট্রফি ফাইনালের মঞ্চে সেঞ্চুরি এবং বল হাতেও অবদান, মুশিরকে প্রচারের আলোয় রাখবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।'' রঞ্জি ফাইনালে সচিন তেন্ডুলকরের সামনে তাঁরই রেকর্ড ভেঙেছেন মুশির খান। মুম্বইয়ের হয়ে সবচেয়ে কম বয়সে রঞ্জি ফাইনালে সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল সচিনের। মুশির সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। মুশিরের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ নতুন ৩৬০ ডিগ্রি সূর্যকুমার যাদবও। তাঁর পাশাপাশি ভাইয়ের পারফরম্যান্সকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন সরফরাজ খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন-পরিশ্রম, আবেগের ফল। ক্ষুধার্ত বাঘ।

মেসি গোল করলেন, সুয়ারেজকে দিয়ে করালেন, শেষ আটে মায়ামি

ফ্লোরিডা, ১৪ মার্চঃ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ন্যাশভিলের মাঠ থেকে ২-২ গোলের ড্র নিয়ে ফিরেছিল লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজের ইন্টার মায়ামি। সে ম্যাচে গোল পেয়েছিলেন মেসি-সুয়ারেজ দুজনই। আজ ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে ন্যাশভিলকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। আজও একটি করে গোল পেয়েছেন মেসি-সুয়ারেজ। তাতে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ গোলে এগিয়ে থেকে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে মেসির দল। মায়ামির হয়ে অন্য গোলটি রবার্ট টেলরের। ম্যাচের ৮ মিনিটে মায়ামির প্রথম গোলটি আসে সুয়ারেজের কাছ থেকে। ন্যাশভিলের ডিফেন্ডারদের বোকা বানিয়ে বক্সের মধ্যে সুয়ারেজকে দারুণ এক পাস দেন মেসি। এরপর সুয়ারেজ গোলের কাজটা সারেন। মেসি গোল করেন ম্যাচের ২৩ মিনিটে। ডি-বক্সের মধ্যে দিয়েগো গোমেজের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন মেসি। এ নিয়ে এই মরসুমে টানা ৪ ম্যাচে গোল পেলেন মেসি। সব মিলিয়ে চলতি মরসুমে মায়ামির হয়ে ৫ ম্যাচে মেসির গোল ৫টি, করিয়েছেন আরও ৪টি। প্রথম লেগে ম্যাচের ৪৬ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ন্যাশভিল। আজ দেখা গেছে এর উল্টোটা। মাত্র ২৩ মিনিটেই আজ মায়ামি ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। তবে সেদিন মেসি-সুয়ারেজের রসায়নে পিছিয়ে থেকেও ড্র করেছিল মায়ামি। আজ যেটা ন্যাশভিলের ফুটবলাররা করে দেখাতে পারেননি। মেসির দল বিরতিতে যায় ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে। বিরতি থেকে ফেরার ৫ মিনিট পরই মেসিকে তুলে নেন জেরার্দো মার্তিনো। মেসিকে তখন কেন তুলে নেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। মেসির বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন টেলর। ৬৩ মিনিটে দুর্দান্ত এক হেডে বল জালে জড়িয়ে মায়ামিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান তিনিই। ন্যাশভিলের স্যাম সারিডজ গোল করে ব্যবধান কমান ম্যাচের ৯৩ মিনিটে। প্রথমবারের মতো কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে খেলছে মায়ামি। গত মরসুমে মেসির কল্যাণেই এই টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি। মায়ামি লিগস কাপ জেতায় এ মরসুমে সরাসরি কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলছে। ২৭ দলের এ টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নরা খেলবে ২০২৫ সালের ক্লাব বিশ্বকাপে। শেষ ষোলোয় মনটেরি ও সিনসিনাটির মধ্যকার ম্যাচে যে দল জিতবে, তাদের বিপক্ষে শেষ আটে খেলবে মেসির মায়ামি। ম্যাচটি হবে আগামী ২ এপ্রিল। এর আগে ১৬ মার্চ ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে মায়ামি।

টাইব্রেকারে আতলেতিকোর কাছে হেরে বিদায় ইন্টার মিলানের

মাদ্রিদ ও মিউনিখ, ১৪ মার্চঃ লাওতারো মার্টিনেজ শটটা রাখতে চেয়েছিলেন জালে। কিন্তু জোরের সঙ্গে নেওয়া পেনাল্টি শটটা শুধু গোল বারের ওপর দিয়ে মাঠই ছাড়া হলো না, ইন্টার মিলানকেই পাঠিয়ে দিল চ্যাম্পিয়নস লিগের বাইরে। দুই লেগ মিলিয়ে অনেকটা সময় এগিয়ে থাকার পরও টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিল গতবারের ফাইনালিস্ট ইন্টার মিলান। গত আসরে ফাইনাল খেলা ইন্টার বুধবার আতলেতিকোর মাঠে নেমেছিল এগিয়ে থেকেই। প্রথম লেগে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা দলটি দ্বিতীয় লেগের ৩৩ মিনিটে ব্যবধান বানিয়ে নিয়েছিল ২-০। কিন্তু নিজেদের মাঠে উজ্জীবিত আতলেতিকো দুটি গোলই শোধ দিয়ে ম্যাচ নিয়ে যায় অতিরিক্ত সময়ে। যেখানে দুই দলেরই আর কোনও গোল না হলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। স্নায়ুচাপের সেই লড়াইয়ে ইন্টারের হয়ে শট মিস করেন মার্টিনেজ, আর অ্যালেক্সিস

চ্যাম্পিয়নস লিগ

সানচেজ ও ডেভি ক্লাসেনের শট আটকে দেন আতলেতিকো গোলকিপার ইয়ান ওবলাক। বিপরীতে আতলেতিকোর প্রথম চার শটের তিনটিই জালে গেলে পঞ্চম শটের আগেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় তাদের। এ নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে তিনটি পেনাল্টি শুটআউটে জিতল আতলেতিকো। যে কীর্তি আর কোনও দলের নেই। শুরু থেকে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে ৩৩ মিনিটে ইন্টার গোল পায় ফেদেরিকো দিমারকোর মাধ্যমে। নিকোলা বারেল্লার বাঁ দিক থেকে বক্সে বাড়ানো বল জালে পাঠান ইতালিয়ান এই ডিফেন্ডার। প্রথম লেগে এক গোলে এগিয়ে থাকায় দুই লেগ মিলিয়ে ইন্টার এগিয়ে যায় ২-০ গোলে। তবে আতলেতিকো ম্যাচে টিকে থাকার জানান দেয় দুই মিনিটের মধ্যেই। কোকের কাছ থেকে পাওয়া বল আঁতোয়ান গ্রিজমান নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পাঠিয়ে দেন জালে। ৫২ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের সম্ভাবনাও তৈরি করেছিলেন এই ফরাসি তারকা। তবে ইন্টার গোলকিপার ইয়ান সোমার পা দিয়ে তা আটকে দেন। ম্যাচে আতলেতিকো সমতার গোলটি পায় ৮৭ মিনিটে। কোকের কাছ থেকে পাওয়া বলে গোল করেন মেম্ফিস ডিপাই। এরপর ম্যাচ ২-২ সমতায় অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে শেষ পর্যন্ত যায় টাইব্রেকারে। এ দিকে জার্মানিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর আরেক লড়াইয়ে পিএসভিকে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। দুই দলের প্রথম লেগে ছিল ১-১ সমতা। আজ সিগনাল এদুনা পার্কে দ্বিতীয় লেগে হয় দুটি গোল, দুটিই ডর্টমুন্ডের। তৃতীয় মিনিটে জোদান সানচো আর ৯৫তম মিনিটে মার্কো রয়েস ডর্টমুন্ডকে জয়ের গোল দুটি এনে দেন।

শ্রেয়সের 'গম্ভীর' চোট, চিন্তার কালো মেঘ কেকেআর শিবিরে

মুম্বই, ১৪ মার্চঃ চোট যেন কোনও মতেই শ্রেয়স আইয়ারের পিছু ছাড়তে চাইছে না। বর্তমানে তিনি ব্যস্ত ছিলেন রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে। কিন্তু বিদর্ভর বিরুদ্ধে তাঁকে ফিল্ডিং করতে দেখানি। রঞ্জি ফাইনালের চতুর্থ দিনও ফিল্ডিংয়ে দেখা যায়নি শ্রেয়সকে। পঞ্চম দিনও তাঁকে পাওয়া যায়নি মাঠে। মুম্বইয়ের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৫ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন শ্রেয়স। যা একদিকে মুম্বইকে যেমন স্বস্তি দিয়েছিল, তেমনই কেকেআর শিবিরকেও আইপিএল শুরু হওয়ার আগে আশ্বস্ত করেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে বিরাট খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁর পুরনো পিঠের চোট ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। যে কারণে তিনি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিদর্ভর বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করছেন না। গত বছর শ্রেয়স আইয়ারকে তাঁর পিঠের

চোটের জন্য অস্ত্রোপচার হয়েছিল। যার ফলে পুরো আইপিএলে তাঁর খেলা হয়নি। এ বারও তেমনটাই হবে না তো? তাঁর চোটের কারণে রঞ্জি ফাইনালে ফিল্ডিং না করায় সেই আশঙ্কা কিন্তু বাড়ছে। রঞ্জি ফাইনাল শেষ হলেই তাঁর কলকাতায় নাইট শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ২৩ মার্চ এ বারের আইপিএলে কেকেআরের প্রথম ম্যাচ। তার আগে শ্রেয়সের এই পুরনো পিঠের চোট চিন্তায় ফেলে দিল গৌতম গম্ভীর, চন্দ্রকান্ত পন্ডিতদের। এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার ১১১ বল খেলার পথে দু'বার শ্রেয়স মুম্বইয়ের ফিজিয়োর কাছ থেকে পিঠের ব্যাথার জন্য ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলেন। এরপর চতুর্থ দিন তিনি ফিল্ডিং করতে পারেননি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পিঠের স্ক্যানও হয়েছে। এক সূত্র বলেছে, ''ওর পিঠের অবস্থা ভালো নয়। ওর পুরনো চোটই আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। রঞ্জি ফাইনালের পঞ্চম দিনও ও ফিল্ডিং করতে পারেনি আইপিএলের শুরুর দিকের কয়েকটি ম্যাচও ও মিস করতে পারে।'' এর আগে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন শ্রেয়স পিঠে ব্যাথা অনুভব করেছিলেন। এবং তিনি সেই ব্যাথার কথা টিম ম্যানেজমেন্টকেও জানিয়েছিলেন। এরপর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির হেড নীতীন প্যাটেল শ্রেয়সকে ফিট বলে জানিয়ে দেন। কিন্তু তারপরও রঞ্জি ট্রফিতে প্রথমে খেলেননি তিনি। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে খেলেছেন। সম্প্রতি বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন শ্রেয়স।

স্টার্কের সঙ্গে 'প্রতাপ' দেখাতে মুখিয়ে রানা

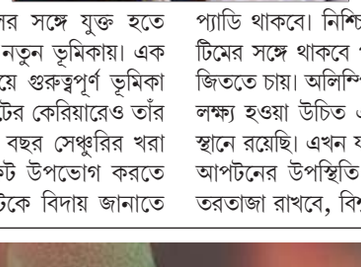

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের অপেক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। ২২ মার্চ শুরু এ বারের প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনই ইডেন গার্ডেন্সে অভিযান শুরু করছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইতিমধ্যেই কেকেআরের অনেক ভারতীয় ক্রিকেটার কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার রঞ্জি ফাইনালের জন্য আজ আসছেন না। কাল থেকে ইডেনে প্রস্তুতি শুরু করছে কেকেআর। তবে বিদেশি ক্রিকেটাররা কবে আসবেন, এ নিয়ে নিশ্চিত করেনি কেকেআর। তরুণ পেসার হর্ষিত রানা অপেক্ষায় রয়েছেন কিংবদন্তি মিচেল স্টার্কের। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মিনি অকশনে ঝড় তুলেছিল কেকেআর। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দামে কেকেআর নিয়েছে অজি পেসার মিচেল স্টার্ককে। পুরো ফিট থাকলে স্টার্ক দলের বড় সম্পদ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর জন্য প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল কেকেআর। যুক্তি দিয়েছিলেন মেন্টর গৌতম গম্ভীর। স্টার্ক শুধুমাত্র প্লেয়ার নন বরং তরুণ পেসারদের জন্য পরামর্শদাতার ভূমিকাও পালন করবেন, এমনই বলেছিলেন গম্ভীর। গত আইপিএলেই কেকেআর জার্সিতে অভিষেক হয়েছেন তরুণ ডানহাতি পেসার হর্ষিত রানা। অভিষেক মরসুমে নজর কেড়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। হর্ষিত রানা মুখিয়ে রয়েছেন মিচেল স্টার্কের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে বোলিংয়ে জুটি বাঁধতে। নাইটদের এক সাক্ষাৎকারে হর্ষিত বলেন, ''চোটের জন্য প্রস্তুতিতে কিছুটা সমস্যায় পড়েছিলাম। প্রায় আড়াই মাস ক্রিকেটের বাইরে ছিলাম। যেটুকু সুযোগ পেয়েছি, প্রস্তুতি সেরেছি। মিচেল স্টার্কের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছি। ওর মতো বড় প্লেয়ারের থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাব। ম্যাচেই হোক বা অনুশীলনে, স্টার্ককে দেখে নিজের খেলায় উন্নতির চেষ্টা করব।''

ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয়, বিরাটের কামব্যাক প্যারিসে হকি দলের দায়িত্বে সেই প্যাডি

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চঃ ক্রিকেটে শেষ বার ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল ২০১১ সালে। ঘরের মাঠেই হয়েছিল সেই বিশ্বকাপ। কোচ গ্যারি কার্স্টেন, অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ে আরও একজনের কথা না বললেই নয়। মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ প্যাডি আপটন। ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে নিয়মিত কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তনেও তাঁর বড় অবদান রয়েছে। আবারও ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন প্যাডি আপটন। এ বার নতুন ভূমিকায়। এক যুগ আগে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন প্যাডি আপটন। বিরাটের কেরিয়ারেও তাঁর অবদান ভোলার নয়। প্রায় তিন বছর সেঞ্চুরির খরা চলছিল বিরাট কোহলির। ক্রিকেট উপভোগ করতে পারছিলেন না। চিরতরে ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চেয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সে সময় প্যাডি আপটনের ক্লাস করেন। পরবর্তীতে বিরাটই সেই ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছেন। প্যাডি কীভাবে তাঁর মানসিকতা বদলে দিয়েছে তা বর্ণনা করেছেন বিরাট। প্যারিস অলিম্পিকে সেই প্যাডি আপটনকেই দেখা যাবে ভারতীয় পুরুষ হকি দলের সঙ্গে। ভারতীয় পুরুষ হকি দলের কোচ ক্রেগ ফুলটন সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, ''অস্ট্রেলিয়ায় হকি টেস্ট সিরিজ রয়েছে। সেখানে প্যাডি থাকবে। নিশ্চিত ভাবেই প্যারিস অলিম্পিকেও টিমের সঙ্গে থাকবে প্যাডি আপটন। প্রতিটা দলই ট্রফি জিততে চায়। অলিম্পিকেও লক্ষ্যটা আলাদা নয়। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং বাস্তবও। বিশ্বে আমরা চতুর্থ স্থানে রয়েছি। এখন যদি না পারি, আর কবে?'' প্যাডি আপটনের উপস্থিতি ভারতীয় দলকে মানসিক ভাবে তরতাজা রাখবে, বিশ্বাস ফুলটনের।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com